CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-106 ■ 21 January, 2025 ■ আগরতলা ২১ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ৭ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েই ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষণা

বিশ্বে শান্তি এবং ঐক্য ফেরানোর কাজ করব

শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

ওয়াশিংটন, ২০ জানুয়ারি ।। বিশ্বে শান্তি এবং ঐক্য ফেরানোর কাজ করব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭ তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েই এই ঘোষণা দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রেসিডেন্ট ভোটের আগে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং পশ্চিম এশিয়ায় অশান্তি ঠেকাতে কূটনৈতিক পদক্ষেপের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ট্রাম্প। তাঁর পূর্বসূরি বাইডেনের জমানাতেই গাজায় ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ইউক্রেনে এখনও রক্ত ঝরছে। ফলে, তাঁর এই ঘোষণা যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক বলেই মনে করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ট্রাম্পের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকতে দেশ-বিদেশ থেকে হাজির হয়েছেন বহু তাবড় তাবড় ব্যক্তিত্বরা। এসেছেন বিশ্বের বড় বড় প্রতিনিধিরাও। ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে ট্রাম্পের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে গিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। এদিন শপথের পরই কার্যত বিশ্বনেতাদের দিকে ছুড়ে দিলেন ইঙ্গিতবহ বার্তা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স বার্তায় বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে আপনার ঐতিহাসিক অভিষেকের জন্য আমার প্রিয় বন্ধু রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমাদের উভয় দেশের উপকারের জন্য এবং বিশ্বের জন্য একটি উন্নত ভবিষ্যত গঠনের জন্য আমি আবারও একসাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য উন্মুখ। আপনার আগামী মেয়াদের জন্য শুভকামনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭ তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। শপথ গ্রহণের পরে দেওয়া ভাষণে ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন, আমেরিকার স্বর্ণযুগ এখন থেকে শুরু হলো। তিনি বলেন, এখন থেকে সামনের দিনগুলোয় আমাদের দেশ আরো সমৃদ্ধ আর সম্মানজনক অবস্থানে উঠে আসবে। আমার একমাত্র লক্ষ্য হবে, আমেরিকা ফার্স। তিনি জোর গলায় বলেন, আমাদের সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা পুনরুদ্ধার করা হবে। পুনরায় ন্যায়বিচার ফিরিয়ে আনা হবে। আমরা একটি গর্বিত, সমৃদ্ধশালী ও স্বাধীন জাতি তৈরি করার লক্ষ্যকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেব, বলেন তিনি।

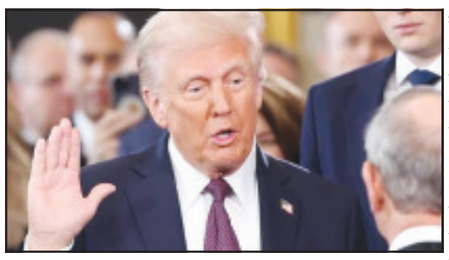

সোমবার ভারতীয় সময় রাত সাড়ে দশটায় শপথ নেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। শপথে তিনি সংবিধানকে 'সংরক্ষণ ও রক্ষা করার' প্রতিজ্ঞা করেন। শপথ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্তে বাঁধ নির্মানের বিষয়টি কেন্দ্র গুরুত্ব সহকারে দেখছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। কৈলাসহরের সীমান্ত এলাকায় বাঁধ নির্মাণ করেছে বাংলাদেশ সরকার। এটা কোনভাবেই উচিত নয়। সীমান্ত রেখার প্রায় ৪০ থেকে ৫০ মিটারের মধ্যেই বাঁধ নির্মান করা হয়েছে। এ বিষয়টি কেন্দ্র সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে দেখছেন। কৈলাসহরে সীমান্ত এলাকায় বাঁধ নির্মাণের বিষয়ে এমনটাই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা।

তিনি আরো বলেন, ইতিমধ্যেই তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সঙ্গে গোটা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। জেলাশাসক থেকে সমস্ত তথ্য নিয়ে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট পেশ করেছেন। বাঁধ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য, স্যাটেলাইট চিত্র সবকিছুই তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট দিয়েছেন। এই বাঁধ নির্মাণের ফলে কৈলাসহর সম্পূর্ণ ডুবে যেতে পারে। জল স্বাভাবিক নিয়মে চলাচল করতে পারবে না। ফলে ওই এলাকায় বন্যা পরিস্থিতিও সৃষ্টি হতে পারে। আন্তর্জাতিক এই বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে দেখছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, কৈলাসহরের রাঙাউটি গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবীপুর এলাকার ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত লাগুয়া স্থানে ভারত সরকারের সঙ্গে কোন ধরনের বৈঠক ছাড়াই উঁচু বাঁধ তৈরি করেছে বাংলাদেশ সরকার। যার ফলে জলের তলায় তলিয়ে যেতে পারে গোটা ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর।

স্ত্রীকে হত্যার দায়ে স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। স্ত্রীকে হত্যার দায়ে স্বামীকে সশ্রম কারাদন্ডের রায় দিয়েছে ঊনকোটি জেলা আদালত। ২২ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের পর অভিযুক্ত রমিজ আলীকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন ঊনকোটি জেলা আদালতের বিচারক সুদীপ্তা চৌধুরী।

এব্যাপারে কৈলাসহর আদালতের সরকারি আইনজীবী সুনির্মিল দেব জানান, কৈলাসহরের ইরানী থানার অন্তর্ভুক্ত খাওরাবিল গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা ৩৫ বছরের রমিজ আলী ২০১৯ সালের মে মাসে কৈলাসহরের ধলিয়াকান্দি গ্রামের নেশারুন বিবির মেয়ে সাতাশ বছরের রোশনা বেগমকে বিয়ে করেছিলো। বিয়ের পর থেকেই রোশনা বেগমকে পনের জন্য শারিরীক এবং মানসিক ভাবে নির্য্যাতন করতো রমিজ। বিয়ের নয় মাসের মাথায় ২০২০ সালের ছয় জানুয়ারি রাতে রমিজ আলী তার খাওরাবিল গ্রামের নিজ বাড়িতেই ধারালো কোদাল দিয়ে রোশনা বেগমের মাথায় আঘাত করে এবং ঘটনাস্থলেই রোশনা বেগম মারা যায়। পরের দিন রমিজ আলী আলী তার স্ত্রী রোশনা বেগমের মা নেশারুন বিবিকে খবর দেয়। এবং খবর পেয়ে নেশারুন বিবি রমিজ আলীর বাড়িতে গিয়ে দেখে ঘরের ভিতরে মাটিতে রক্তাক্ত অবস্থায় রোশনা বেগমের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। সাথে সাথেই নেশারুন বিবি ইরানি থানায় খবর দেয় এবং খবর পেয়েই ইরানি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে রোশনা বেগমের মৃতদেহ ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে ২০২০সালের সাত জানুয়ারি নেশারুন বিবি ইরানি থানায় রমিজ আলী এবং রমিজ আলীর এক নিকট আত্মীয়ের বিরুদ্ধে ইরানি থানায় মামলা করেছিলো। ইরানি থানার পুলিশ সাথে সাথেই মামলাটি হাতে নিয়েছো। ঘটনার পর রমিজ আলী তার নিজ বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেও ঘটনার তিন দিন পর মামলার তদন্তকারী অফিসার অপর্ণা দেবনাথ রমিজ আলীকে গ্রেফতার করেছিলো।

তিনি আরও জানিয়েছেন, তদন্তকারী অফিসার অপর্ণা দেবনাথ ২০২০ সালের ৩১ মে মামলার চার্জশিট আদালতে জমা দিয়েছিলো। আদালতে মামলা চলাকালীন রমিজ আলীর পক্ষে দুইজন সাক্ষ্যদান করলেও রমিজ আলীর বিরুদ্ধে ২২ জন সাক্ষ্যদান করে। দীর্ঘদিন আদালতে মামলা চলার পর ঊনকোটি জেলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশার সামগ্রী সহ আটক দুই পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযানে একটি অটোতে তল্লাশি চালিয়ে ১২ গ্রাম ব্রাউন সুগার, নগদ ১২৭০ টাকা সহ দুইটি মোবাইল উদ্ধার করে সাব্রুম থানার পুলিশ। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ৭ লক্ষাধিক টাকা হবে। সাথে দুইজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে কাঁঠালছড়ায় ভিকি শীলের বাড়ির সামনে থেকে একটি অটো নিয়ে নেশা সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় করতে আসবে। ওই খবরের ভিত্তিতে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। অভিযানে অটো চালক অসীম মজুমদার ও ভিকি শীলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে প্রায় ১২ গ্রাম ব্রাউন সুগার, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আর জি কর কান্ডে সঞ্জয়ের আমৃত্যু কারাবাসের নির্দেশ

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি.স.)।। আর জি করে তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ-খুন মামলায় দোষী সঞ্জয় রায়কে আমৃত্যু জেলের সাজা আদালতের। ঘটনার ১৬৪ দিনের মাথায় দোষীর সাজা ঘোষণা করলেন শিয়ালদা আদালতের বিচারক অনির্বাণ দাস।

এই সঙ্গে দোষীর জরিমানা করা হয়েছে ৫০ হাজার টাকা। এ ছাড়াও ধর্ষণের জন্য ৭ লক্ষ এবং হত্যার জন্য ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা হয়েছে। বিচারক বলেন, "রাষ্ট্রের দায়িত্ব নির্য্যাতিতার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার।"

সাজা ঘোষণার আগে এদিন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নিজেকে বারবার নির্দোষ বলে দাবি করে সঞ্জয়।

ফের রুদ্রাক্ষ তত্ত্ব খাড়া করার চেষ্টা করে সে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কেঁদেও ফেলে সঞ্জয়। প্রথমার্ধে ৩২ মিনিট শুনানির পর আদালত কক্ষ ফাঁকা করে দিতে বলেন বিচারক অনির্বাণ দাস। দুপুর ২.৪৫ মিনিট নাগাদ সাজা ঘোষণা করা হবে বলে জানান তিনি।

বিচারক দাস বলেন, "আপনাকে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত জেলে থাকতে হবে।" আদালতের নির্দেশ শুনে কাঁদো কাঁদো দেখা গেল দোষী সঞ্জয় রায়কে। বিড়বিড় করে কিছু বলতে থাকেন তিনি।

শনিবার, সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪ (ধর্ষণ), ৬৬ (ধর্ষণের জন্য মৃত্যু), ১০৩ (১) (খুন) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হয় তাকে।

গত বছরের ৯ আগস্ট, হাসপাতালের সেমিনার হল থেকে তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার করা হয়। অভিযোগ, ধর্ষণ করে খুন করা হয় তাঁকে। তদন্তে নামে কলকাতা পুলিশ। ১০ আগস্ট এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে গ্রেফতার করা হয়। গত ১২ আগস্ট নির্য্যাতিতার বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী। শোকস্তব্ধ পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। গত ১৩ আগস্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় আদালত।

"ফাঁসি চেয়েছিলাম" বললেন মমতা

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি.স.)।। আর জি কর-কাণ্ডে রায় শুনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তিনি দোষীর ফাঁসি চেয়েছিলেন।

কলকাতা থেকে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "আমরা ফাঁসির দাবি করেছিলাম। কী করে জানি না... আমাদের হাতে কেসটা থাকলে অনেক আগেই ফাঁসির অর্ডার করে নিতাম।" এ দিন মুর্শিদাবাদে রওনা হওয়ার আগেও তিনি দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন।

ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪, ৬৬ এবং ১০৩ (১) এই তিনটি ধারায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়। সিবিআই মৃত্যুদণ্ডের জন্য সওয়াল করলেও শেষমেশ আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন বিচারক অনির্বাণ দাস। সঙ্গে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পার্টির অন্যতম লক্ষ্য সকলের জন্য কাজ করা, শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী

প্রদেশ বিজেপির জেলা সভাপতিদের নাম ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির নির্বাচিত জেলা সভাপতিদের তালিকা ঘোষিত হয়েছে। আজ কুশাভাউ ভবন থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ প্রভারী ডা. রাজদীপ রায় ওই তালিকা প্রকাশ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা: মানিক সাহা এদিন শুভেচ্ছাবার্তায় বলেছেন, সকলের জন্য কাজ করা পার্টির অন্যতম লক্ষ্য।

ওই তালিকায় প্রকাশ পেয়েছে, সদর গ্রামীণ জেলা সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেন গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সদর শহরাঞ্চল জেলা সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেন অসীম ভট্টাচার্য্য, গোমতী জেলা সভাপতি হলেন সবিতা নাথ, খোয়াই জেলা সভাপতি হলেন বিনয় দেববর্মা। তেমনি, সিপাহীজলা জেলা (উত্তর) সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেন বিপ্লব চক্রবর্তী, সিপাহীজলা (দক্ষিণ) জেলা সভাপতি হলেন উত্তম দাস, ঊনকোটি জেলা সভাপতি হলেন বিমল কর, উত্তর ত্রিপুরা জেলা সভাপতি কাজল কুমার দাস, দক্ষিণ ত্রিপুরা (পিলাক) জেলা সভাপতি হলেন দীপায়ন চৌধুরী এবং ধলাই জেলা সভাপতি হলেন পতিরাম ত্রিপুরা। ধর্মনগর প্রতিনিধি: উত্তর ত্রিপুরা বিজেপি জেলা সভাপতির নাম ঘোষণা হতেই দলীয় কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গিয়েছে। এদিন নবনিযুক্ত সভাপতির নাম ঘোষণা করেন রাজ্য বিজেপির সম্পাদক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিক রতন ঘোষ, ছিলেন পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, পানিসাগরের বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস,জেলা সভাধিপতি অপর্ণা নাথ,সহকারী সভাধিপতি ভবতোষ দাস।

কৈলাসহর প্রতিনিধি: ঊনকোটি জেলার নতুন সভাপতি বিমল কর। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াই নদীতে নবজাতকের মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২০ জানুয়ারি।। খোয়াই নদীতে ভাসমান নবজাতক শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। খোয়াই জেলার অন্তর্গত কল্যাণপুর থানাধীন কুচপাড়া এলাকায় শিশুর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কল্যানপুর থানার পুলিশ খবর পেয়ে ছুটে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। কল্যাণপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক তাপস মালাকার, আজ দুপুর ১:৩০ মিনিট নাগাদ খোয়াই নদীতে একটি নবজাতকের দেহ পড়ে রয়েছে বলে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দিয়েছেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে কল্যাণপুর থানার পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কল্যাণপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৫ দফা দাবিতে শিক্ষাভবনে অভিযান বাম ছাত্র সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। স্কুল কলেজে শিক্ষক সংকট দূরীকরণ, বিদ্যাজোতি প্রকল্প বাতিল সহ ৫ দফা দাবিতে আজ শিক্ষাভবন অভিযানে সামিল হয়েছেন এসএফআই — টিএসইউ সদর ও ডুকলি বিভাগীয় কমিটির নেতৃত্বরা। এদিন রাজধানীর প্যারাডাইস চৌমুহনী থেকে বিভিন্ন সংগঠনের কার্যকতারা মিছিল করে শিক্ষাভবনের উদ্দেশ্য রওয়ানা দিয়েছিলেন।

এসএফআই -এর রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব বলেন, বিজেপি সরকার ত্রিপুরায় ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন সরকারি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া, শিক্ষাক্ষেত্রে উপর ক্রমাগত আক্রমণ করা হচ্ছে। তাছাড়া, বিভিন্ন স্কুলে প্রায় ১০ হাজার শিক্ষক কমে গেছে। এমনকি, রাজ্যের কলেজগুলোতেও শিক্ষক নেই। বিজেপি সরকারের আমলে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনীয় অবস্থা হয়ে রয়েছে। তাই পাঁচ দফা দাবিতে দুই ছাত্র যুব সংগঠন শিক্ষাভবন অভিযান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশ সপ্তাহে ছাত্রছাত্রীরা অরুন্ধতীনগর থানার ওসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে পুলিশ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করার লক্ষ্যে আজ অরুন্ধুতিনগর থানায় এক অনন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। থানার দায়িত্ব ক্ষণিকের জন্য তিনটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ছাত্রছাত্রীরা উৎসাহের সাথে থানার বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করে। ওসি, সেকেন্ড ওসি এবং অন্যান্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেও ও মনু নদীর সঙ্গমস্থলে বাড়ছে লোক সমাগম, হচ্ছে অস্থিবিসর্জন

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

২০ জানুয়ারি।। দেও ও মনু নদীর সঙ্গমস্থলে লোক সমাগম ক্রমশ বাড়ছে। শুধুমাত্র ত্রিপুরা নয় আসাম থেকেও হিন্দু ধর্মাবলম্বী নারী পুরুষ এবং পর্যটকরা আসতে শুরু করেছে। এবার মকর সংক্রান্তির দিনে রেকর্ড পরিমাণ লোক সমাগম হয়। এখন থেকে প্রায় প্রতিদিন দুই নদীর সঙ্গমস্থলে নানা পূজা পার্বণ এবং অস্থি বিসর্জন সহ নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলছে। দেও এবং মনু নদীর সঙ্গম স্থল নিয়ে দিনের পর দিন নানা তথ্য বেরিয়ে আসছে।

হেরিটেজ অর্গানাইজেশন নামে একটি সংগঠন এই সঙ্গমস্থলকে নিয়ে নানা কাহিনী উদঘাটন করে চলছে। এতদিন পর্য্যন্ত প্রচারিত ছিল যে শুধুমাত্র দেও এবং মনু নদীর সঙ্গম হয়েছে। কিন্তু এই সংগঠনের কর্ণধার সুদর্শন বৈদ্য দাবি করেছেন কুমারঘাটের হালাই মুড়ার এই স্থানে অন্তত পাঁচটি ছোট এবং উপনদী মিলিত হয়ে পবিত্র স্থানে পরিণত হয়েছে। তিনি দাবি করেছেন দেও ও মনু নদী ছাড়াও এই স্থানে নাতিন মনু, পুতিন মনু, কুতিন মনু এবং চামনু এই চারটি উপনদী মিলিত হয়েছে। ফলে এই এলাকা ত্রিপুরার মহাতীর্থ স্থান হিসাবে বিবেচিত হতে চলছে। দুইটি নদী এবং চারটি উপনদী একসাথে মিলিত হয়ে উত্তর দিকে প্রবাহিত হওয়ার কারণে এই নদী গঙ্গা নদীর মত পবিত্র নদী হয়ে উঠেছে।

উত্তরবাহি নদীতে অস্থি বিসর্জন অত্যন্ত পবিত্র কাজ বলে হিন্দুধর্মে লিখিত আছে। এই বিষয়টি প্রকাশ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ২১ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং
৭ মাঘ মঙ্গলবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

কৃষকদের সঙ্গে বৈঠকের প্রস্তাব কেন্দ্রের

অন্নদাতাদের দৃঢ়তার সামনে নতিস্বীকার করিতে বাধ্য হইল কেন্দ্র। পাঞ্জাবের বিক্ষোভরত কৃষকদের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব নিয়া তাঁহাদের কাছে গেলেন কেন্দ্রের এক প্রতিনিধি দল। কেন্দ্রের সেই প্রস্তাবে রাজি কৃষকরাও। সব ঠিক থাকিলে অচলাবস্থা কাটাইতে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে বৈঠক হইতে চলিয়াছে কেন্দ্রের।ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের বৃদ্ধি, কৃষিঋণ মকুব, পেনশন চালু করা-সহ কেন্দ্র সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়া লাগাতার আন্দোলন চালাইয়া যাইতেছে দেশের অন্নদাতারা। চাপ বাড়াইতে গত ২৬ নভেম্বর থেকে আমরণ অনশন করছেন কৃষক নেতা জগজিৎ সিং দাল্লেওয়াল। দেড় মাস পার হইয়া অনশনে অনড় তিনি। খানাউরি সীমানায় তাঁহার সমর্থনে ট্রাক্টর, ট্রলি, লরি নিয়া এসে ভিড় করিয়াছেন হাজার হাজার কৃষক।ওই কৃষকদের সঙ্গে শুরুতে আলোচনায় বসিতেও রাজি ছিল না কেন্দ্র। এমনকী সুপ্রিম কোর্টও এ নিয়া কেন্দ্রকে তিরস্কার করে। শীর্ষ আদালত প্রশ্ন তুলিয়া দেয়, কৃষকদের সঙ্গে আলোচনায় বসিতে সমস্যাটা কোথায়? এদিকে আন্দোলনের তীব্রতাও বাড়ছিল। অবশেষে শনিবার খানাউরি সীমানায় ভারতের বন পরিষেবা আধিকারিক তথা কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের যুগ্মসচিব প্রিয় রঞ্জনের নেতৃত্বে কেন্দ্রের একটি দল কৃষকদের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল। সেখানে অনশনরত কৃষক নেতা জগজিৎ সিং দাল্লেওয়ালের সঙ্গে দেখা করে বৈঠকের প্রস্তাব দেন তিনি। অচলাবস্থা কাটাতে কেন্দ্রের তরফে আগ্রহ দেখানো হয়। কৃষকরাও বৈঠকে যেতে আগ্রহী বলে খবর।কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করিবার পর কৃষক নেতা দাল্লেওয়ালও সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে রাজি হয়েছেন। লাগাতার অনশন চালিয়ে যাওয়ায় তাঁর স্নায়ুতন্ত্র ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওজন কমে গিয়েছে অনেকটা। এর আগে শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়াছিল, পাঞ্জাব সরকারকে ওই কৃষকনেতার সঙ্গে কথা বলে তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করিতে হযইবে। যদিও দাল্লেওয়াল হাসপাতালে যেতে নারাজ। তবে কেন্দ্র আলোচনায় রাজি হওয়ার পর চিকিৎসা নিতে রাজি হইয়াছেন তিনি।

ডাবল ইঞ্জিন সরকারের একটি অপরাধে, অপরটি দুর্নীতিতে : তেজস্বী যাদব

পাটনা, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকার শব্দবন্ধকে কটাক্ষ করলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। তাঁর কথায়, "ডাবল ইঞ্জিন সরকারের একটি ইঞ্জিন অপরাধে এবং অন্যটি দুর্নীতিতে।' সোমবার বিহারের ঔরঙ্গাবাদে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তেজস্বী যাদব বলেছেন, 'এনডিএ ১১ বছর ধরে কেন্দ্রে এবং বিহারে ২০ বছর ধরে, তাঁরা আর কত সময় পাবে?'

তেজস্বী যাদব আরও বলেছেন, 'এখনও পর্যন্ত তাঁরা বিহারকে বিশেষ রাজ্যর মর্যাদা, বিশেষ প্যাকেজ এবং বন্যা ত্রাণ দিতে পারেনি। এই লোকজন বিহারের সঙ্গে সৎ মায়ের আচরণ করেছে।'

আর জি কর—কাণ্ডে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): চূড়ান্ত রায় ঘোষণার আগে আর জি কর কাণ্ডে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাইলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুর্শিদাবাদ সফরে যাওয়ার পথে সোমবার দুপুরে ডুমুরজলা হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ফাঁসির দাবিতে তিনিও পথে নেমেছিলেন। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক, সেটাই চান।

এদিকে, নির্যাতিতার পরিবার শাস্তি ঘোষণার আগে দাবি করেন, অন্তত ৫০ জন জড়িত তাঁদের মেয়ের ধর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ডে। তাঁরা জানান, সোমবার শাস্তি ঘোষণা আদতে তাঁদের আইনি লড়াইয়ের প্রথম ধাপ। নির্যাতিতার বাবা-মা বলেন, "তার পরেও দাঁতে দাঁত চেপে আমরা আইনি লড়াই চালিয়ে যাব। আজ সঞ্জয়ের কঠোরতম শাস্তির দাবি করছি।" তার পরেই তাঁরা দাবি করেন, সঞ্জয় একা দোষী নন বলে তাঁদের মনে হয়েছে। কোনও প্রভাবশালীকে আড়াল করার চেষ্টা হচ্ছে বলে তাঁদের স্থির বিশ্বাস। ইতিমধ্যে আদালতে পৌঁছে গিয়েছেন তাঁরা।

তলবের বিরোধিতা করে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের আসফাকুল্লার

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): যোগ্যতার চেয়ে বেশি ডিগ্রি দেখিয়ে প্রাইভেটে চিকিৎসার অভিযোগে আর জি করের আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারকে পুলিশ তলব করেছে। সোমবার, বিধাননগর কমিশনারেটে হাজিরার আগেই তলবের বিরোধিতা করে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করলেন আসফাকুল্লা নাইয়া।

এদিন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন। তবে মামলার শুনানির সময় এখনও নির্দিষ্ট হয়নি বলেই খবর।

গত সপ্তাহে আসফাকুল্লার কাকদ্বীপের বাড়িতে পুলিশের তল্লাশি হয়। পরদিন তাঁকে নোটিস পাঠিয়ে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের তলব ও হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়। ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হলেন আর জি করের জুনিয়র ডাক্তার আসফাকুল্লা।

এর আগে ভুয়ো ডিগ্রির অভিযোগে পুলিশি তদন্তের মুখে পড়েছিলেন তিনি। সেই ঘটনা উল্লেখ করে আদালতে জুনিয়র চিকিৎসকের অভিযোগ, একেবারে বেআইনিভাবে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে। তিনি ডাক্তারিতে উচ্চশিক্ষা করছেন। তাই ভুয়ো ডিগ্রির অভিযোগ অযৌক্তিক। আসফাকুল্লার দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারায় থানাগুলিতে মামলা দায়ের হয়েছে। ৩০ জন পুলিশ বাড়িতে গিয়ে তল্লাশি চালিয়েছে। তাতে আতঙ্কিত পরিবার। এসবের বিরুদ্ধেই আদালতের দ্বারস্থ হলেন আসফাকুল্লা।

শিয়ালদহ আদালত চত্বরে সোমবার সকাল থেকে কঠোর নিরাপত্তা

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): শিয়ালদহ আদালত চত্বরে শনিবারের চেয়েও দীর্ঘ ব্যারিকেড করা হয়েছে। পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা আদালত চত্বরে আছেন। মহিলা পুলিশের সংখ্যাও আগের চেয়ে বৃদ্ধি করা হয়েছে। নিরাপত্তার ঘেরাটোপে সঞ্জয় রায়কে নিয়ে আসা হয়েছে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে। সোমবারই তাঁর শাস্তি ঘোষণা করবেন বিচারক। সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার কিছু পরেই আদালতে নিয়ে আসা হয় সঞ্জয়কে। প্রেসিডেন্সি জেল থেকে গ্রিন করিডর করে পুলিশের কনভয় পৌঁছয় শিয়ালদহে। গাড়ি থেকে নামিয়েই আদালতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় সঞ্জয়কে।

আর জি কর মামলার চার্জশিটে সঞ্জয়কেই একমাত্র অভিযুক্ত বলে উল্লেখ করেছিল তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। পরে আদালত জানায়, সঞ্জয়ের অপরাধ প্রমাণিত। তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪, ৬৬ এবং ১০৩(১) ধারায়। এই ধারা অনুযায়ী সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। বিচারকই সে কথা শনিবার জানিয়ে দেন দোষীকে।

জলবায়ু পরিবর্তন: নতুন করে ভাবতে হবে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে

মো. মাহবুব উল আলম

বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের যুদ্ধ যুগ---যুগান্তরের। তারপরও ২০২২ সালে সিলেট জেলার বন্যা অনেকের জন্যই ছিল অভূতপূর্ব। বলা হচ্ছে, গত একশ বছরে সিলেটবাসী এমন বন্যা দেখেনি। উজানে মেঘালয় রাজ্যে রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টির কারণেই এ অস্বাভাবিক ঢল এবং প্রলয়ংকরী বন্যা। বন্যা উপদ্রুত জনপদে মানুষের আহাজারি এবং আর্তনাদ আমরা দেখেছি, পত্রিকায় পড়েছি, শুনেছি এবং অনেকেই সাধ্যমতো সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। বন্যার্ত মানুষের দুর্দশা লাঘবে রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়, যার ফলে দ্রুততম সময়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টিপাতের ধরন এবং পরিমাণে সারা পৃথিবীতে যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে, তার আরেকটি উদাহরণই হচ্ছে গত বছরের এ অতিবৃষ্টিজনিত বন্যা। সারা পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে নানা দুর্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং দুর্যোগের চিরাচরিত রূপেও পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে শীতপ্রধান ইউরোপীয় এবং আমেরিকান দেশগুলোতে উচ্চ তাপমাত্রা মানুষের দুর্ভোগের কারণ।

এমনকি শীতপ্রধান দেশে আমরা বৈদ্যুতিক পাখা ব্যবহার করতে দেখছি, যা অনেকের কাছে অস্বাভাবিক। হিমালয়ের বরফগলা জলে পাকিস্তানের সাম্প্রতিক বন্যা এবং নাইজেরিয়ায় অতিবৃষ্টিজনিত ভয়াবহ বন্যায় মানুষ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে বৃষ্টি ও তাপমাত্রা পরিবর্তনে বাংলাদেশে ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে মর্মে বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। করোনা, ইবোলা মহামারিসহ অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাবও জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো অনাবৃষ্টি ও দীর্ঘায়িত খরা খাদ্য উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব ফেলছে এবং মরুর আবহাওয়াকে আরও চরমভাবাপন্ন করে তুলছে। চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ার আরেক উদাহরণ, চলতি বছরে আমেরিকা এবং কানাডায় অস্বাভাবিক তুষারপাত ও সাইক্লোন। পরিবেশের এ বৈরী আচরণ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, মানবজাতির পরিবেশের প্রতি বৈরী আচরণকে। মানুষের হাজার বছরের ইতিহাস যেন প্রকৃতির ওপর আধিপত্যের গাথা। বন কেটে বানিয়েছে নগর, মাটির তলদেশ থেকে আহরণ করেছে খনিজআরও কত---কী! নদীর গতিপথ পরিবর্তন করে বানিয়েছে বাঁধএ যেন প্রকৃতির ওপর বিজয় লাভ করার এক বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা, কার চেয়ে কে বেশি করতে পারে। এবার প্রকৃতির জবাব দেওয়ার পালা, প্রতিশোধের কঠিন পর্ব।

বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, সিলেট বিভাগের বিগত বন্যায় প্রায় ৪৩ লাখ মানুষ প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যাঁদের মধ্যে প্রায় ৯ লাখ নারী ও পুরুষ সাময়িকভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। পত্রপত্রিকা এবং বিভিন্ন প্রতিবেদনে সাধারণ যে ভোগান্তি এবং কষ্টের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার সমস্যাগুলো তেমন গুরুত্ব পায়নি। পত্রিকায় আমরা দেখেছি, সুনামগঞ্জ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এক সন্তানসম্ভবা মাকে জরুরি প্রয়োজনে হাসপাতালে নেওয়ার জন্য ৫০ হাজার টাকা নৌকাভাড়া দিতে রাজি হয়েছিল ভুক্তভোগীর পরিবার, যদিও প্রকৃত ভাড়া ৫০০ থেকে ৭০০ টাকা। বন্যাকবলিত বেশির ভাগ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবাদান কেন্দ্রে সেবাদান কর্মীরা যেতে না পারায় কেন্দ্রগুলো বন্ধ ছিল।

সরকারিভাবে মেডিকেল টিম গঠন করে জরুরি সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হলেও এর আওতায় গর্ভবতী মা, প্রসূতি ও নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবাকে কতটুকু গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তা আমরা নিশ্চিত নই।

বন্যা, সাইক্লোনসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায় সেবাকেন্দ্রগুলো অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবাদান কার্যক্রম চরমভাবে ব্যাহত হয়। এ কারণে দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারী এবং কিশোরীরা প্রয়োজনীয় গর্ভকালীন সেবাসহ অন্যান্য সেবা থেকে বঞ্চিত হন। নারী ও কিশোরীদের দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি আমরা এখনো গুরুত্ব দিয়ে ভাবছি না।

প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত দুর্ভোগকে সাধারণত তিন ভাগে দেখা হয়আর্থসামাজিক বিচ্ছিন্নতা, শিক্ষাব্যবস্থার বিপর্যয় এবং আয়ের উৎস বাধাগ্রস্ত হওয়া। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বন্যার্ত জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ আর্থিক সংকটের কারণে সস্তা খাবার গ্রহণ করতে বাধ্য হয় এবং অপুষ্টিতে ভোগে। আর্থিক দুরবস্থা থেকে মুক্তি পেতে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করা, পরিবারে কিশোরীদের বিয়ে দেওয়া, নারীর প্রতি সহিংসতার কথা কমবেশি আমরা সবাই জানি, কিন্তু কিছু বিষয় আমাদের দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়। দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষ যখন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেয়, সেই সময় পুরুষদের চেয়ে নারীদের ভোগান্তিই অনেক বেশি হয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে নারী-পুরুষের ভিন্ন টয়লেটের ব্যবস্থা থাকে না। নারী এবং কিশোরীদের ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি বরাবরই উপেক্ষিত। গর্ভবতী মায়েদের কষ্ট আরও বেশি। জরুরি গর্ভকালীন ও প্রসবসেবার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় অনেক গর্ভবতী মা ও নবজাতকের জীবন বিপন্ন থাকে। দুর্যোগের সময় পরিবার পরিকল্পনা সেবার প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনাই করা হয় না।

পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনালের সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ সাতক্ষীরা ও গাইবান্ধা জেলায় দুর্যোগপরবর্তী সময়ে মায়েদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয়তা এবং সার্বিক পরিস্থিতি জানতে একটি গবেষণা পরিচালনা করে। গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুর্যোগের সময় সাতক্ষীরা এবং গাইবান্ধা জেলায় যথাক্রমে ৭২ দশমিক ৬ শতাংশ এবং ৭৩ দশমিক ৪ শতাংশ কিশোরী বাল্যবিবাহের শিকার। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, দুর্যোগের সময় এবং পরবর্তী সময় জেলা দুটিতে ৮৯ শতাংশ (সাতক্ষীরা) এবং ৭৯ দশমিক ৪ শতাংশ (গাইবান্ধা) নারী নানা রকম সহিংসতার শিকার হন। জেলা দুটিতে যথাক্রমে ৮৫ দশমিক ৬ শতাংশ এবং ২৫ দশমিক ২ শতাংশ পুরুষ সদস্য জীবিকার তাগিদে অন্যত্র চলে যান এবং তাঁদের অনেকেই পরবর্তী সময় ফেলে আসা পরিবারের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখেন না। গর্ভবতী মায়েদের সেবার ক্ষেত্রেও খুবই হতাশাজনক চিত্র। জেলা দুটিতে ২০ শতাংশের কম গর্ভবতী নারী দুর্যোগকালে চার বা তার বেশিবার প্রসবপূর্ববর্তী সেবা নিচ্ছেন, যা জাতীয় পর্যায়ের গড় (৪৭ শতাংশ) হারের তুলনায় অনেক কম।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় আমরা যতটা সফল, দুর্যোগের প্রস্তুতিতে আমরা ঠিক ততটাই পিছিয়ে। জাতীয় পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যন্ত সুবিন্যস্ত সেবাকেন্দ্র এবং সুপ্রশিক্ষিত সেবাকর্মীদের মাধমে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান কার্যক্রম বিদ্যমান, যার মাধ্যমে আমাদের অর্জন অনেক। কিন্তু বন্যা, সাইক্লোনসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায় সেবাকেন্দ্রগুলো অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবাদান কার্যক্রম চরমভাবে ব্যাহত হয়। এ কারণে দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারী এবং কিশোরীরা প্রয়োজনীয় গর্ভকালীন সেবাসহ অন্যান্য সেবা থেকে বঞ্চিত হন। নারী ও কিশোরীদের দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি আমরা এখনো গুরুত্ব দিয়ে ভাবছি না। দুর্যোগের সময় নারী ও কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা উচিত। সঠিক এবং সময়োপযোগী প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হলে ভবিষ্যতেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় গর্ভবতী মায়ের আহাজারি, কষ্টের খবর, গত বছরগুলোর মতোই পত্রিকার কাটতি বাড়াবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সুপার-আর্থ বা অতি-পৃথিবীর কথা

আব্দুল্লাহ আল মাকসুদ

মহাবিশ্ব কোটি কোটি গ্রহ দিয়ে ভর্তি। এর কিছু ঘুরছে নক্ষত্রের চারপাশে। কিছু ভেসে বেড়াচ্ছে উদ্দেশ্যহীনভাবে। নক্ষত্র শনাক্ত বা পর্যবেক্ষণ করা যতটা সহজ, গ্রহ পর্যবেক্ষণ ততটা সহজ নয়। গ্রহ থেকে আলো নির্গত হয় না। গ্রহ শনাক্তের পদ্ধতি তাই বেশ জটিল। এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা সৌরজগতের বাইরে ৫ হাজার ১৭৯টি গ্রহ বা এক্সোপ্ল্যানেট শনাক্ত করেছেন।

সৌরজগতে যে আটটি গ্রহ আছে সেগুলো গঠনের দিক থেকে তিন ধরনের। স্থলজ, গ্যাসীয় দাবনীয় গ্রহ অথবা বরফ দানবীয়। বিজ্ঞানীরা যেসব এক্সোপ্ল্যানেট খুঁজে পেয়েছেন, সেগুলোর মাঝে এই তিন ধরনের গ্রহ আছে। পাশাপাশি আরও একধরনের গ্রহের প্রাচুর্য্য আছে মহাবিশ্বে। বিজ্ঞানীরা যেগুলোর নাম দিয়েছেন সুপার আর্থ বা অতি-পৃথিবী।

নাম শুনে মনে হতে পারে, পৃথিবীর সাথে এধরনের গ্রহের মিল আছে। আসলে সেরকম নয়। নাসার বিবৃতি অনুসারে, পৃথিবীর থেকে ভারী কিন্তু নেপচুন বা ইউরেনাসের চেয়ে হালকা গ্রহগুলোকে সুপার-আর্থ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এরা গ্যাস, পাথর বা এদের মিশ্রণে তৈরি হতে পারে। সাধারণ আকারে এসব গ্রহ আকারে পৃথিবীর প্রায় ১০ গুণ পর্যন্ত হয়। পৃথিবীর চেয়ে প্রায় দেড় থেকে ১০ গুণ হয় এদের ভর।

প্রথম খুঁজে পাওয়া সুপার আর্থ

সর্বপ্রথম সৌরজগতের বাইরে গ্রহ বা বহিসৌরগ্রহ আবিষ্কৃত হয় ১৯৯৪ সালে। বিজ্ঞানীরা দেখেন, ২ হাজার ৪০০ আলোকবর্ষ দূরে একটি পালসারকে কেন্দ্র করে ঘুরছে দুইটি গ্রহ। পালসার হচ্ছে শক্তিশালী চুম্বকীয় নিউট্রন নক্ষত্র, যা ঘূর্ণায়মান অবস্থায় বিদ্যুৎচুম্বকীয় তরঙ্গ বিকিরণ করে।

দুইটি গ্রহই পৃথিবীর চেয়ে প্রায় ৪ গুণ বেশি ভারী। এই ভর গ্যাসীয় বা বরফ দানবীয় গ্রহ হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত নয়। বিজ্ঞানীরা সেবারই প্রথম নতুন ধরনের গ্রহের সন্ধান পান। সেটার বৈশিষ্ট্য সৌরজগতের কোন গ্রহের সঙ্গে মেলে না। তাঁরা এর নাম দেন, সুপার আর্থ।

এগুলো যেহেতু পালসারের চারপাশে ঘুরছিল, তাই এদের পুরোপুরি গ্রহ বলা যায় না। গ্রহ হওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে, স্বাভাবিক নক্ষত্রের চারপাশে ঘুরতে হবে। এরকম প্রথম পুরোপুরি সুপার আর্থ হচ্ছে, গ্লিস ৮৭৬ডি। ২০০৫ সালে এটি আবিষ্কৃত হয়। গ্লিস ৫৮১ নামের একটি লাল বামন নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করছে গ্রহটি।

সুপার আর্থের প্রাচুর্য্য

২০০৯ সালে মহাকাশে কেপলাস স্পেস টেলিস্কোপ পাঠায় নাসা। কেপলারের মূল লক্ষ্য ছিল, এক্সোপ্ল্যানেট অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ। নক্ষত্রের সামনে দিয়ে গ্রহ পার হওয়ার সময় তার উজ্জ্বলতা কিছুটা কমে যায়। পরে আবার বাড়ে। মূলত নক্ষত্রের আলোর এই উজ্জ্বলতা বাড়া-কমার ব্যাপারটি লক্ষ্য করার মাধ্যমে গ্রহ শনাক্ত করে কেপলার স্পেস টেলিস্কোপ। একে বলা হয় ট্রানজিট পদ্ধতি। টেলিস্কোপটি ব্যবহার করে মাত্র দুই বছরে ৩০০টিরও বেশি সুপার আর্থের সন্ধান পেয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। কেপলার স্পেস টেলিস্কপের মাধ্যমেই জানা গেল গ্যালাক্সিতে সুপার আর্থ ধরনের গ্রহের প্রাচুর্য্য আছে। নাসার তথ্য অনুযায়ী, ১৯ অক্টোবর ২০২২ পর্যন্ত মোট ১ হাজার ৫৮৫টিই সুপার-আর্থ ধরনের গ্রহ শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের খুঁজে পাওয়া মোট গ্রহের প্রায় ৩০ শতাংশই সুপার আর্থ।

সুপার আর্থে কী বসবাসযোগ্য?

কোন গ্রহ বাস করা যাবে কিনা বা সেখানে প্রাণের বিকাশ সম্ভব কিনা, তা চট করে বলা যায় না। বিশেষ করে গ্রহের ধরন থেকে এটা বোঝার কোন সুযোগ নেই। প্রাণের ধরন, গ্রহের আবহাওয়া, তাপমাত্রা এসব নানা বিষয়ের উপর বাসযোগ্যতা নির্ভর করে। এখন পর্যন্ত জলীয়, বরফে ঢাকা, এমনকি গলিত লাভায় আচ্ছাদিত সুপার আর্থের খোঁজ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এছাড়া পৃথিবীর চেয়ে ৩-৪ গুণ ভরের গ্রহগুলো খুবই ঘন ও হাইড্রোজেন সমৃদ্ধ বায়ুমণ্ডল ধরে রাখতে সক্ষম। গ্রহেরপৃষ্ঠ ঠিক থাকলেও বায়ুমণ্ডলের কারণে সেখানে মানুষের বসবাস করার সুযোগ কম। তবে বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পৃথিবীর চেয়ে মাধ্যাকর্ষণ বেশি হওয়ায় সুপার-আর্থ গ্রহের টপোগ্রাফি বা ভূ-সংস্থান হবে বিস্ময়কর। সাগর-মহাসাগর হবে পৃথিবীর তুলনায় আরও গভীর ও বড়। ফলে তৈরি হতে পারে বিশাল দ্বীপপুঞ্জ। নক্ষত্রের বাসযোগ্য অঞ্চলের মাঝে থাকলে এখানে ভিন্ন ধরনের জীববৈচিত্র্য গড়ে ওঠাও তাই বিস্ময়কর নয়।

শীতের সকালে গরম কৌতুক

আনিসুল হক

শীত কেন পড়ে নাএই অভিযোগের মধ্যেই ভালোই শীত পড়ে গেছে। তেঁতুলিয়ায় ৬ দশমিক ১ পর্যন্ত তাপমাত্রা নেমে গিয়েছিল। এখন রবীন্দ্রনাথের গানের প্যারোডি গাওয়া যায়, শীতের হাওয়ায় লাগল কাঁপন নন্দলালের হাড়ে হাড়ে। কিন্তু গাইতে গেলে দাঁতে দাঁত লেগে ঠকঠক শব্দ হয়। গানের সুর ঠিক থাকে না। শীতকালে দাঁতের সঙ্গে দাঁত বাড়ি খেয়ে ঠকঠক করতে থাকে কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর হলো: বাইরে শীত থাকলে শরীর মস্তিষ্ককে বার্তা পাঠায়। মস্তিষ্ক তখন আমাদের মাংসপেশিকে বলে, কাঁপো। মাংসপেশি কাঁপলে তাপ উৎপাদিত হবে, আমাদের শরীর শীতের বিরুদ্ধে লড়তে পারবে।

এই অবস্থায় আজ ছুটির দিনের সকালটা বরং শুরু করি কিছু কৌতুক দিয়ে। বলে রাখা ভালো, এই কৌতুকগুলো আমি অনলাইনে বিভিন্ন কৌতুকের সাইট থেকে নিয়ে থাকি। এগুলো আমার রচিত নয়, আবিষ্কৃত তো নয়ই। আমি কপি-পেস্ট করি, নয়তো ইংরেজি থেকে অনুবাদ করি। এ পর্যন্ত কেন বলতে হচ্ছে? ভাই, পাঠ্যপুস্তকে বিদেশি সাইট থেকে তথ্যসূত্র ছাড়া হুবহু অনুবাদ তুলে দেওয়ার ফলে সমালোচনার যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে, এরপর অপাঠ্য কলামে কৌতুক বললেও তার সূত্র না বলা ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে।

ঘড়ি বলল মোরগকে, ভোরবেলা ঘুম থেকে ডেকে তোলার কাজে তোমার চেয়ে আমি ঢের ভালো। অনেক ভেবে মোরগ বলল, কিন্তু তোমাকে দিয়ে বিয়েবাড়ির রোস্ট বানাতে পারবে না! মোরগের মাংসের কথা যখন উঠলই, তখন মিসরের একটা খবর তুলে ধরি প্রথম আলো ডটকম থেকে। মিসরে মুরগির মাংসের দাম অনেক বেড়ে গেছে। সরকার তাই জনগণকে মুরগির পা ফেলে না দিয়ে খেতে বলেছে। তাতে হয়েছে দুই বিপদ, এক. সমালোচকেরা মাঠ গরম করে ফেলেছেন, আমরা কি এত গরিব হয়ে গেছি যে আমাদের শেষ পর্যন্ত মুরগির পা খেতে হবে? দুই. আর বাজারে মুরগির পায়ের দামও গেছে বেড়ে!

খবরটা পড়ে আমাদের ভালোই লাগছে! আমাদের দেশে সবকিছুর দাম বাড়ছে, মাছের দাম, মাংসের দাম, তেলের দাম, গ্যাসের দাম, ডলারের দাম, ফলারের দাম। কমছে শুধু টাকার দাম, আলুর দাম, আর ভোটারের দাম। তো মিসরের লোকেরা এখন ঠেকায় পড়ে মুরগির পা খাচ্ছে, শুনে সান্ত্বনা পাচ্ছি।

পরের কৌতুকটা আমি নিচ্ছি আপজোকস ডটকম থেকে।

একজন লোক এক হাজার ডলারের চেক ভাঙাতে ব্যাংকে গেছেন। তিনি ব্যাংকের ক্যাশিয়ারকে বললেন, 'আমাকে নগদ ডলার দিন।'

ক্যাশিয়ার বললেন, 'আপনার অ্যাকাউন্টে অর্থটা রেখে দিন। নিরাপদে থাকবে। বছর শেষে এক হাজার ডলারের বদলে আপনি পাবেন এক হাজার পঞ্চাশ ডলার। থাকুক না ডলারটা।'

গ্রাহক বললেন, 'কিন্তু আপনাদের ব্যাংক যদি ফেল করে! শুনেছেন তো, নাম না জানা ঠিকানাবিহীন কোম্পানি ব্যাংক থেকে হাজার হাজার কোটি ডলার তুলে নিয়ে হাওয়া হয়ে যাচ্ছে! এ রকমটা হলে আপনাদের ব্যাংক তো দেউলিয়া হয়ে যাবে। আপনারা আমাদের মতো খুদে আমানতকারীর টাকা রাখেন। তারপর সেটা বিভিন্ন বড় পার্টিকে লোন দেন। তারা আপনাদের উচ্চসুদে টাকাটা ফেরত দেয়। সেইভাবেই তো ব্যাংক চলে। এখন যদি ঋণ গ্রহণকারীরা টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়, তাহলে তো আমরা আমাদের টাকা কোনো দিনও ফেরত পাব না।'

ব্যাংকের কর্মচারী বললেন, 'না না। ভয় পাবেন না। আমাদের ব্যাংকের টাকা বিমা করা আছে। আমরা বিপদে পড়লে বিমা কোম্পানি সব টাকার জোগান দেবে?'

'কিন্তু সব ব্যাংক যদি ফেল করতে থাকে, তখন তো বিমা কোম্পানিও তো ধসে যাবে।'

'তখন আছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তখন বিমা কোম্পানিকে টাকা দেবে।'

'কিন্তু কতজনকে দেবে? কেন্দ্রীয় ব্যাংকও যদি ধসে যায়?'

'তাহলে আছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর সরকার তখন এগিয়ে আসবে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বাঁচাতে?'

'কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প সরকার যদি ধসে পড়ে?'

'মাত্র ১০০০ ডলারের বিনিময়ে যদি এই কাজটা করা যায়, তাহলে কি আমাদের তা-ই করা উচিত নয়?'

পরের কৌতুকটা পেয়েছি ইবাংলা লাইব্রেরি থেকে। এক লোক জাদুঘরে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। জাদুঘরের কর্মচারীরা ছুটে এলো। করছেন কী? করছেন কী? এটা সিরাজউদ্দৌলার চেয়ার। লোকটা বলল, ভাই একটু বসে থাকি না, আর পারছি না, সিরাজ ভাই আসার আগে বলবেন, উঠে যাব! কর্মচারীরা বললেন, সিরাজ ভাই আইলে উঠবেন, এইটার কোনো গ্যারান্টি আছে? একবার চেয়ারে বইলে কেউ ওঠে?

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'প্রার্থী' কবিতায় সূর্যকে বলেছেন উত্তাপ দিতে, আমাদের স্যাঁতসেঁতে ঘরে, আর গলির ধারের উলঙ্গ ছেলেটাকে। বলেছেন, সূর্য হলো অগ্নিপিণ্ড, তার কাছ থেকে উত্তাপ পেয়ে আমরা যখন নিজেদের জড়তা পুড়িয়ে ফেলতে পারব, তখন হয়তো ওই উলঙ্গ ছেলেটাকে ঢেকে দিতে পারব গরম কাপড়ে। কবিরা কথা বলেন ইঙ্গিতে, কোনো গূঢ় বার্তা তিনি হয়তো দিতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেন, ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো। তবে তেঁতুলিয়া কিংবা রংপুরের মানুষ জানে, সূর্য না উঠলে দিনরাত্রিগুলো বড় কষ্টে যায়। সারা রাত খড়কুটোয় আগুন জ্বালিয়ে তার পাশে বসে থাকতে হয়!

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের কারুশিল্পের বিকাশে পূর্বোত্তর আদি বাজার বিশেষ ভূমিকা নেবে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। উত্তর পূর্বাঞ্চলের কারুশিল্পের বিকাশে পূর্বোত্তর আদি বাজার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। পূর্বোত্তর আদি বাজার ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের কারুশিল্পীদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও শিল্প প্রতিভাগুলি তুলে ধরার একটি সহায়ক মঞ্চ।

সোমবার আগরতলার পূর্বাশা আরবান হাট কমপ্লেক্সে পূর্বোত্তর আদি বাজারের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা ট্রাইফেড এবং ত্রিপুরা মার্কফেডের যৌথ উদ্যোগে এই আদি বাজারের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ সাহা বলেন, রাজ্যের জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়নে রাজ্য সরকার নিরন্তর কাজ করে চলেছে। বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী রিসা, পাছড়া, মাতাবাড়ির পেরা ইতিমধ্যেই জিআই ট্যাগ পেয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়কালে রাজ্যে মহিলা পরিচালিত স্বসহায়ক দলের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি কার্যকর করার ফলে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক সহ সামগ্রিক উন্নয়নে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। এর পাশাপাশি কারুশিল্পীদের উৎপাদিত পণ্যগুলির প্রচার ও প্রসারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি তাদের উৎপাদিত পণ্যগুলির মোড়ক আকর্ষণীয় করে তুলতে গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, ট্রাইফেডের চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন সাংসদ রামসিন রাঠোড়, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, ত্রিপুরা মার্কফেডের চেয়ারম্যান অভিজিৎ দে, ভাইস চেয়ারম্যান সঞ্জয় সাহা, সমবায় দপ্তরের সচিব তাপস রায়, সমবায় সমিতির নিয়ামক দশরথ দেববর্মা সহ অন্যান্য অতিথিগণ। আগামী ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে পূর্বোত্তর আদি বাজার। এই আদি বাজারে ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির আদিবাসীদের উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর ৩২টি স্টল রয়েছে।

খুবই দুর্ভাগ্যজনক, আর জি কর মামলায় সাজা শুনে হতাশ রেখা শর্মা

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): আর জি কর মামলায় সাজা শুনে হতাশা ব্যক্ত করলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন তথা রাজ্যসভার সাংসদ রেখা শর্মা। তিনি বলেছেন, 'এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আমার মনে হয় কলকাতা পুলিশের তদন্ত সিবিআই-এর সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল এবং তদন্তে ত্রুটির কারণে দোষীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে, মৃত্যুদণ্ড নয়।'

ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪, ৬৬ এবং ১০৩ (১) এই তিনটি ধারায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছে অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়। সিবিআই মৃত্যুদণ্ডের জন্য সওয়াল করলেও শেষমেশ আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন বিচারক অনির্বাণ দাস। সঙ্গে জরিমানা করা হয়েছে ৫০ হাজার টাকা। এ ছাড়াও ধর্ষণের জন্য ৭ লক্ষ এবং হত্যার জন্য ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বিচারক বলেন, "রাষ্ট্রের দায়িত্ব নির্যাতিতার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার।" এর রায় শুনে রেখা শর্মা বলেছেন, 'নির্যাতিতার পরিবার এবং আমরা সবাই সত্যিই আশাহত। এত বড় মামলাকে বিরলতম বলা হয়নি।'

ক্ষতিপূরণের অর্থ নিতে নারাজ নির্যাতিতার বাবা

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের নির্যাতন ও হত্যার ঘটনায় ক্ষতিপূরণ চান না নির্যাতিতার বাবা। এ দিন তিনি আদালতে এ কথা জানান।

তাঁর উদ্দেশে অবশ্য বিচারক বলেন, "আপনি মনে করবেন না টাকা দিয়ে ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করা হচ্ছে। আমাকে এমন বলা হলে আমিও তাই করতাম। সব মিলিয়ে ১৭ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে রাষ্ট্রকে। এ দিন দোষীর যাবজ্জীবন (আমৃত্যু) কারাদণ্ড ছাড়াও তাঁকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪, ৬৬ এবং ১০৩ (১) এই তিনটি ধারায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়। সিবিআই মৃত্যুদণ্ডের জন্য সওয়াল করলেও শেষমেশ আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন বিচারক অনির্বাণ দাস। সঙ্গে জরিমানা করা হয়েছে ৫০ হাজার টাকা। এ ছাড়াও ধর্ষণের জন্য ৭ লক্ষ এবং হত্যার জন্য ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বিচারক বলেন, "রাষ্ট্রের দায়িত্ব নির্যাতিতার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার।"

বাস্তবায়নের পথ আরও সুগম, ইউসিসি ম্যানুয়াল অনুমোদন উত্তরাখণ্ড মন্ত্রিসভার

দেহরাদূন, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তরাখণ্ড মন্ত্রিসভা সোমবার অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) ম্যানুয়ালকে অনুমোদন দিয়েছে, এর ফলে উত্তরাখণ্ডে ইউসিসি বাস্তবায়নের পথ আরও সুগম হল। এই সিদ্ধান্তটি দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলির জন্য একটি অগ্রাধিকার স্থাপন করবে বলে আশা করা হচ্ছে, শাসন ও সামাজিক সংস্কারের প্রতি রাজ্যের সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন।

সোমবার উত্তরাখণ্ডের পাউরি গাড়ওয়ালের রামলীলা ময়দানে আয়োজিত এক জনসমাবেশে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বলেছেন, 'রাজ্যের প্রত্যেকের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি তৈরি করা হচ্ছে। গোটা দেশ এতে উপকৃত হবে। বিজেপি উত্তরাখণ্ডের উন্নয়ন করতে চায় এবং উত্তরাখণ্ডকে দেশের শীর্ষ রাজ্যগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। অন্যদিকে কংগ্রেস এবং অন্যান্য দল তোষণ করছে।'

ঝাড়খণ্ডে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক চালকের

লাতেহার, ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : ঝাড়খণ্ডে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে লাতেহার জেলার বারিয়াতু থানার অন্তর্গত

বারানী পেট্রোল পাম্পের কাছে। জানা গেছে, একটি কয়লা বোঝাই গাড়ি কোলিয়ারি থেকে কয়লা নিয়ে চাঁদোয়া রেলওয়ে সাইডিংয়ের দিকে যাচ্ছিল। উল্টো দিক থেকে আরেকটি গাড়ি চাঁদোয়া সাইডিং থেকে কয়লা খালি করে কোলিয়ারির দিকে আসছিল। দ্রুতগতির কারণে দুটি গাড়ির মধ্যে ধাক্কা লেগে দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হন চালক।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, গাড়িতে আটকে থাকা নিহত চালকের দেহ উদ্ধার করা হয়। স্থানীয়দের সহায়তায় আহত অন্য চালককে হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর রাঁচির রিমস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গোয়ালপোখরে গুলিতে মৃত্যুর ঘটনায় হাই কোর্টে মামলা

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরের গুলিতে মৃত্যুর ঘটনার জল গড়াল কলকাতা হাই কোর্টে। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী তাপস ভঞ্জ।

ন্যাশনাল পুলিশ কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, পুলিশের হাতে যদি বন্দি নিরাপদ না হয় সেক্ষেত্রে আদালতকে হস্তক্ষেপ করতে হবে, এই যুক্তিতে মামলার আবেদন।

সোমবার মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি। জানান, অতিরিক্ত হলফনামা দিয়ে ওই বিষয়ে নির্দিষ্ট বেঞ্চে আবেদন জানানো যাবে।

চলতি সপ্তাহে ওই মামলার শুনানির সম্ভাবনা। তবে জেল নিয়ে অন্য ডিভিশন বেঞ্চে একটি মামলা চলছে। তাই সেখানে শুনানি হবে নাকি প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে, তা স্পষ্ট নয়।

গত ১৫ জানুয়ারি, ইসলামপুর আদালতে শুনানিতে হাজির করা হয় সাজ্জাক আলমকে। শুনানি শেষে প্রিজন ভ্যানে করে রায়গঞ্জ কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তাকে।

গোয়ালপোখরের পাঞ্জিপাড়ার একরচালা কালীমন্দিরের কাছে শৌচকর্ম করবে বলে জানায়। প্রিজন ভ্যান থেকে নামে।

অভিযোগ, প্রিজন ভ্যান থেকে নেমে দুই পুলিশকর্মীকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। এরপর একটি বাইকে চড়ে চম্পট দেয়। রায়গঞ্জ পুলিশ সুপার সাজ্জাকের ২ লক্ষ টাকা মাথার দাম ধার্য্য করেছিল।

The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage/ item rate e- tender from the eligible Central & State Public Sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/ MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 04/02/2025 for the following work:-

Sl NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Post Flood Maintenance and Restoration Work in 7(Seven) nos. School under Amarpur Block, Gomati District during the year 2024-25. DRAFT NIT NO: 101/EE/ENGG.CELL/Samagra/2024-25 PRESS NIT NO: 114/EE/ENGG.CELL/Samagra/2024-25	Rs. 15,19,000.00	Rs. 30,380.00	1(One) month	Up to 3PM 04/02/2025	At 04/02/2025 Hrs on 04 PM.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Post Flood Maintenance and Restoration Work in 5(Five) nos. School under Amarpur Block, Gomati District during the year 2024-25. DRAFT NIT NO: 102/EE/ENGG.CELL/Samagra/2024-25 PRESS NIT NO: 115/EE/ENGG.CELL/Samagra/2024-25	Rs. 13,10,000.00	Rs. 26,200.00	1(One) month	Up to 3PM 04/02/2025	At 04/02/2025 Hrs on 04 PM.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on websitehttps://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder. ICA/C/ 3854/25

(Er. B. Das)
Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:- 21/EE/AGRI/NORTH/2024-25

On behalf of the Governor of Tripura the Executive Engineer (Agri), Dharmanagar, North Tripura invites percentage rate e-tender on double bid system from the eligible bidders for the following works:-

Sl No.	e-DNIT No.	Estimated Cost	Earnest Money (In Rs)
1	2	3	4
1.	47/CE/AGRI/EE(N)/2024-25	Rs.1,95,89,536.00	Rs. 3,91,791.00
2.	48/CE/AGRI/EE(N)/2024-25	Rs.1,95,89,536.00	Rs. 3,91,791.00
3.	50/CE/AGRI/EE(N)/2024-25	Rs.1,95,89,536.00	Rs. 3,91,791.00
4.	52/CE/AGRI/EE(N)/2024-25	Rs.1,95,89,536.00	Rs. 3,91,791.00

Last date and time for documents downloading and bidding up to 15:00 Hrs on 31/01/2025 and time and date of opening of bid at 15:30 Hrs on 31/01/2025 (if possible). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
Notes: For more details, please kindly visit: tripuratenders.gov.in
ICA / 3363/25

For & on behalf of the Governor of Tripura
Executive Engineer
Department of Agriculture & F.W Dharmanagar, North Tripura.

NOTICE INVITING e-TENDER NO. 20 /EE(AGRI)/S/2024-25.

SL. NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID
1	65/CE/AGRI/EE(SOUTH)/2024-25	Rs. 1,93,86,035.00	Rs. 3,87,721.00	365 Days	Up to 04.00. P.M. on 30/01/2025	At 11.00 AM on 31/01/2025
2	68/CE/AGRI/EE(SOUTH)/2024-25	Rs. 1,93,86,035.00	Rs. 3,87,721.00			
3	70/CE/AGRI/EE(SOUTH)/2024-25	Rs. 1,93,86,035.00	Rs. 3,87,721.00			
4	71/CE/AGRI/EE(SOUTH)/2024-25	Rs. 1,57,05,615.00	Rs. 3,14,112.00			
5	72/CE/AGRI/EE(SOUTH)/2024-25	Rs. 1,93,86,035.00	Rs. 3,87,721.00			
6	83/SE/AGRI/EE(SOUTH)/2024-25	Rs. 1,14,03,314.00	Rs. 2,28,066.00			

ICA/C-3359/25

(Er. D. Jamatia)
Executive Engineer (South)
Department of Agriculture & Farmers Welfare South, Udaipur.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No- e-16/AGRI/EE/MECH/2024-25

Separate e-tender are invited by the Executive Engineer (Mech.), Department of Agriculture & F.W, Office Lane, Agartala on behalf of the "Governor of Tripura" from the eligible bidder(s) for the below mentioned work up to 03.00 P.M on 04/02/2025.

SL. NO.	DNIT NO.	Name of Work	Estimated Cost	Cost of Tender Document	EMD	Last Date & Time of e-Bidding	Bid opening date	Eligibility of the bidder
1	e- 09/AGRI/EE(M)/2024-25	Providing, Installation, Trial run and Commissioning of the Instrument/ Equipment for strengthening the District Soil Testing Laboratory (DSTL), KVK, Dhalai Distrct. Tripura including 1(One) year comprehensive repairing/ maintenance as & when required after completion of the work	Rs. 16,98,496.00	Rs.1,000/-	Rs.33,970/-	04/02/2025 up to 3.00 PM	04/02/2025 at 4.00 P.M(if possible)	Bonafide Prospective Manufacturers / Authorized Distributors / Dealers / Supplying Agencies / Firms having adequate experience in successful supply of Laboratories Instrument/ Equipment to the State Govt./Central Govt. or the State/Central Govt. undertakings, PSUs /Agencies or Corporate Sectors of high reputation with a minimum period of three years

Details can be seen in web-portal: www.tripuratenders.gov.in and may be contacted with O/o the undersigned if desired.
ICA/C/3348/25

(Er. Sumanta Nandi)
Excutive Engineer (Mech.)
Deptt. of Agriculture & FW. Office Lane, Agartala

PNIT No.: e-PT- 16/EE/ RDMNP/PNIT(W)/2024-25, Date,16/01/2025.

The Executive Engineer, R.D Mohanpur Division, Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites percentage rate e-tender (two bid system) from eligible bidders with appropriate class & experiences in similar nature of works up to 3.00 P.M of 30/01/2025 for "6(Six) nos. different construction works under R.D Mohanpur Division during the year 2024-25" and tender may likely to be opened on the same day i.e. 30/01/2025, if possible.
For details, visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/3370/25

Executive Engineer R.D Mohanpur Division.

NOTICE INVITING TENDER FOR HIRING OF VEHICLE ON RENTAL BASIS

Sealed Tender is invited on behalf of the Governor of Tripura, from the bonafied registered private vehicle owners for hiring of 01(One) private vehicle (MARUTI ECCO Petrol) on rental basis within the District/State of Tripura for a period of 01(One) year during the year 2024-25. Tender will be received on 1st Feb, 2025 up to 3.00 PM in the O/o the Deputy Director of Agriculture Sepahijala District, Bishramganj and will be opened on the same day at 4.00 PM, if possible. Interested Tenderer may participate in the tender following terms & conditions of NIT.
Details information along with term & conditions of NIT may be collected from the office of the Deputy Director of Agriculture, Sepahijala District, Bishramganj on any working days between 11 AM to 4 PM and will be available upto 24 hours before the schedule time of dropping of tender or may visit www.agri.tripura.gov.in for details information.
ICA/C/3342/25

Sd/= (R. DE)
Deputy Director of Agriculture Sepahijala District, Bishramganj.

INDRA SENA REDDY NALLU
इंद्र सेना रेड्डी नल्लू
ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু

GOVERNOR TRIPURA

RAJ BHAVAN
Agartala-799 010
Tel. : 0381-2414091
Fax : 0381-2418758
E-mail : rajbhavanagt@gmail.com
rajbhavanagt-tr@gov.in
20th January, 2025

STATEHOOD DAY MESSAGE
(21st January, 2025)

It gives me immense pleasure to convey my warm greetings and best wishes to the people of Tripura on the special occasion of ***"Statehood Day of Tripura, 2025".***

On January 21, 1972, the State Tripura became a full-fledged State under the North Eastern Region (Reorganisation) Act of 1971. I salute the leaders who helped in carving out the path for the creation of State. I convey my sincere thanks to all my dear people, especially the unsung heroes, students, youths, member of Civil Society, police, military, para-millitary forces, officers and staff of Central & State Governments for the unstinted cooperation and solid support to enable our people of Tripura to forgo ahead.

On this significant day, let's celebrate our achievements and reaffirm our commitment to the welfare and prosperity of our state. Together, we can build a brighter future embracing the diversity that defines us.

ICA/D-1725/25

(Indra Sena Reddy Nallu)

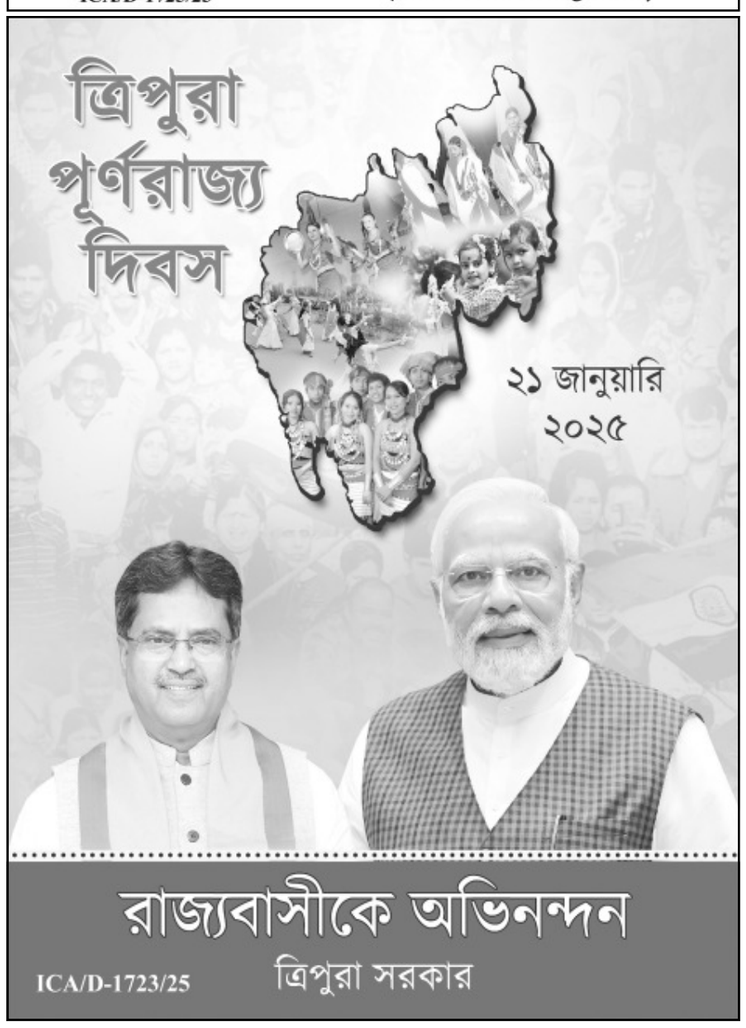

ICA/D-1723/25

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

বৃষ্টিভেজা সপ্তাহান্তে দুপুরে বিরিয়ানি নয় বানিয়ে ফেলুন মটন কাবুলি পোলাও

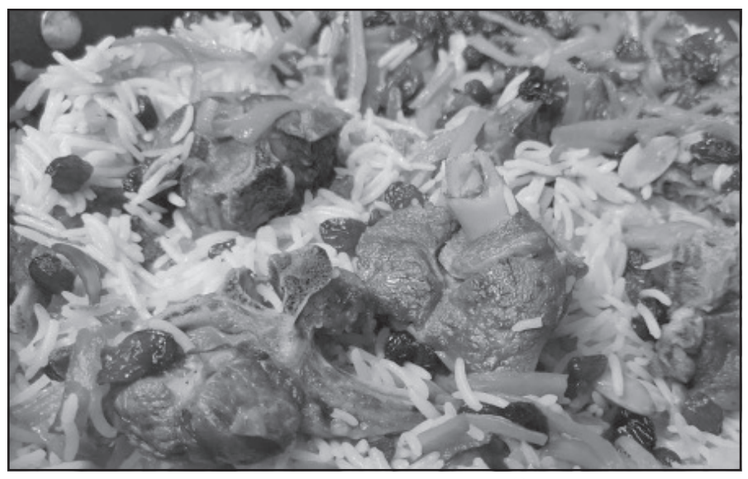

রবিবার দুপুরে পোলাও হবে শুনেই বাড়ির সকলের মুখভার। কেউই মিষ্টি পোলাও খেতে চান না। এ দিকে পোলাও মানেই যে বাসন্তী নয়, তা জানেনই না অনেকে। বিরিয়ানির জনপ্রিয়তা মুঘল ঘরানাকে এগিয়ে রাখলেও কাবুলের রান্নার স্বাদ কিন্তু তাকেও টেক্কা দিতে পারে। তাই বিরিয়ানি খাওয়ার পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়ে, রোববার দুপুরে বানিয়ে ফেলতে পারেন খাসির মাংসের পোলাও। কী ভাবে বানাবেন বিশেষ এই পোলাও? রইল তার রেসিপি।

উপকরণ-মাংসের জন্য কী কী লাগবে? খাসির মাংস: দেড় কেজি
রসুন: ৮ থেকে ৯ কোয়া
নুন: আধ চা চামচ
জল: ৬ কাপ
তেজপাতা: ৩টি
তেল: আধ কাপ
গাজর: ১ কাপ
কিশমিশ: ২ টেবিল চামচ
কাঠবাদাম: ২ টেবিল চামচ
পোলাওয়ের জন্য কী কী লাগবে?
পেঁয়াজ: ২টি
টম্যাটো: ২টি
নুন: আধ চা চামচ
গরম মশলা: আধ চা চামচ
চিনি: দেড় চা চামচ
মাংসের স্টক: সাড়ে ৩ কাপ
জল: আধ কাপ বাসমতি চাল: সাড়ে ৩ কাপ প্রণালী- ১) প্রথমে একটি বড় পাত্রে জল ফুটতে দিন। এর মধ্যে দিয়ে দিন রসুন, নুন এবং তেজপাতা। এ বার খাসির মাংস দিয়ে দিন। ৪০ থেকে ৪৫ মিনিট মাংস সেদ্ধ হতে দিন।-২) এ বার সেদ্ধ হওয়া মাংস আলাদা করে রাখুন। মাংস সেদ্ধ জলও রেখে দিন। ৩) এ বার কড়াইতে একটু তেল গরম করে নিন। তার মধ্যে দিয়ে দিন লম্বা লম্বা করে কাটা গাজর। সামান্য ভাজা হলে তুলে রেখে দিন।-৪) ওই তেলের মধ্যেই দিয়ে দিন কিশমিশ এবং কুচো করে রাখা কাঠবাদাম। সামান্য ভেজে তুলে রাখুন।-৫) এ বার কড়াইতে আরেকটু তেল দিয়ে কুচো করে রাখা পেঁয়াজ, রসুন দিয়ে দিন। এর মধ্যে দিয়ে দিন সেদ্ধ করে রাখা মাংস।-৬) এ বার এর মধ্যে একে একে দিয়ে দিন টম্যাটো, নুন, গরম মশলা, চিনি এবং রেখে দেওয়া মাংসের স্টক।- ৭) এ বার ভিজিয়ে রাখা বাসমতি চাল দিয়ে দিন।- ৮) এর মধ্যে দিয়ে দিন ভেজে রাখা গাজর, খাসির মাংস এবং কাঠবাদাম।- ৯) এ বার কড়াইয়ের মুখ ঢেকে আরও কিছু ক্ষণ রান্না করুন। মিনিট ১৫ পর গরম গরম পরিবেশন করুন।

আমিষ রান্নার পর বাসন থেকে পেঁয়াজের গন্ধ যেতে চায় না?

বহু রান্নায় পেঁয়াজ না পড়লে মনের মতো স্বাদ হয় না। মাছ, মাংসে তো বটেই এমনকি পাতলা মুসুর ডালে পেঁয়াজ ফোড়ন দিলে খেতে অন্য রকম লাগে। তবে পেঁয়াজ স্বাদে যেমন অতুলনীয়, তেমনি এই আনাজের গন্ধও বেশ তীব্র, ঝাঁঝালো। রান্নার পরেও পেঁয়াজের গন্ধ ম ম করতে থাকে হেঁশেলে। তবে শুধু রান্নাঘরে নয়, পেঁয়াজের গন্ধ লেগে থাকে বাসনপত্রেও।

ফিশ ফ্রাই কিংবা পকোড়ার সঙ্গে কাঁচা পেঁয়াজের গন্ধ যতই ভাল লাগুক, থালাবাসনে সে গন্ধ নৈব নৈব চ। কোন ঘরোয়া টোটকায় দূর করবেন এই গন্ধ?

বেকিং সোডা

বেকিং সোডার একই অঙ্গে বহুরূপ। কেক বানাতে যেমন কাজে লাগে, তেমনি কোনও কড়া গন্ধ দূর করতেও এর জুড়ি মেলা ভার। থালাবাসন থেকে পেঁয়াজের গন্ধ তাড়াতে ব্যবহার করতে পারেন এটি। যে পাত্রগুলি থেকে পেঁয়াজের গন্ধ বেরোচ্ছে, সেগুলি জল আর বেকিং সোডার মিশ্রণে ভিজিয়ে রাখুন। কয়েক মিনিট পর ভাল করে মাজাঘষা করে নিলেই গন্ধ কেটে যাবে।

লেবুর রস- বেকিং সোডার মতো লেবুর জলও জেদি দাগ থেকে গন্ধ, সবই দূর করতে পারে। পাত্র থেকে পেঁয়াজের গন্ধ তাড়াতে ব্যবহার করা যায় লেবুর রস। পেঁয়াজের গন্ধ লেগে থাকা বাসনে ভাল করে লেবুর রস মাখিয়ে ২-৩ ঘণ্টা রেখে দিন। তার পর বাসন মাজার স্ক্রাবার দিয়ে ভাল করে ঘষে নিলেই গন্ধ কেটে যাবে।

ভিনিগার- হেঁশেলের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। রান্নায় ব্যবহার করা ছাড়াও ভিনিগার দিয়ে থালাবাসন থেকে তাড়াতে পারেন পেঁয়াজের গন্ধ। প্রথমে পাত্রগুলি জল দিয়ে ধুয়ে নিন। তার পর ভিনিগার মেশানো জলে কিছু ক্ষণ ভিজিয়ে রাখুন। দেখবেন, গন্ধ চলে গিয়েছে।

কফির গুঁড়ো মন এবং ত্বকের যত্ন নেওয়া ছাড়াও কফি থালা থেকে পেঁয়াজের গন্ধ তাড়াতেও সাহায্য করে। অনেকেই এই টোটকার বিষয়ে জানেন না। কফিতে রয়েছে নাইট্রোজেন, যা যে কোনও গন্ধ তাড়াতে পারে। জলের মধ্যে কফির গুঁড়ো মিশিয়ে ওই মিশ্রণটি থালাবাসনের মধ্যে ঢেলে দিন। গন্ধ কেটে যাবে।

ঘন ঘন নেলপালিশ পরেন? নখের খেয়াল রাখতে ৩ ঘরোয়া টোটকা

নখে বাহারি রঙের প্রলেপ দেওয়াই কি যত্ন নেওয়ার শেষ কথা? নেলপালিশ পরলে নখে একটা আলাদা শ্রী আসে। তবে সেটাই একমাত্র নয়। বরং সেই রং থেকে নখের নানা ক্ষতি হতে পারে। তাই নখের চাই ঘরোয়া যত্ন। নখ ভেঙে যাওয়া কিংবা খসখসে নখের সমস্যা অনেকেরই রয়েছে। তা ছাড়া ঘন ঘন নেলপালিশ পরলে বা তুললেও নখ হলদে হয়ে যায়।

সেই সমস্যা থেকে মুক্তি ভরসা হতে পারে কয়েকটি ঘরোয়া টোটকা?

লেবুর রস

ঘন ঘন নেলপালিশ পরেন যাঁরা, নখ ভাল রাখতে লেবুর রস তাঁদের জন্য অত্যন্ত উপকারী। বিভিন্ন কারণে নখের কোণ হলদেটে হয়ে যায়। নখের হলদে ভাব দূর করতে লেবুর রস হতে পারে অন্যতম উপায়। পাতিলেবু কেটে নখের উপর ভাল করে ঘষে নিন। সপ্তাহখানেক এই টোটকা মেনে চললে হলদে ভাব কেটে যাবে।

রসুন- রসুনের কোয়ায় থাকে এমন কিছু উপাদান, যা ব্যাক্টেরিয়া মেরে ফেলতে পারে। দু'কোয়া রসুন বেটে নিতে হবে ভাল করে। সেই রসুন বাটা কিছু ক্ষণ লাগিয়ে রাখতে হবে নখের উপরে। নখে যাতে রসুনের রস পৌঁছয়, সে ব্যাপারে খেয়ালে রাখতে হবে। কয়েকদিনের ব্যবহারে নখের সমস্যা দূর হবে।

নারকেল তেল -রুক্ষ চুল কিংবা খসখসে নখের সমাধান লুকিয়ে রয়েছে নারকেল তেলে। নখের চারপাশে তেল দিয়ে ভাল ভাবে মালিশ করে নিন। বারবার মালিশ করলে তেল ত্বক ও নখের সঙ্গে মিশে যাবে। নখও ভাল থাকবে।

আটার বদলে রাগি দিয়ে তৈরি খাবার ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে

মালপোয়া, লাড্ডু বা প্যানকেক সবই খাবেন অথচ ওজন বাড়বে না। এমন ইচ্ছা তো সকলের মনেই থাকে। কিন্তু তা সম্ভব কী করে? পুষ্টিবিদেরা বলছেন, ময়দার বদলে যদি মিলেট বা রাগি ব্যবহার করা হয়, তা হলে দেহের ওজন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আয়রন, ক্যালশিয়াম, প্রোটিন-সহ বেশ কিছু খনিজ রয়েছে, যা শুধু ওজন নয় রক্তে শর্করার মাত্রাও নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।

রাগিতে ফাইবারের পরিমাণও অনেকটাই বেশি। এই ফাইবার অন্ত্রের জন্য ভাল। এ ছাড়াও, রাগিতে "আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট" নেই বললেই চলে। ফলে শরীরে বাড়তি মেদ জমার কোনও সম্ভাবনাই থাকে না রাগি খেলে। তাই প্রতি দিনের সাধারণ খাবারের মধ্যে রাগি যোগ করার পরামর্শ দিচ্ছেন পুষ্টিবিদেরা।

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা ছাড়াও আর কী কী উপকার করে রাগি?

হার্ট ভাল রাখে

রাগিতে থাকা ম্যাগনেশিয়াম এবং পটাশিয়াম হার্টের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সাহায্য করে। এ ছাড়াও, রাগিতে থাকা বিভিন্ন প্রয়োজনীয় খনিজ লিভারে ফ্যাট জমতে বাধা দেয়। ফলে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রাও ঠিক থাকে। রক্তে শর্করার ভারসাম্য বজায় রাখে

নিয়মিত রাগি খেলে ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই কমে। রাগিতে থাকা ফাইবার বিপাকহার উন্নত করতে সাহায্য করে। যার প্রভাবে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়।

হজমে সহায়ক

রাগিতে থাকা ফাইবার অত্যন্ত সহজপাচ্য তাই হজমের সমস্যা থাকলেও রাগি খাওয়া যায়। অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভাল রাখার পাশাপাশি কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাময় করতেও সাহায্য করে রাগি।

রাগির আটা দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন বিস্কুট, কুকিজ। ছবি: সংগৃহীত

হাড়ের জন্যও ভাল

সাধারণত দুধ বা দুগ্ধজাত খাবারকেই ক্যালশিয়ামের প্রধান উত বলে মনে করা হয়। তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন, রাগিতেও যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালশিয়াম থাকে। তাই দুধ সহ্য হয় না যাঁদের, তাঁরা রাগি দিয়ে তৈরি খাবার খেতেই পারেন।

মেদ ঝরাতে সাহায্য করে

রাগিতে থাকা ফাইবার অনেক ক্ষণ পর্যন্ত পেট ভর্তি রাখে। তাই বার বার খিদে পাওয়ার প্রবণতা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকে। ভাত বা আটার রুটির ভাল বিকল্প হতে পারে এই রাগি।

বাহুমূলের রোম তোলার পরই ত্বকে ফুসকড়ি হচ্ছে?

পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে নিয়মিত বাহুমূলের রোম তোলেন অনেকেই। রোম তুলতে কারও পছন্দ ওয়াক্সিং। আবার সালোঁয় গিয়ে রোম তোলা সম্ভব না হলে অনেকেই রেজার দিয়ে রোম কামিয়ে ফেলেন। তবে স্পর্শকাতর ত্বকে যে পদ্ধতিতেই রোম তোলা হোক না কেন, র্যাশ-ফুসকুড়ির সমস্যা হওয়া স্বাভাবিক। ঘন ঘন রোম তোলার ক্ষেত্রে অনেকেরই ত্বকে আবার "ইনগ্রোথ"এর সমস্যাও দেখা যায়। কিছু নিয়ম মেনে চললেই এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

১) এক্সফোলিয়েট রোম তোলার পরের দিনই এক্সফোলিয়েট করতে যাবেন না। অন্তত পক্ষে ৩-৪ দিন পর থেকে নিয়মিত ত্বকে এক্সফোলিয়েট করা উচিত। তবে বাহুমূলের জন্য মাইল্ড কোনও স্ক্রাব ব্যবহার করাই ভাল। এই অভ্যাসের ফলে ত্বকে র্যাশ, ফুসকুড়ির সমস্যা যেমন দূর হয়। তেমন এটি ত্বকের ভিতর রোমের "ইনগ্রোথ" এর সমস্যাও দূর করে। ২) গরম জলের ভাপ ফুসকুড়ি যদি বড় হয়ে অনেকটা ফেঁড়ার মতো আকার ধারণ করে, তখন ব্যথা হওয়া স্বাভাবিক। কারও কারও ত্বকে সংক্রমণও হতে পারে। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে গরম জলে পরিষ্কার কাপড় ভিজিয়ে শুকনো করে নিংড়ে নিয়ে আক্রান্ত স্থানে ভাল করে মুছে নিন। চাইলে গরম জলের মধ্যে কয়েক ফোঁটা অ্যান্টিসেপটিক লোশন মেশাতে পারেন। ৩) শেভিং বা ওয়াক্সিং করা যাবে না ত্বকের স্পর্শকাতর অংশগুলিতে "ওয়াক্সিং" বা "শেভিং" না করাই ভাল। নিয়মিত শেভিং বা ওয়াক্সিং করলে ত্বকে এই ধরনের সমস্যা হওয়া স্বাভাবিক। ত্বকে ফুসকুড়ি হয়েছে, এমন অবস্থাতেও রোম তোলা বেশ ঝুঁকির।

৩ খাবার: বর্ষায় সুস্থ থাকতে এড়িয়ে চলুন

বর্ষায় সংক্রমণের ভয় বেশি। তাই এই সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়াদাওয়া করা জরুরি। খাওয়াদাওয়ায় অনিয়ম করলেই প্রতিরোধ ক্ষমতা কমতে থাকে। ফলে জীবাণুর সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা কমে যায়। ফলে যে কোনও রোগবালাই সহজে বাসা বাঁধে শরীরে। তাই এই মরসুমে সুস্থ থাকতে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি এমন কিছু খাবার রয়েছে যেগুলি বর্ষাকালে যত কম খাওয়া যায়, ততই ভাল।

সেগুলি খেলে শরীরে নানা অসুখ-বিসুখ দেখা দিতে পারে। কোন খাবারগুলি বর্ষায় এড়িয়ে চলবেন?

সামুদ্রিক খাবার- বর্ষায় সামুদ্রিক মাছ না খাওয়াই ভাল। বিশেষ করে চিংড়ি, পমফ্রেট। কারণ এই সময় বৃষ্টির কারণে জলে প্যাথোজেন এবং ব্যাক্টেরিয়ার পরিমাণ বাড়তে থাকে। সেগুলি আবার মাছের দেহে প্রবেশ করে। ফলে এই ধরনের মাছ খেলে ডায়েরিয়া, পেটখারাপের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ভাজাভুজি জাতীয় খাবার বর্ষার মরসুমে টুকটাক মুখরোচক খাবার খেতে মন চায়। চায়ের সঙ্গে শিঙাড়া কিংবা গরম গরম আলুর চপ হলে তো জমে যায়। এই ধরনের খাবার বর্ষায় মনের যত্ন নিলেও, শরীরের খেয়াল রাখে না। হজমের গোলমাল দেখা দেয়। পেটে নানা সমস্যা হয়। শরীরে আর্দ্রতা হারাতে থাকে।

মাশরুম- ফ্রায়েড রাইসে কিংবা চাউমিনে কয়েক টুকরো মাশরুম দিলে খেতে মন্দ লাগে না। তবে বর্ষায় মাশরুম কম খান। ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণের ভয় থেকেই যায়। যাঁদের গ্যাস-অম্বলের সমস্যা রয়েছে, তাঁদের মাশরুম না খাওয়াই ভাল।

মুখে বলিরেখা পড়তে শুরু করলে তবেই কি রেটিনলযুক্ত ক্রিম মাখা উচিত?

একটা বয়সের পর ত্বকে বার্ধক্যের ছাপ পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু তা মন থেকে মেনে নেওয়া বেশ কষ্টকর। জেল্লা হারানো ত্বকের যত্নে ইদানীং "রেটিনল" নামক একটি অ্যাসিডের প্রয়োগ দেখা যায় বেশি। যা আসলে এক প্রকার রাসায়নিক। তবে ত্বকের জন্য তা খুব একটা ক্ষতিকর নয় বলেই জানান চিকিৎসকেরা। ত্বকের হারানো জেল্লা ফিরে আসার পাশাপাশি মুখের চামড়া কুঁচকে যাওয়া, বলিরেখার মতো সমস্যা দূর করতে "রেটিনল" যুক্ত ক্রিম, ইমালশন বা সিরাম ব্যবহার করার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরাই।

তবে এই অ্যাসিডের মাত্রা একটু বেশি হয়ে গেলেই ত্বকের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তাই এ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। অনেকেই বলেন, কমবয়সে এই অ্যাসিড মুখে মাখা যায় না। আবার অনেকের ধারণা, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় এই অ্যাসিডযুক্ত ক্রিম মাখলে গর্ভস্থ ভ্রূণের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তবে যে কোনও রাসায়নিক ব্যবহারেরই তো ভাল-মন্দ রয়েছে। তা ছাড়া কার ত্বকে কতটা পরিমাণ রেটিনল প্রয়োজন বা আদৌ প্রয়োজন কি না, তা না জেনে বা অভিজ্ঞ কারও পরামর্শ না নিয়ে এই প্রসাধনী ব্যবহার করা উচিত নয়।

রেটিনল কি?

তবে অনেকের মনেই এই "রেটিনল" নামক অ্যাসিডটি নিয়ে মনে বেশ ভয় কাজ করে। এই অ্যাসিডের মূল উপাদান হল ভিটামিন এ। যা ত্বকের বলিরেখা দূর করতে, ত্বক মসৃণ করতে, দাগ-ছোপ দূর করতে সাহায্য করে। তবে বয়স এবং ত্বকের ধরন অনুযায়ী রেটিনলের মাত্রা কেমন হবে, তা নির্ধারণ করতে পারেন বিশেষজ্ঞরাই। তাই তাঁদের পরামর্শ ছাড়া কখনওই এই ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার করা উচিত নয়। কিন্তু রেটিনলের ব্যবহার নিয়ে ভুল ধারণা মনে পুষে রাখাও ঠিক নয়।

কোন বয়স থেকে মাখতে শুরু করবেন রেটিনল?

মুখে বয়সের ছাপ প্রতিরোধ করতে অনেকেই ৩০-এর পর থেকে রেটিনল মাখতে শুরু করেন। কিন্তু চিকিতকেরা বলছেন, যাঁদের অকালে বয়সের ছাপ পড়ার প্রবণতা রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে রেটিনলযুক্ত প্রসাধনী ব্যবহার শুরু করার বয়সটা ২৫ হলেই ভাল।

ব্যবহারের আগে কী কী জেনে রাখা ভাল?

স্পর্শকাতর ত্বকের ক্ষেত্রে রেটিনল একেবারেই নিষিদ্ধ। ত্বক জ্বালা করা, অস্বস্তি হওয়া, র্যাশ বেরোনোর মতো সমস্যা হতেই পারে। তবে একান্তই যদি এই জাতীয় প্রসাধনী মাখতে হয়, সে ক্ষেত্রে পরিমাণের উপর বিশেষ নজর দিতে হবে। সপ্তাহে এক দিনের বেশি এই অ্যাসিড ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই বলেই মনে করেন চিকিৎসকেরা। তবে এই অ্যাসিড সরাসরি ত্বকে ব্যবহার করা যায় না। তাই ক্রিম, ইমালশন বা সিরামে কত শতাংশ রেটিনল রয়েছে, তা দেখে ব্যবহার করা যেতে পারে।

রেটিনলযুক্ত প্রসাধনী কখন মাখবেন?

এই ধরনের প্রসাধনী রাতে ব্যবহার করাই ভাল। যে কোনও ধরনের অ্যাসিড, রোদের সংস্পর্শে এলে তা ত্বকের ক্ষতি করতে পারে।

রেটিনলযুক্ত ক্রিম কি শুধু মুখেই মাখবেন?

মুখে বয়সের ছাপ স্পষ্ট হলেও গলা বা হাতের চামড়াও কিন্তু কুঁচকে যেতে পারে। খুব একটা চোখে পড়ে না বলে অনেকেই বিষয়টি খুব একটা গুরুত্ব দেন না। তবে চিকিৎসকেরা বলছেন, মুখের পাশাপাশি হাত, গলা এবং ঘাড়েও কিন্তু এই রেটিনল দেওয়া প্রসাধনী মাখতে হবে।

বাড়িতে চিকেন পকোড়া বানালে মুচমুচে হয় না কোন

রান্নার প্রতি সদ্য ঝোঁক বেড়েছে। ইদানীং নেট ঘেঁটে বিরিয়ানি থেকে চিলি চিকেন সবটাই বানিয়ে ফেলছেন। প্রশংসাও পাচ্ছেন প্রিয়জনের থেকে। তবে ভাজাভুজির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক জমছে না। চালের গুঁড়ো থেকে শুরু করে কর্নফ্লাওয়ার, সবই ব্যবহার করছেন অথচ কিছুতেই কুড়মুড়ে হচ্ছে না ভাজাভুজি।

চিকেন পকোড়া হোক ফিশ ফ্রাই, কায়দা না জানলে দোকানের মতো কুড়মুড়ে ভাব আসা মুশকিল! ভাজার সময় মুচমুচে থাকলেও কিছু ক্ষণ পরে নরম হয়ে যায় ভাজাভুজি। রান্নার সময় কয়েকটি টোটকা মানলেই ভাজাভুজি কুড়মুড়ে হয়, রইল তার হদিস।

১) বিভিন্ন তেলের ধূমাঙ্ক (স্মোকিং পয়েন্ট) বিভিন্ন হয়। ভাজাভুজি কুড়মুড়ে করতে হলে তেল ভাল করে গরম করতে হবে। সাদা তেল, যেমন বাদাম তেল বা সূর্যমুখী তেলের ধূমাঙ্ক বেশি। তাই ওই তেলে কিছু ভাজলে তা বেশি কুড়মুড়ে হয়।

২) বাড়িতে শত চেষ্টা করেও দোকানের মতো কুড়কুড়ে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই হয় না। আলুতে স্টার্চ থাকে আর ভাজার আগে সেই স্টার্চ আলুর গায়ে লেগে থাকলে ভাজার সময় কুড়মুড়ে হয় না। ফ্রেঞ্চ ফ্রাই করার সময় আলুগুলি নির্দিষ্ট মাপে কেটে ঠান্ডা বরফ জলে আধ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখুন। তার পর জল ঝরিয়ে শুকিয়ে নিন। তবেই ফ্রেঞ্চ ফ্রাই মুচমুচে হবে।

খুব বেশি জিনিস একসঙ্গে তেলে ছেড়ে দিলে তা কখনওই মুচমুচে হবে না। ছবি: শাটারস্টক

৩) কিছু ভাজার সময়ে তেল সঠিক মাত্রায় গরম না হলে মুশকিল। ঠান্ডা তেলে কখনওই পকোড়া বা কাটলেট দিলে তা কুড়মুড়ে হবে না। অতিরিক্ত গরম হয়ে গেলে আবার সেগুলি পুড়ে যাবে। তাই তেল ভাল করে গরম করে নিয়ে যখন ধোঁয়া উঠতে শুরু করবে, তখন গ্যাসের আঁচ খানিকটা কমিয়ে নিয়ে ভেজে ফেলুন পছন্দের স্ন্যাকস।

৪) খুব বেশি জিনিস একসঙ্গে তেলে ছেড়ে দিলে তা কখনওই মুচমুচে হবে না। তাই যে পাত্রে ভাজছেন, তার আকার বুঝে অল্প অল্প করেই ভাজা শ্রেয়।

৫) হাতে একটু সময় থাকলে ডবল ফ্রায়িং পন্থা বেশ ভাল! এ ক্ষেত্রে আগে থেকে কোনও ভাজাভুজি তেলে ছেড়ে আধভাজা করে তুলে রাখুন। খাওয়ার আগে ফের আর এক বার তেলে দিয়ে ভেজে নিন। এতে কুড়মুড়ে হবে আপনার স্ন্যাকস।

মহাকুম্ভ : সফরকারী বিদেশী সাংবাদিকদের বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মীয় সমাবেশ সম্পর্কে অবহিত করল পররাষ্ট্র মন্ত্রক ও উত্তরপ্রদেশ সরকার

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি : আজ নয়াদিল্লিতে, বিদেশ মন্ত্রকের জওহরলাল নেহরু ভবনে বিদেশ থেকে আগত সাংবাদিকদের মহাকুম্ভ-এর আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হয়। সংবাদ মাধ্যমের সাথে এই আলাপচারিতাকালে বিদেশ মন্ত্রক এবং উত্তরপ্রদেশ সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা কথা বলেন। এই ধর্মীয় মহা সমাগম, যাকে ধর্ম, সংস্কৃতি এবং আত্ম-আবিষ্কারের প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করা হচ্ছে, এতে বিভিন্ন দেশ থেকে দশ লক্ষের বেশি ভক্ত উপস্থিত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে,। উত্তরপ্রদেশ সরকারের আধিকারিকরা বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মীয় সমাবেশ হিসাবে মহাকুম্ভের অবস্থানের উপর জোর দিয়ে ২০২৫ সালের মহাকুম্ভ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেন। বিদেশ মন্ত্রক এবং উত্তরপ্রদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মহাকুম্ভ উৎসবের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য্য তুলে ধরা হয়। এই মহা সমাগমের অনুষ্ঠানের নির্ঘন্ট ২০২৫ সালের ১৩ই জানুয়ারি থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে। এর উৎপত্তি পূরণে বর্ণিত সমুদ্র মন্থন (সমুদ্র মন্থন) থেকে, যেখানে প্রয়াগরাজ, হরিদ্বার, উজ্জয়িনী এবং নাসিক-এ অমৃতের ফোঁটা পড়েছিল। পবিত্র স্নান আসলে আত্মাকে শুদ্ধ করা এবং আত্ম-উপলব্ধির প্রতীক। সরকারের অনুমান অনুযায়ী, প্রায় ১৫ লক্ষ বিদেশী পর্যটক সহ ৪৫ কোটিরও বেশি ভক্ত ২০২৫ সালের মহাকুম্ভ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ২০১৯ -এর কুম্ভমেলায় ২৫ কোটি মানুষ উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানটি বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মানুষকে একত্রিত করে ঐক্য ও সমতার একটি মঞ্চ হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। বিদেশী গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় উত্তরপ্রদেশের আধিকারিকরা উল্লেখ করেন যে, উপস্থিতির মাত্রার দিক থেকে মহাকুম্ভ অন্যান্য যে কোন প্রধান বৈশ্বিক অনুষ্ঠানগুলিকে ছাড়িয়ে যাবে। যেখানে রিও কার্নিভালে ৭০ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়েছে, হজে ২৫ লক্ষ এবং অক্টোবর ফেস্টে ৭২ লক্ষ - এই হিসাবগুলোকে তুলনায় ধরলে মহাকুম্ভ ২০২৫-এ ৪৫ কোটি মানুষের প্রত্যাশিত অংশগ্রহণ সবকিছুকে ছাড়িয়ে অতুলনীয় হয়ে উঠবে। এটি বিশ্বের বৃহত্তম সমাবেশগুলির মধ্যে অন্যতম অনুষ্ঠান হিসাবে এর অতুলনীয় মাত্রাকে যেমন তুলে ধরে তেমনি,এর বিশ্বব্যাপী তাৎপর্য্যকে প্রকাশ করে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও মহাকুম্ভ ২০২৫ উল্লেখযোগ্যরকম উতাহ প্রদান করতে চলেছে , আশা করা হচ্ছে এ থেকে দুই লক্ষ কোটি টাকা ভারতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখবে। উত্তরপ্রদেশের জিডিপি ১ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ক্ষেত্রে ১৭,৩১০ কোটি টাকার ব্যবসা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, তেমনি হোটেল ও ভ্রমণ ক্ষেত্রে ২৮০০ কোটি টাকার ব্যবসা হবে; ধর্মীয় সামগ্রী এবং ফুল থেকে যথাক্রমে আনুমানিক ৮০০ কোটি টাকার ব্যবসা হবে বলে ধারণা।

এই অনুষ্ঠানটি ঘিরে নিরাপদ ও সুষ্ঠ উদযাপন নিশ্চিত করতে প্রয়াগরাজে ব্যাপক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। মূল প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে ১৪ টি নতুন ফ্লাইওভার, ৯ টি স্থায়ী ঘাট, ৭ টি নতুন বাস স্টেশন এবং ১২ কিলোমিটার দীর্ঘ অস্থায়ী ঘাট। নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে জোরদার করতে ৩৭,০০০ পুলিশ, ১৪,০০০ হোম গার্ড এবং ২৭৫০ টি এআই-ভিত্তিক সিসিটিভি ক্যামেরা মোতায়েন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে যুক্ত থাকছে ৬, ০০০ শয্যা, ৪৩ টি হাসপাতাল এবং এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ব্যবস্থা। উপরন্তু, অনুষ্ঠানের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে ১০,২০০ স্বচ্ছতা কর্মী, এবং ১৮০০ গঙ্গা সেবাদূত কর্মী কাজ করে চলেছে।

মহাকুম্ভে অংশ নিয়েছে ১৩ টি আখড়া - এরমধ্যে রয়েছে কিন্নর আখড়া, দশনাম সন্ন্যাসিনী আখড়া এবং মহিলাদের আখড়া। এই আখড়াগুলি লিঙ্গ সমতা ও প্রগতিশীল পন্থার প্রতীক এবং এই অনুষ্ঠানটি ধর্ম, বর্ণ এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের মাঝেও একতার মন্ত্রকে প্রসারিত করবে। ধর্মীয় তাৎপর্য ছাড়াও, মহাকুম্ভ ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে বিশ্ব মঞ্চে নিয়ে যাবে। সংবাদমাধ্যমের সাথে আলাপচারিতা কালে সরকারের পদস্থ আধিকারিকরা জানান যে, প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভ ঘিরে সংবাদ পরিবেশনকারী বিদেশী গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা কোনো চ্যালেঞ্জ এর সামনে এলে, সেসব মোকাবেলা করার এবং গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য প্রয়াগরাজ সঙ্গমে মসৃণ ভ্রমণ ও প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে সহায়তা করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়।

ভারতীয় কফির চাহিদা বাড়ছে বিশ্বে

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি , ২০২৫ ভারতে কফির প্রচলন হয়েছিল কয়েক শতাব্দী আগে। কিংবদন্তি মহাসন্ত বাবা বুদান ১৬০০ সালে কর্ণাটকের পাহাড়ে এনেছিলেন ৭টি মোচা বীজ। বাবা বুদানগিরির আশ্রম প্রাঙ্গণে সাধারণভাবে পোঁতা ওই বীজ থেকেই অজান্তে শুরু হয়েছিল বিশ্বে প্রথম সারির কফি উৎপাদক দেশ হিসেবে ভারতের উত্থান। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতে কফির চাষ ক্রমশ সাধারণ কৃষিকাজ থেকে হয়ে উঠেছে শিল্প। এদেশের কফি এখন সারা বিশ্বে বন্দিত।

বিশ্বে ভারত এখন সপ্তম বৃহত্তম কফি উৎপাদক দেশ। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে রপ্তানির পরিমাণ পৌঁছেছে ১.২৯ বিলিয়ন ডলারে, যা ২০২০-২১-এর ৭১৯.৪২ মিলিয়ন ডলারের দ্বিগুণ।

ভারতীয় কফির অনন্য স্বাদ, গন্ধের জন্য আন্তর্জাতিক চাহিদা বেড়ে চলায় রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। ২০২৫-এ জানুয়ারির প্রথমার্ধেই ভারত ৯, ৩০০ টনের বেশি কফি রপ্তানি করেছে। ক্রেতাদের মধ্যে অন্যতম ইতালি, বেলজিয়াম এবং রাশিয়া। ভারতের কফি উৎপাদনের প্রায় তিন চতুর্থাংশ অ্যারাবিকা এবং রোবাসটা বিন। এগুলি রপ্তানি করা হয় আনরোস্টেড বিন হিসেবে। এছাড়াও মূল্য যুক্ত পণ্য যেমন, রোস্টেড এবং ইন্সট্যান্ট কফির চাহিদাও বাড়ছে। ফলে রপ্তানিও বাড়ছে।

কাফে সংস্কৃতির উত্থানের কারণে উচ্চ আয়ের মানুষের কাছে চায়ের বদলে কফির আকর্ষণ বেড়ে যাওয়ায় ভারতে কফির ব্যবহার নিয়মিত বেড়েই চলেছে। এই ধারা প্রধানত লক্ষ্য করা গেছে শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও। ঘরোয়া কফি বিক্রির পরিমাণ ২০১২-র ৮৪,০০০ টন থেকে বেড়ে ২০২৩-এ হয়েছে ৯১,০০০ টন। এর থেকে বোঝা যায়, মানুষের পানীয়ের অভ্যাসে পরিবর্তন ঘটেছে।

দৈনন্দিন জীবনে কফি হয়ে উঠেছে অপরিহার্য।

ভারতের কফি প্রধানত উৎপন্ন হয় পশ্চিম এবং পূর্বঘাট পর্বতে, যে অঞ্চল জীববৈচিত্র্যের জন্য বিখ্যাত। উৎপাদনে এগিয়ে কর্ণাটক যেখানে ২০২২-২৩এ উৎপন্ন হয়েছিল ২,৪৮,০২০ মেট্রিক টন। এর পরেই আছে কেরল এবং তামিলনাড়ু। এই এলাকাগুলি ছায়ায় চাষের জন্য পরিচিত তাতে শুধু কফি শিল্পেরই উপকার হচ্ছে তা নয়, প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। ফলে, এই জীববৈচিতর্য্পূর্ণ এলাকায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক হচ্ছে।

কফি উৎপাদন বাড়াতে এবং দেশে-বিদেশে বর্ধিত চাহিদা পূরণ করতে কফি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছে। ইন্টিগ্রেটেড কফি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (আইসিডিসি)-র মাধ্যমে জোর দেওয়া হচ্ছে উৎপাদন বৃতি, অপ্রচলিত অঞ্চল সহ চাষের এলাকা বাড়াতে এবং কফি চাষ সুস্থায়িকরণ সুনিশ্চিত করতে। এই পদক্ষেপগুলি একটি সার্বিক রণকৌশলের অঙ্গ যাতে ভারতের কফি শিল্প শক্তিশালী হয়, বাড়ে উৎপাদন এবং বিশ্বে প্রতিযোগিতার মোকোবিলা করতে পারে।

এই সাফল্যের একটি বড় উদাহরণ আরাকু ভ্যালি। যেখানে প্রায় ১, ৫০,০০০ আদিবাসী পরিবার কফি বোর্ড এবং ইন্টিগ্রেটেড ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (আইটিডিএ)-র সহযোগিতায় কফির উৎপাদন বাড়িয়েছে প্রায় ২০ শতাংশ। এই সাফল্যের পিছনে আছে গিরিজন কোঅপারেটিভ কর্পোরেশন (জিসিইসি)-এর দেওয়া ঋণ।

এর থেকে বোঝা যায় কীভাবে কফি চাষ সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন করছে এবং আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্নকে সফল করতে সাহায্য করছে।

এইসব উদ্যোগ, এবং তার সঙ্গে রপ্তানির জন্য উৎসাহভাতা ও লজিস্টিক সংক্রান্ত সহায়তা সব কিছু মিলে ভারতের কফি শিল্পের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। ঘরোয়া উৎপাদন এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামুখিনতার উন্নতি করতে এগুলি সাহায্য করেছে। আন্তর্জাতিক কফি বাজারে ভারতকে অগ্রগণ্য দেশ হিসেবে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছে।

হিন্দুদের ঘরে অস্ত্র রাখা নিয়ে সুকান্তর মন্তব্যে সায় তথাগতের

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): হিন্দুদের ঘরে অস্ত্র রাখা নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার মন্তব্য ঘিরে তরজা অব্যাহত। সোমবার তাঁর মন্তব্যকে সমর্থন করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

রবিবার হুগলির কুন্তিঘাটের রাম মন্দিরের উদ্বোধনে গিয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'হিন্দুরা বাড়িতে ধারালো অস্ত্র রাখুন।' এর প্রেক্ষিতে রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের মন্তব্য, 'একজন জঙ্গি যে ভাষায় কথা বলে উনিও সেই ভাষায় কথা বলছেন।' এরপর আসানসোলে এসে ফিরহাদ হাকিমকে জবাব দেন সুকান্ত। তাঁর কটাক্ষ, 'হাতে অস্ত্র রাখলেই কেউ কি জঙ্গি হয়ে যায়! তবে কি দেব-দেবীরাও জঙ্গি?'

সোমবার তথাগতবাবু এক্সবার্তায় লিখেছেন, "সুকান্ত মজুমদার যে বলেছেন ছেলেকে ভাল হিন্দু বানান, বাড়িতে অস্ত্র রাখুন, তাতে কিছু পাতি লেড়ের গোঁসা হয়েছে। বেশ করেছেন সুকান্ত।

আমাদের দেশের আইন এটা অনুমোদন করে। এর নামহ্স্তুদ্র দ্বন্তুখঠত্র ত্মদ্রত্রদ্রত্বত্র। অবশ্য এগুলো তো মাদ্রাসায় পড়ায় না, ওরা আর জানবে কোত্থেকে? মুসলিম আইনজ্ঞ যাঁরা আছেন তাঁরা জানেন, তাঁরা এ বিষয়ে বিবৃতি দিলে ভাল হত।"

প্রসঙ্গত, বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেছিলেন, 'রাজ্যে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদি নিজের ধর্ম-সংস্কৃতি আগামী প্রজন্মকে বাঁচাতে চান, ছেলেদের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার যা বানানোর বানান। কিন্তু আগে ভালো হিন্দু বানান। যে নিজে ধর্মের প্রতি সমর্পিত হবে। আর বাড়িতে একটা করে ধারালো অস্ত্র রাখুন। আমরা কাউকে আক্রমণ করতে যাই না। কিন্তু আক্রমণ হলে নিজের আত্মরক্ষার অধিকার সবার আছে। পুলিশ আসা পর্যন্ত বাঁচতে হবে। নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ বিএসএফ নামাবেন সেই পর্যন্ত আপনাকে বাঁচাবে কে ? দিদির পুলিশ বাঁচাবে না।'

''মৃত্যুদণ্ডের বিকল্প কিছু' চাইলেন সঞ্জয়ের আইনজীবী

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): ''মৃত্যুদণ্ডের বিকল্প কিছু আছে কিনা, তা সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করা হোক।'' আর জি কর-কান্ডে দোষী সাব্যস্ত সঞ্জয় রায়ের আইনজীবী সোমবার এই দাবি করেন।

বিচারপতি অনির্বাণ দাস দোষী সাব্যস্ত সঞ্জয় রায়কে বলেন, ''আপনার বিরুদ্ধে যা অভিযোগ এসেছে, তা প্রমাণিত। আগেই তা আপনাকে বলেছিলাম, এর জন্য আপনার সর্বোচ্চ সাজা বা যাবজ্জীবন হতে পারে।''

বিচারকের কথা শুনে সঞ্জয় ফের দাবি করে, ''আমাকে দিয়ে যেরকম ভাবে ইচ্ছা, যেখানে সেখানে সই করানো হয়েছে। আমার মেডিক্যাল করতে নিয়ে যাওয়ার সময় গাড়ি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।''

সঞ্জয়ের কথা শেষ করতে দিয়ে বিচারক দাস বলেন, ''আমার বিচার্য্য বিষয় হচ্ছে যা যা প্রমাণ এসেছে তার উপর ভিত্তি করে বিচার করা।''

মনে করা হচ্ছিল এরপরই সাজা ঘোষণা করলেন বিচারক। কিন্তু তিনি তা না করে সময় চেয়ে নিয়েছেন। জানিয়েছেন, দুপুর ২.৪৫ নাগাদ ফের এজলাস বসবে। সেই সময়ে সাজা ঘোষণা করা হবে।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই আগের মতো এদিনও সঞ্জয় রায়ের ফাঁসির আবেদন জানিয়েছে। তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য, এটি বিরলের মধ্যে বিরলতম ঘটনা। ডিউটিতে থাকা একজন মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ খুন করা হয়েছে। তাই অপরাধীর সর্বোচ্চ সাজা হওয়া উচিত।

এখন এটাই দেখার বিচারক সাজা ঘোষণার সময়ে এই বিষয়টি মাথায় রেখে নির্দেশ দেন নাকি, সিবিআই-এর আর্জিতেই সাড়া দিয়ে মৃত্যুদণ্ডের সাজা ঘোষণা করেন

সিঙ্গাপুর ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন ভারতের অনুপ শ্রীধরকে অতিরিক্ত একক কোচ হিসেবে নির্বাচিত করেছেন

সিঙ্গাপুর, ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : ভারতের এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জজয়ী প্রাক্তন শাটলার অনুপ শ্রীধরকে সোমবার সিঙ্গাপুর ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন (এসবিএ) একক কোচ হিসেবে নির্বাচিত করেছেন । আর দক্ষিণ কোরিয়ার কিম জি-হিউন এসবিএর পুরুষ ও মহিলা দলের প্রধান কোচ হিসেবে বহাল থাকবেন।

অধ্যাপক ডেভিড ট্যান, এসবিএর ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন,'আমাদের শুরুর তারিখ নেই কারণ এটি ভিসার অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল। তবে আমরা চাই তাড়াতাড়ি সম্ভব অনুপ আমাদের সঙ্গে যোগদান করুক'। শ্রীধর ২০০৬ এবং ২০০৮ সালে ভারতীয় থমাস কাপ দলের অধিনায়ক ছিলেন। তিনি বেইজিং অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এবং ২০০৫ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় পুরুষ একক খেলোয়াড় ছিলেন।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ২০২৫ লিসকে পরাজিত করে কোয়ার্টারে পৌঁছেছে সুয়াটেক

মেলবোর্ন, ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : ইগা সুয়াটেক সোমবার ৬-০, ৬-১ এ জিতে জার্মান ইভা লিসের অস্ট্রেলিয়া ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন সুয়াটেক।

৫ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন সুয়াটেক টুর্নামেন্টে ১০টি গেম হেরে এসেছিলেন এবং সোমবার পোল রড ল্যাভার অ্যারেনায় ৫৯ মিনিটে লিসকে ভেঙে দিয়ে তাঁর শিরোপা প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে আরেকটি সতর্কবার্তা পাঠালেন।

'আমি রড ল্যাভার অ্যারেনায় খেলার সুযোগ পেয়ে পরবর্তী রাউন্ডে গেছি। এতে আমি দারুণ আনন্দিত। আমি অনুভব করি না যে আমি আমার শিখরে আছি। কিন্তু এই ম্যাচগুলো আমাকে অনেক আত্মবিশ্বাস দেয়।' সুয়াটেক, এমা নাভারো বা দারিয়া কাসাটকিনার বিজয়ীর সঙ্গে শেষ-আট-এ খেলবেন।

লুক্সেমবার্গ ইনডোর মিটিংয়ে ৬০ মিটার হার্ডলে জাতীয় রেকর্ড ভেঙেছেন তেজস শিরসে

লুক্সেমবার্গ, ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : ভারতের তেজস শিরসে রবিবার সিএমসিএম লুক্সেমবার্গ ইনডোর মিটিং-এ পুরুষদের ৬০ মিটার হার্ডলস হিটসে একটি নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েছেন। তিনি প্রিলিমিনারিতে ৭.৬৫ সেকেন্ড সময় নিয়েছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত থিঙ্গালায়ের করা ৭.৭০ সেকেন্ডের আগের জাতীয় রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গিয়ে ছিলেন এবং ফাইনালের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেন, জাতীয় রেকর্ডের সমান এবং সামগ্রিকভাবে পঞ্চম স্থান অধিকার করে। পোলিশ অ্যাথলেট জ্যাকব সিজাইমানস্কি ৭.৪১ সেকেন্ড সময় নিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। গত বছর, শিরসে ফিনল্যান্ডের জাভাস্কিলায় ওয়ার্ল অ্যাথলেটিক্স কন্টিনেন্টাল ট্যুর মিটিংয়ে পুরুষদের ১১০ মিটার হার্ডলসে একটি নতুন জাতীয় রেকর্ডও গড়েছিলেন এবং ফাইনালে জিততে ১৩.৪১ সেকেন্ড সময় নিয়েছিলেন।

অনূর্ধ ১৯ মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপে নাইজেরিয়া দুই রানে হারিয়েছে নিউজিল্যান্ডকে

কুয়ালালামপুর, ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : সোমবার আইসিসি মহিলা অনূর্ধ-১৯ টি-২০ বিশ্বকাপে বৃষ্টি-বিধ্বস্ত এবং কম স্কোরিং ম্যাচে শক্তিশালী নিউজিল্যান্ডকে দুই রানে হারিয়েছে নাইজেরিয়া। প্রথমে ব্যাট করে নাইজেরিয়া ৬৫/৬ করে ছিল, লিলিয়ান উদেহ (১৯) এবং অধিনায়ক লাকি পিটি (১৮) দুই অঙ্কে পৌঁছতে পেরেছেন। জবাবে, নিউজিল্যান্ড ১৩ ওভারের প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হয়। নিউজিল্যান্ড ৫৭/৫ করে ছিল। কিউইদের পক্ষে সর্বোচ্চ ১৯ রান করেন আনিকা টড।

প্রথম পশ্চিম আফ্রিকান দেশ হিসেবে বিশ্বকাপে নাইজেরিয়ার এই জয়টি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে নাইজেরিয়ার ক্রিকেট ইতিহাসে।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রিয়াল মাদ্রিদের প্রেসিডেন্ট হলেন পেরেজ

মাদ্রিদ, ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : আবারও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রিয়াল মাদ্রিদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন ৭৭ বছর বয়সী ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ। রবিবার ক্লাবের নির্বাচনী বোর্ড জানায়। তিনি ২০২৯ সাল পর্যন্ত মাদ্রিদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। ২০০৯ সাল থেকে তিনি রিয়াল মাদ্রিদের প্রেসিডেন্ট আছেন। এ নিয়ে টানা ৫ বারের মতো ক্লাবের প্রধান নির্বাচিত হলেন পেরেজ।

পেরেজ এর আগে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৪ বারই রিয়ালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। এবারও তিনি নির্বাচিত হলেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। রবিবার রাতে লা লিগায় রিয়াল মাদ্রিদ-লা পালমাস ম্যাচের পর ক্লাবের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ২০২৫ : রাইবাকিনাকে স্তব্ধ করে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে কিস

মেলবোর্ন, ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : সোমবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার জন্য মার্গারেট কোর্ট অ্যারেনায় একটি রোলার-কোস্টার ম্যাচে আমেরিকান ম্যাডিসন কিস ষষ্ঠ বাছাই এলেনা রাইবাকিনাকে ৬-৩, ১-৬, ৬-৩ এ হারিয়েছেন। এই বছর তিনি ৯টি ম্যাচে জিতলেন।

সোমবার রাইবাকিনা মনে হচ্ছে পিঠের নিচের আঘাতের সঙ্গে লড়াই করেন যা তাঁকে তৃতীয় রাউন্ডে প্রভাবিত করেছিল। পরবর্তীতে ইউক্রেনের এলিনা স্বিতোলিনার সঙ্গে খেলবেন, যিনি এর আগে সোমবার ভেরোনিকা কুডারমেটোভাকে ৬-৪, ৬-১ গেমে হারিয়েছেন।

তরুণরা দেশের সম্পদ, তাঁরাই দেশ গঠন ও সমৃদ্ধিতে অবদান রাখবে : রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): তরুণরা দেশের সম্পদ, তাঁরাই দেশ গঠন ও সমৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। জোর দিয়ে বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। সোমবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এনসিসি প্রজাতন্ত্র দিবস শিবির ২০২৫-এ ভাষণ দেওয়ার সময় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, ভারতের সংস্কৃতি ১৪০ কোটি মানুষের ঐক্য দ্বারা একত্রে আবদ্ধ, প্রতিটি ব্যক্তির বিকাশ সমাজের উন্নয়নকে প্রতিফলিত করে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং জনগণকে নিজেদের জীবনে শৃঙ্খলা, ঐক্য ও জাতীয় অখণ্ডতাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানান, কারণ এগুলিই উন্নয়নের পথে একটি জাতির ভিত। দেশের যুব সমাজের ওপর পূর্ণ আস্থা রেখেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।

স্নান করতে নেমেছিলেন পুকুরে, দুবরাজপুরে জলে ডুবে মৃত্যু প্রৌঢ়ের

সিউড়ি, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): বীরভূমের দুবরাজপুরে পুকুরে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেলেন এক প্রৌঢ়। সোমবার পুকুর থেকে ওই প্রৌঢ়ের নিথর দেহ উদ্ধার হয়েছে। রবিবার সকাল ৯টা নাগাদ দুবরাজপুরের নায়েকপাড়ার বাঁধা পুকুরে তিনি স্নান করতে নামেন। এরপর থেকেই তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না বলে বাসিন্দাদের দাবি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর শেষে রবিবার রাতে ওই ব্যক্তির নিখোঁজের অভিযোগ স্থানীয় থানায় জানায় তাঁর পরিবার।

সোমবার দুপুর একটা নাগাদ পুকুর থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরিবার সূত্রে খবর, মৃতের নাম শিবু মেটে (৬০)। তাঁর বাড়ি দুবরাজপুরের নায়েকপাড়ার কাছে মেটে পাড়ায়। এটা খুন নাকি নিছকই দুর্ঘটনা সেটিও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যেই পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

দ্বিতীয় দিনে পড়ল অভিযান, সোপোরের জঙ্গলে তল্লাশি অভিযান জারি

শ্রীনগর, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার সোপোরের জঙ্গলে চলা সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযান সোমবার দ্বিতীয় দিনেও অব্যাহত। এদিন সকাল থেকেই সেনা ও জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের যৌথ বাহিনী সোপোরের জালুরা গুজ্জরপতি এলাকায় লুকিয়ে থাকা জঙ্গিদের সন্ধানে জোরদার তল্লাশি চালাচ্ছে। সেনাবাহিনীর এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট সূত্রে জঙ্গি উপস্থিতির খবর পেয়ে রবিবার সন্ধ্যায় ওই এলাকায় অভিযান শুরু হয়। নিরাপত্তা বাহিনী পৌঁছলে শুরু হয় দু''পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময়। এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই। সোমবার দ্বিতীয় দিনের তল্লাশি অভিযান জারি রয়েছে।

গঙ্গাভাঙন রোধে কেন্দ্রকে দুষে মুর্শিদাবাদ থেকে ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ মুখ্যমন্ত্রীর

মুর্শিদাবাদ, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): গঙ্গাভাঙন রোধে সেই 'বঞ্চনা'ই প্রাপ্তি হয়েছে বলে ফের অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার মুর্শিদাবাদ সফরে প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে এই অভিযোগ তুলে তিনি ঘোষণা করলেন, গঙ্গাভাঙন রোধে কাজ করবে রাজ্য সরকারই। ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল তার জন্য।

সোমবার থেকে চারদিনের জেলা সফর শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন মুর্শিদাবাদের লালবাগের নবাব বাহাদুর ইনস্টিটিউশনে সরকারি পরিষেবা প্রদান করেন তিনি। সেখান থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ফের কেন্দ্রের বঞ্চনার অভিযোগে সরব হলেন মমতা।

.গঙ্গাভাঙনের সমস্যার কথা উল্লেখ করে তাঁর মন্তব্য, ''নদীর পাড় ভাঙনে কত ক্ষতি হয় এই জেলার মানুষের। বাড়ি ভেঙে যায় প্রতি বছর। এটা দীর্ঘদিনের সমস্যা। কেন্দ্রকে বারবার বলা হয়েছে গঙ্গাভাঙন রোধে টাকা দেওয়ার জন্য। কিন্তু বাংলাকে শুধু বঞ্চনা আর বঞ্চনা করা হয়েছে। বন্যার সময়, ভাঙনের সময় কেউ ফিরেও দেখে না। তাই বলছি, আমরাই সেই কাজ করে দেব। ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল ভাঙন রোধের জন্য। এই টাকায় কাজ হবে।''

প্রসঙ্গত, ভাঙনের অভিশাপ নিত্যসঙ্গী মুর্শিদাবাদ জেলাবাসীর। গঙ্গাপাড়ের ভাঙনে ফি বছর বর্ষার মরশুমে প্রচুর কাঁচা বাড়ি তলিয়ে যায়। এই সমস্যা সমধানে গঙ্গাভাঙন রোধের জন্য একাধিকবার কেন্দ্রের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য সরকার।

উত্তর প্রদেশে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা যুবকের

লখনউ, ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : সোমবার সকালে উত্তর প্রদেশের লখনউতে এক বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যগঞ্জ থানা এলাকার মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীতে। জানা গেছে , এলাকায় পুরাতন কংক্রিটের সেতু থেকে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে এক যুবক। খবর পেয়ে পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। নদীতে তল্লাশি শুরু চালিয়ে অনেক চেষ্টার পর ওই যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান , নিহত যুবকের নাম কার্তিক (২০), তিনি কারবালা ধল মাদেগঞ্জের বাসিন্দা। ঘটনার খবর পেয়ে নিহতের পরিবারের সদস্যরা আসেন। কী কারণে ওই যুবক নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ভারতের সঙ্গে তুলনা করে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে এক হাত তথাগতর

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতের সঙ্গে তুলনা করে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে এক হাত নিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

সোমবার তথাগতবাবু এক্সবার্তায় লিখেছেন, "বাংলাদেশ আর তাদের আব্বু পাকিস্তানের মুদ্রাস্ফীতি - দুজনেরই দশ শতাংশের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। সবই তাদের আল্লাহের দান।"

অপর একটি এক্সবার্তায় তথাগতবাবু লিখেছেন, "ভারতীয় রুপি ডলারের তুলনায় এক-দেড়টাকা কমেছে, বর্তমানে ছিয়াশির মত। বাংলাদেশী টাকা পড়েছে এবং পড়ছে - বর্তমানে ১২১ টাকা। আর বাংলাদেশের বর্তমান আব্বু পাকিস্তানের রুপি ২৭৮। বাংলাদেশের জিহাদিপনা ও পাকিস্তান-প্রেম করে সাড়ে বারোটা যে বেজে গেছে তা মিয়ারা এখনো বুঝতে পারছে না।"

মালদায় নিহত তৃণমূল নেতার বাড়িতে স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্রীর

মালদা, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): জেলা সফরে এসে মালদার ইংরেজবাজারে খুন হওয়া তৃণমূল কাউন্সিলর দুলাল সরকারের বাড়িতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী দুলালের স্ত্রী চৈতালি ঘোষ সরকারের সঙ্গে দেখা করেন। এই সাক্ষাতের সময় তৃণমূলের স্থানীয় কোনও নেতৃত্ব নেই। স্বামীর হত্যা মামলায় পুলিশ আট জনকে গ্রেফতার করলেও চৈতালি তাতে খুশি নন। তাঁর দাবি, 'বড় মাথা' রয়েছে দুলাল-খুনের পিছনে। এই প্রেক্ষিতে তাই তাঁর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ 'তাৎপর্যপূর্ণ'।

প্রসঙ্গত, চলতি মাসের গোড়ায় ইংরেজবাজারের মহানন্দাপল্লিতে দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত হন দুলাল। ওই ঘটনার তদন্তে নেমে বিহারের বাসিন্দা মহম্মদ সামি আখতার, আব্দুল গনি এবং ইংরেজবাজারের টিঙ্কু ঘোষ, অভিজিৎ ঘোষ ও অমিত রজককে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে গ্রেফতার করা হয় নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি এবং স্বপন শর্মাকে। নরেন্দ্রনাথ মালদা শহরের তৃণমূল সভাপতি ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ গ্রেফতার হতেই তৃণমূল তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করে। নরেন্দ্রনাথ এবং স্বপনই তৃণমূল নেতা দুলালকে খুনের 'মূল চক্রী' বলে জানিয়েছে পুলিশ।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডেরই পক্ষে প্রতিবাদী চিকিৎসক-নেতা

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): মৃত্যুর বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডেরই পক্ষে প্রতিবাদী চিকিৎসক-নেতা বর্তমানে পূর্ব বর্ধমানের মেডিক্যাল কলেজের উপ-মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুবর্ণ গোস্বামী।

২০২৪ সালের ৯ অগস্ট রাতে আর জি করে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছিল। তার পর থেকেই এই ঘটনায় বিচার চেয়ে উত্তাল হয় শহর। ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ অপরাধী হিসাবে সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয়কে চিহ্নিত করে গ্রেফতার করেছিল ঠিকই, কিন্তু তার পরেও তৈরি হয়েছিল একাধিক প্রশ্ন। যে প্রশ্নের জবাব চেয়ে পথে নেমেছিলেন সাধারণ মানুষ থেকে চিকিৎসক, সমাজকর্মী, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মতো অনেকেই। সুবর্ণবাবুও ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সঞ্জয়ের শাস্তি প্রসঙ্গে সোমবার সুবর্ণবাবু সংবাদমাধ্যমে বলেন, "সঞ্জয় যদি সত্যিই অপরাধীদের একজন হয়, তা হলেও আমি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডেরই পক্ষে। তার কারণ, শুধু এই নয় যে, সভ্য দেশে ফাঁসি দেওয়া উচিত নয়। বরং সঞ্জয় ছাড়াও ওই অপরাধে আরও যারা যুক্ত, তাদের চিহ্নিত করার জন্য।"

আন্দোলনের সময়ে তিনি যা বলেছিলেন, সেই অবস্থান বজায় রেখেই সুবর্ণবাবুর ব্যাখ্যা, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকারের মধ্যে গোপন আঁতাতেই আর জি কর কাণ্ডের বাকি অপরাধীর নাম প্রকাশ্যে আসেনি। তাই সুবর্ণবাবু বলেন, "চিরকাল তো এই দুই সরকার আর তাদের সেটিং থাকবে না। যদি পরবর্তী কোনও সরকার এসে সত্য উদ্ঘাটন করতে চায়, তবে সঞ্জয় তাদের কাছে একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হিসাবে থাকবে। কিন্তু সঞ্জয়কে ফাঁসি দিয়ে নিকেশ করলে সেটা সম্ভব নয়।"

অজয় নদের পাড়ে গ্রেনেড, চাঞ্চল্য কাঁকসায়

দুর্গাপুর, ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : কাঁকসার বিদবিহার অঞ্চলে অজয় নদের পাড় থেকে পাওয়া ৫০ বছরের পুরনো একটি গ্রেনেড নিষ্ক্রিয় করল সেনাবাহিনী। জানা গেছে, রবিবার রাউথডিহি এলাকায় গ্রেনেডটি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে কাঁকসা থানার পুলিশ সেটি নজরদারিতে রাখে ও পানাগড় সেনা ছাউনিতে জানায়। সোমবার সেনার বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড সেটি নিষ্ক্রিয় করে। মেজর সম্রাট ঘোষ জানান, গ্রেনেডটি ১৯৭৬ সালের, ভারতের তৈরি। কীভাবে গ্রেনেডটি সেখানে এল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আর্থিক পরিষেবার জন্য ভারতের অন্যতম বড় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে এক কৌশলগত অংশীদারিত্বে প্রবেশ করল ভারতী এয়ারটেল ও বাজাজ ফাইন্যান্স

নিউ দিল্লী/ মুম্বাই, ২০ জানুয়ারি, ২০২৪: ভারতের অন্যতম বৃহত্তম টেলিকম পরিষেবা প্রদাতা, ভারতী এয়ারটেল ও দেশের বৃহত্তম বেসরকারি নন-ব্যাঙ্কিং ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানি, বাজাজ ফাইন্যান্স, আর্থিক পরিষেবার জন্য ভারতের অন্যতম বৃহত্তম প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে এবং প্রত্যেকের হাতের নাগালে পরিষেবা পৌঁছে দিতে এক কৌশলগত অংশীদারিত্বের কথা আজ ঘোষণা করেছে।

এই অভিনব অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এয়ারটেলের ৩৭৫ কোটি অত্যন্ত সক্রিয় গ্রাহক, ১২ লক্ষ শক্তিশালী ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক এবং বাজাজ ফাইন্যান্সের ২৭টি বৈচিত্র্যময় প্রোডাক্ট লাইন ও ৫,০০০ ব্রাঞ্চ ও ৭০, ০০০ জন ফিল্ড এজেন্টের ডিস্ট্রিবিউশন ক্ষমতা একত্রিত হয়েছে।

নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন গ্রাহক অভিজ্ঞতার জন্য এয়ারটেল প্রথমে বাজাজ ফাইন্যান্সের রিটেল ফাইন্যান্সিয়াল প্রোডাক্টগুলি তাদের এয়ারটেল থ্যাঙ্কস অ্যাপের মাধ্যমে উপলব্ধ করবে এবং পরে সারা দেশের স্টোরেও এই প্রোডাক্টগুলি পাওয়া যাবে। এয়ারটেল ও বাজাজ ফাইন্যান্সের ডিজিটাল সম্পত্তির সম্মিলিত শক্তি কোম্পানি দুটির আর্থিক পরিষেবা ও প্রোডাক্টের ব্যবহার আরও বাড়াতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে।

ভারতী এয়ারটেলের ভাইস চেয়ারম্যান ও এমডি, শ্রী গোপাল ভিট্টল, বলেন, "এয়ারটেল ও বাজাজ ফাইন্যান্স, এই দেশের দুটি নির্ভরযোগ্য নাম, একসাথে আর্থিক প্রয়োজনীয়তার এক বৈচিত্র্যপূর্ণ পোর্টফোলিওর সাথে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে ক্ষমতা প্রদানের স্বপ্ন দেখেছে। এই দুই কোম্পানির সম্মিলিত বিস্তার, আকার ও ডিস্ট্রিবিউশন ক্ষমতা এই অংশীদারির ভিত হিসাবে কাজ করবে এবং বাজারে আমাদের সাফল্যলাভে সহায়ক হবে। এই গ্রুপের কৌশলগত সম্পদ হিসাবেই আমরা এয়ারটেল ফাইন্যান্সকে গড়ে তুলছি এবং এই ব্যবসায় বিনিয়োগ করা ও একে বাড়িয়ে তোলার কাজ চালিয়ে যাব। বর্তমানে আমরা ১০ লক্ষের বেশি গ্রাহকের ভরসার পাত্র আর আমাদের লক্ষ্য হল আমাদের গ্রাহকদের যেকোনো আর্থিক প্রয়োজনীয়তার জন্য এয়ারটেল ফাইন্যান্সকে সামগ্রিক পণ্যশালায় পরিণত করা।"

বাজাজ ফাইন্যান্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, শ্রী রাজীব জৈন বলেন, "ডেটা ব্যবহার করে ঋণগ্রহীতার ঋণ গ্রহণের যোগ্যতা নির্ণয় প্রক্রিয়া এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অন্তঃস্থলে রয়েছে ভারতের ডিজিটাল ইকোসিস্টেম। এয়ারটেলের সাথে আমাদের পার্টনারশিপ শুধুমাত্র ভারতের সর্ব-অন্তর্ভুক্ত ডিজিটাল পরিকাঠামোর সুবিধা দেবে তাই নয়, সেইসঙ্গে ভারতের সেরা ও সবথেকে বিশ্বাসযোগ্য দুটি ব্র্যান্ডের দক্ষতা ও প্রসারকেও একত্রিত করবে। এয়ারটেলের সাথে আমরা ভারতে আর্থিক সহায়তাদাতার প্রথম পছন্দে পরিণত হতে চাই এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতেও লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে আর্থিক পরিষেবা পৌঁছে দিতে চাই। এয়ারটেলের হাত আমরা এমন এক সময়ে ধরেছি যখন বাজাজ ফাইন্যান্স এআই-এর ক্ষমতা ব্যবহার করে নিজেদের কর্মদক্ষতা বাড়ানো ও গ্রাহককে আরও উন্নত অভিজ্ঞতা দেওয়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।"

এখনও পর্যন্ত, এয়ারটেল থ্যাঙ্কস অ্যাপে বাজাজ ফাইন্যান্সের দুটি প্রোডাক্ট পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। মার্চের মধ্যে বাজাজ ফাইন্যান্সের চারটি প্রোডাক্ট এয়ারটেল থ্যাঙ্কস অ্যাপের গ্রাহকদের কাছে উপলব্ধ হয়ে যাবে। এর মধ্যে রয়েছে গোল্ড লোন, বিজনেস লোন, একটি কো-ব্র্যান্ডেড ইন্সটা ইএমআই কার্ড ও পার্সোনাল লোন। এই ক্যালেন্ডার বর্ষের মধ্যে এয়ারটেল আস্তে আস্তে বাজাজ ফাইন্যান্সের প্রায় ১০টি আর্থিক প্রোডাক্ট নিয়ে আসবে।

এয়ারটেল গ্রাহকরা এয়ারটেল থ্যাঙ্কস অ্যাপের মাধ্যমে এয়ারটেল-বাজাজ ফিনসার্ভ ইন্সটা ইএমআই কার্ডের জন্য আবেদন জানাতে পারবেন এবং পরে তা সারা দেশের স্টোর থেকে পাওয়া যাবে। এয়ারটেল-বাজাজ ফিনসার্ভ ইএমআই কার্ড বাজাজ ফাইন্যান্স গ্রাহকদের কাছে উপলব্ধ একগুচ্ছ অফার দেয়। এটি ব্যবহার করলে ৪,০০০ এর বেশি শহরে ১.৫ লাখের বেশি পার্টনার স্টোরে ইলেকট্রনিকস, আসবাব ও মুদিখানার বাজারের মত বিভিন্ন সামগ্রী কেনার সময় সুবিধা অনুযায়ী পরিবর্তন করার মত ইএমআই বিকল্প ও পেমেন্ট প্ল্যান পাওয়া যাবে। এছাড়াও, এই কো-ব্র্যান্ডেড কার্ড বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ই-কমার্স লেনদেনেও প্রয়োগ করা যাবে। এয়ারটেল থ্যাঙ্কস অ্যাপ থেকে গ্রাহকরা এখন নিরাপদ গোল্ড লোনও পাবেন, ফলে ঋণ পরিষেবার সাথে সদ্য পরিচিত হওয়া গ্রাহকেরা সহজেই আর্থিক সহায়তা পাবেন এবং প্রথাগত অর্থ ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হতে পারবেন।

এই পার্টনারশিপের অংশ হিসাবে উভয় কোম্পানিই আইন, তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলবে এবং গ্রাহককে নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকবে।

About Bharti Airtel Limited

Headquartered in India, Airtel is a global communications solutions provider with over 550 million customers in 15 countries across India and Africa. The company also has its presence in Bangladesh and Sri Lanka though its associate entities. The company ranks amongst the top three mobile operators globally and its networks cover over two billion people. Airtel is India's largest integrated communications solutions provider and the second largest mobile operator in Africa. Airtel's retail portfolio includes high-speed 4G/5G mobile broadband, Airtel Xstream Fiber that promises speeds up to 1 Gbps with convergence across linear and on-demand entertainment, streaming services spanning music and video, digital payments and financial services. For enterprise customers, Airtel offers a gamut of solutions that includes secure connectivity, cloud and data centre services, cyber security, IoT, Ad Tech and cloud-based communication. For more details visit www.airtel.com

About Bajaj Finance

Bajaj Finance Ltd. ('BFL', 'Bajaj Finance', or 'the Company'), a subsidiary of Bajaj Finserv Ltd., is a deposit-taking Non-Banking Financial Company (NBFC-D) registered with the Reserve Bank of India (RBI) and is classified as an NBFC-Investment and Credit Company (NBFC-ICC). BFL is engaged in the business of lending and acceptance of deposits. The company has a diversified lending portfolio across retail, SMEs, and commercial customers with significant presence in both urban and rural India. It accepts public and corporate deposits and offers a variety of financial services products to its customers. BFL, a thirty-seven-year-old enterprise, has now become a leading player in the NBFC sector in India and on a consolidated basis has 92.09 million customers. BFL has the highest domestic credit rating of AAA/Stable for long-term borrowing, A1+ for short-term borrowing, and CRISIL AAA/ Stable & [ICRA]AAA(Stable) for its FD program. It has a long-term issuer credit rating of BBB-/Stable and a short-term rating of A-3 by S&P Global ratings. It has a long-term issuer rating of Baa3 with Stable outlook and a short-term rating of P-3 from Moody's Rating.

To know more, visit https://www.bajajfinserv.in

সভাপতিদের নাম ঘোষণা

● প্রথম পাতার পর

আজ কৈলাসহরের বিজেপি জেলা কার্য্যালয়ে সারা রাজ্যের সাথে ঊনকোটি জেলার জেলা সভাপতি এর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। বিজেপির জেলা কার্য্যালয়ে জেলার প্রায় সমস্ত পদাধিকারী কার্য্যকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী টিংকু রায়, রাজ্য সম্পাদক তাপস মজুমদার, মহিলা সভানেত্রী শ্রীমতি মলিনা দেবনাথ ও জেলার প্রাক্তন সভাপতি পবিত্র দেবনাথ। সাংগঠনিক আলোচনা করেন মন্ত্রী শ্রী টিংকু রায়। এরপর তাপস মজুমদার ঊনকোটি জেলার নতুন সভাপতি বিমল কর এর নাম ঘোষণা করেন। বর্তমানে বিমল কর ঊনকোটি জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য। এরপর বিমল বাবুকে উত্তরীয় ও ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করা হয়, সাথে মিষ্টিমুখ করানো হয়। এরপর আতশবাজি ফাটানো হয় ও রেলি করা হয়।

খোয়াই প্রতিনিধি: আজ বিজেপি সাংগঠনিক জেলা সভাপতির নাম ঘোষনা করা হয়েছে। নতুন মুখ উঠে এলো খোয়াইতে। খোয়াই নতুন জেলা সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত হলেন বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য বিনয় দেববর্মা। খোয়াই মন্ডল কমিটির তরফ থেকে খোয়াই মন্ডল কার্য্যালয়ে উষ্ণ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় নতুন জেলা সভাপতিকে।

বিলোনিয়া প্রতিনিধি: বিজেপি দক্ষিণ জেলা কমিটির সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন দ্বীপায়ন চৌধুরী। আজ দুপুর ১:৩০ মিনিট নাগাদ বিলোনিয়াস্থিত বিজেপি দক্ষিণ জেলা কার্য্যালয়ে ডিসটিক রিটার্নিং অফিসার বলাই গোস্বামীর উপস্থিতিতে প্রাক্তন জেলা সভাপতি শংকর রায়ের হাত থেকে দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় দ্বীপন চৌধুরীর হাতে। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বিধায়িকা সপ্না মজুমদার সহ আরো অসংখ্য বিজেপির কার্য্যকরতারা। বিগত দিনে দ্বীপায়ন চৌধুরী দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ছিলেন। আজ বিজেপি জেলা সভাপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

উদয়পুর প্রতিনিধি: গোমতী জেলার সভানেত্রী সবিতা নাগ। গোমতি জেলা সভাপতি হিসেবে নাম ঘোষণা করা হয় সোমবার দুপুর নাগাদ। উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির গোমতী জেলা দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সুব্রত চক্রবর্তী ও অমিত রক্ষিত সহ অমরপুরের বিধায়ক রঞ্জিত দাস ও কাঁকড়াবন বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার ছিলেন উপস্থিত। পরবর্তী সময়ে মাতা বাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অভিষেক দেবরায় উপস্থিত হন। সেখানে আগামী দিনের জন্য গোমতী জেলার জেলা সভানেত্রী হিসেবে নাম ঘোষণা হয় সবিতা নাগের। তখন উপস্থিত সবাই তাকে বরন করে নেন।

এদিকে, ভারতীয় জনতা পার্টি একটা সুশৃঙ্খল পার্টি। এই পার্টির অন্যতম মূল লক্ষ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করা। দল এবং সরকারের নীতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সমাজের অন্তিম ব্যক্তিদের জন্য দায়িত্ব নিয়ে আরো কাজ করতে হবে আমাদের কার্যকর্তাদের।

সোমবার এক কর্মসূচিতে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে মতবিনিময় করতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ কমিটির তরফে রাজ্যের বিভিন্ন সাংগঠনিক জেলা সভাপতিদের নাম ঘোষণা নিয়ে এদিন নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তিনি।

সংবাদ মাধ্যমকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, প্রথমে বুথ কমিটির সভাপতি, পরবর্তী সময়ে মন্ডল কমিটির সভাপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আর আজ জেলা সভাপতিদের নাম ঘোষণা করা হয়। একযোগে রাজ্যের সাংগঠনিক ক্ষেত্রের ১০টি জেলা সভাপতিদের নাম ঘোষিত হয়। এরমধ্যে সদর গ্রামীণ কমিটির দায়িত্ব আমার উপর ছিল। জেলা রিটার্নিং অফিসার আমাকে খামে সেই ফলাফল দিয়েছেন। এরপর আমি সবার সামনে খাম খুলে সদর গ্রামীণ জেলা সভাপতি হিসেবে গৌরাঙ্গ ভৌমিকের নাম ঘোষণা করি। প্রায় ১১ জনের মতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এরমধ্যে গৌরাঙ্গ বাবু নির্বাচিত হয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির কার্য্যকর্তাগণ প্রথমে রাষ্ট্র, এরপর পার্টি এবং এরপর নিজের জন্য চিন্তাভাবনা করেন। আমাদের পার্টির মূল লক্ষ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করা। আমি পার্টির সমস্ত কার্য্যকর্তাদের বলবো দলীয় নির্দেশিকা অনুযায়ী শৃঙ্খলার ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার নির্দেশ অনুসারে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাষ্ট্রের কল্যাণে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে। সরকার এবং পার্টির নীতি উভয়ের মধ্যে সাযুজ্য রেখে কাজ করা হচ্ছে। আমি সমস্ত নবনির্বাচিত জেলা সভাপতিদের আমার শুভেচ্ছা জানাই। এই কার্য্যক্রমে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

বললেন মমতা

● প্রথম পাতার পর

জরিমানা করা হয়েছে ৫০ হাজার টাকা। এ ছাড়াও ধর্ষণের জন্য ৭ লক্ষ এবং হত্যার জন্য ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বিচারক বলেন, "রাষ্ট্রের দায়িত্ব নির্যাতিতার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার।"

উৎসাহ-উদ্দীপনায় উদযাপিত মিথিলা বিভূতি উৎসব সমারোহ

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): কলকাতায় অবস্থিত মৈথিলী ভাষাভাষীদের সামাজিক সংগঠন মিথিলা সেবা ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে প্রতিবছরের মতো এই বছরও আয়োজিত হল দুই দিনব্যাপী মিথিলা বিস্তৃতি উৎসব সমারোহ, অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিশেষ এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। বাগুইআটির জর্দাবাগানে অবস্থিত বন্ধুমহল ক্লাব প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় এই অনুষ্ঠান, অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে হনুমান চালিসা পাঠ ও অখণ্ড অষ্টপ্রহর সংকীর্তনে বাতাবরণ অত্যন্ত ভক্তিপূর্ণ ছিল। পরবর্তী দিন, রবিবার মৈথিলীর মহান কবি বিদ্যাপতির স্মরণে মিথিলা বিভূতি উৎসবের আযোজন করা হয়। সংগঠনের সদস্যারা একত্রে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। সাহিত্য আকাদেমি সম্মানিত সাহিত্যিক ডঃ

আনমোল ঝা প্রধান বক্তা হিসাবে মাতৃভাষার গুরুত্বের উপর জোর দেন। মিথিলা সেবা ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি রমাকান্ত ঝা বলেন, অনুষ্ঠানের আগে দরিদ্রদের মধ্যে কম্বলও বিতরণ করা হয়। তিনি বলেন, অনুষ্ঠানে সাহিত্যিক মিথিলেশ কুমার ঝাকে বাবু সাহেব চৌধুরী পুরস্কারে, সমাজসেবক সি এ শিবচরণ শুক্লাকে মিখিলা সংকীর্তন মণ্ডলী পুরস্কারে এবং ডঃ রামসেবক ঠাকুরকে জানকী সন্ততি পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। আবার বিধাননগরের বরো চেয়ারপার্সন পিয়ালী সরকারকে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মিথিবঙ্গ গৌরব সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে। এর আগে স্থানীয় ছাত্রী স্নেহা ঝা বিদ্যাপতির রচিত বিখ্যাত ভগবতী বন্দনা জয় জয় ভৈরবী পরিবেশন করেন।

অনুষ্ঠান চলাকালীন লেখক রাধেশ্যাম ঝা রচিত নাট্য পুস্তিকা "হামার দুখক নাহি অউর" প্রকাশ করা হয়। এই সময় লেখক নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠান শেষে কুজবিহারী মিশ্র, মাধব রায়, রচনা ঝা এবং হেমকান্ত ঝা, পিয়াসা-সহ মিথিলার অনেক স্বনামধন্য শিল্পী গান, সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। অনেক রাত পর্যন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন মানুষজন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মিখিলার বিখ্যাত ঘোষক ড. রামসেবক ঠাকুর। মিথিলা সেবা ট্রাস্টের সদস্যরা উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে একযোগে কাজ করে অনুষ্ঠানটি সফল করেন। প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান রমাকান্ত ঝা বলেন, সমাজ ও সদস্যদের সহযোগিতায় এই কার্য্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

থানার ওসি

● প্রথম পাতার পর

সাব ইন্সপেক্টরদের কাজের ধরন সম্পর্কে তারা সরাসরি জেনেছে। থানার আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এই অভিজ্ঞতা ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতে উপকারে আসবে।

ছাত্রছাত্রীরাও এই উদ্যোগকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। তারা পুলিশের কাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে পেরে আনন্দিত।

নবজাতকের মৃতদেহ

● প্রথম পাতার পর

এবিষয়ে স্থানীয়রা জানিয়েছেন, নবজাতকের মৃতদেহটি নদীর পাড়ে কিছুক্ষণ ধরে পড়ে ছিল। কেউ কেউ বিষয়টি প্রথমে দেখতে পান এবং সন্দেহ হওয়ায় থানায় খবর দেন। ঘটনাস্থলে ভিড় জমে যায়। কেউ কেউ এই ঘটনাকে দুঃখজনক এবং অমানবিক বলে অভিহিত করেন। থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক তাপস মালাকার জানান, নবজাতকের দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দেহের পরিচয় এবং এই মৃত্যুর পেছনের কারণ অনুসন্ধানের জন্য তদন্ত শুরু হয়েছে। তিনি আরও জানান, দেহটি কোথা থেকে এসেছে বা এটি পরিকল্পিতভাবে ফেলে দেওয়া হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অভিযান বাম ছাত্র সংগঠনের

● প্রথম পাতার পর

এদিন তিনি আরও বলেন, শিক্ষা ভবনের অধিকর্তাদের অগ্রিম এই অভিযানের বিষয়ে জানানো হয়েছিল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত ওই চিঠির কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় নি। তাদের দাবিগুলো হল, সরকারী স্কুল বন্ধ করা যাবে না, স্কুল কলেজে শিক্ষক সংকট দূরীকরণ, বিদ্যাজোতি প্রকল্প বাতিল, পড়াশোনার খরচ কমাতে হবে এবং নিয়মিত স্টাইপেন্ড প্রদান করা হোক।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

● প্রথম পাতার পর

আদালতের বিচারক সুদীপ্তা চৌধুরী চলতি মাসের ১৮ জানুয়ারি রমিজ আলীকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং আজ সাজা ঘোষণা করেন। রমিজ আলীকে তিন বছরের জেল হাজত এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে নয় মাসের জেল হাজত দেয়। তাছাড়া, আইপিসি ৩০২ ধারায় রমিজ আলীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ঘোষণা দিয়েছেন। পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে নয় মাসের জেল হাজত ঘোষণা করে বলে আইনজীবী সুনির্মিল দেব জানান।

হচ্ছে অস্থিবিসর্জন

● প্রথম পাতার পর

আসতেই দেও ও মনু নদীর সঙ্গমস্থলে প্রতিদিন লোক সমাগম বাড়ছে শুরু করেছে। তাই প্রতিদিন অস্থি বিসর্জন করা হচ্ছে। এই সঙ্গমস্থলকে দেবঘাটে রূপান্তরিত করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সঙ্গমস্থলে শিব পার্বতী মূর্তি রয়েছে। তৃতীয় পাড়ে গঙ্গা মূর্তি বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২৭শে মার্চ বারুনি মেলার দিন গঙ্গা মাতার পাথরের প্রতিমা বসানো হবে বলে প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি ত থা মন্ডল সভাপতি কার্তিক দাস জানিয়েছেন। মকর সংক্রান্তির দিনে দুই নদীর সঙ্গমস্থল হালাইমুরাতে বিশেষ গঙ্গাপূজা করা হয়েছে। কুমারঘাটের বিশিষ্ট লোকজন এবং এলাকাবাসীদের নিয়ে মেলা পরিচালন কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি ইতিমধ্যে কাজকর্ম শুরু করেছে। ধারণা করা হচ্ছে আগামী বারুনি মেলা দিনে দুই নদীর সঙ্গমস্থলে রেকর্ড সংখ্যক দর্শক সমাগম হবে।

ফেরানোর কাজ করব

● প্রথম পাতার পর

গ্রহণকালে তাঁর কাছে দু'টি বাইবেল দেখা গেছে। এর মধ্যে একটি তাঁর মায়ের দেওয়া এবং অন্যটি প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের ব্যবহৃত বাইবেল বলে জানা গেছে। তাঁর শপথের আগে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছেন রিপাবলিকান নেতা জেডি ভান্স। শপথ নেওয়ার পর তোপধ্বনির মাধ্যমে নতুন প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানানো হয়েছে। প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পরে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, তিনি বেশ কিছু নির্বাহী আদেশ জারি করতে যাচ্ছেন। তার মধ্যে রয়েছে, আমেরিকার দক্ষিণ সীমান্তে, যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে তিনি জাতীয় জরুরি অবস্থা জারি করবেন। অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ বন্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে এদিন তিনি ঘোষণা দিয়েছেন। সেই সাথে যে "লাখ লাখ অপরাধী" অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে, তারা যেখান থেকে এসেছে, সেখানে ফেরত পাঠানো হবে। সেই সাথে তার রিমেইন ইন মেক্সিকো বা "মেক্সিকোতেই থাকো" নীতি তিনি পুনরায় কার্য্যকর করা হবে। সীমান্ত এলাকায় আরো সৈনিক ও জনবল পাঠানো হবে বলেও তিনি ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন, মাদক চক্র বা কার্টেলগুলোকে বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে ঘোষণা করা হবে নির্বাহী আদেশে। তাঁর ঘোষণা, "এলিয়েনস এনিমিস অ্যাক্ট অব ১৭৯৮" পুনর্বহাল করা হবে, যাতে কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্যগুলো "যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে বিদেশি গ্যাংগুলো" দমনে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে পারে। শপথ গ্রহণের দিনটিকে তিনি "মুক্তির দিন" বলে বর্ণনা করেন। এদিন ভাষণে তিনি বাইডেন প্রশাসনেরও বেশ সমালোচনা করেন।

দুই পাচারকারী

● প্রথম পাতার পর

নগদ ১২৭০ টাকা, দুইটি মোবাইল এবং ব্যাটারি চালিত অটো বাজেয়াপ্ত করা হয়। তাদের থানায় নিয়ে গিয়েছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ৭ লক্ষাধিক টাকা হবে। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের পর সাব্রুম আদালতে সোপর্দ করা হবে।

ক্রীড়াঙ্গন

প্রস্তুতি চূড়ান্ত, আজ থেকে সদর অনূর্ধ-১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। বিশেষ করে প্রথম দিনে চার মাঠে চারটি ম্যাচের নির্ধারিত আটটি দল গ্রুপ লিগে মাঠে নামার আগে শেষ দিন হিসেবে নিজেদের আরও কিছুটা প্রস্তুতি সেরে নিয়েছে। অনেকটা অনূর্ধ ১৩ আসরের মতোই অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্টেও অংশগ্রহণকারী ১৭ টি দলকে দুটি গ্রুপে ভাগ করে খেলানো হচ্ছে। গ্রুপে এ-তে রয়েছে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার, জিবি প্লে সেন্টার, এডি নগর প্লে সেন্টার, মডার্ন ক্রিকেট একাডেমী, জুয়েলস কোচিং সেন্টার, তরুণ সংঘ, দশমীঘাট কোচিং সেন্টার, পোলস্টার এবং বাধার ঘাট কোচিং সেন্টার। গ্রুপ বি-তে রয়েছে ক্রিকেট অনুরাগী, এগিয়ে চল সংঘ, প্রগতি প্লে সেন্টার, এনএসআরসিসি, মৌচাক ক্লাব, শতদল সংঘ, কর্নেল চৌমুহনী কোচিং সেন্টার, ব্লাড মাউথ ক্লাব। আগামীকাল (মঙ্গলবার) থেকে শুরু হচ্ছে সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। উদ্বোধনী দিনে হবে ৪ টি ম্যাচ। নীপকো মাঠে গত বছরের চ্যাম্পিয়ন চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার খেলবে পোলস্টার ক্লাবের বিরুদ্ধে, তালতলা স্কুল মাঠে এ ডি নগর প্লে সেন্টার খেলবে বাধারঘাট কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে, নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে দশমীঘাট কোচিং সেন্টার খেলবে জুয়েলস কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে এবং ড: বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে এগিয়ে চল সঙ্ঘ খেলবে ক্রিকেট অনুরাগীর বিরুদ্ধে। প্রতি গ্রুপ থেকে ৪ টি করে দল কোয়ার্টার ফাইনালে যাবে। ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি দুদিনে চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের পর ২০ ফেব্রুয়ারি হবে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ। ২২ ফেব্রুয়ারি হবে আসরের ফাইনাল ম্যাচ। আগামীকাল প্রথম দিনের খেলায় কোনদল জয় দিয়ে লীগ অভিযান শুরু করে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

আম্পায়ারদের বিরুদ্ধে টিসিএ-র সভাপতির কাছে অভিযোগপত্র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফেল করা এক আম্পায়ার পাশ করা আম্পায়ারদের ক্লাস নিলেন। বাহবা টিসিএ-কে।এই হলো রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার স্বচ্ছতা। এ গ্রেড আম্পায়ার তন্ময় ধর সোমবার মিডিয়ার সামনে স্পস্ট ভাবে এই অভিযোগ করে বললেন, ফেল করা আম্পায়ার সমীর বিশ্বাস তিনদিনের ক্যাম্পে পাশ করা আম্পায়ারদের ক্লাস নিলেন। অথচ সমীর নাকি নিজেই গত দুবছর ধরে আম্পায়ারদের কোনও পরীক্ষাতেই পাশ করেনি। সত্যি আজ সেলুকাস বেঁচে থাকলে,নিশ্চয় বলতেন, আজব টিসিএ-র গুজব কাহিনী চলছে বর্তমানে। এটাই কি টিসিএ-র স্বচ্ছতা, প্রশ্ন তুললেন তন্ময়। একই সঙ্গে এ গ্রেড আম্পায়ার তন্ময় ধর অভিযোগ করেন, বিগত দুবছর ধরে তাকে কোনও ম্যাচই দিচ্ছে না টিসিএ-র আম্পায়ারিং কমিটি। উল্টো অযোগ্যদের দিয়ে একের পর এক ম্যাচ চালিয়ে নিচ্ছে ঘরোয়া স্তরে টিসিএ। তন্ময় অত্যন্ত আফসোসের সঙ্গে জানালো, সে নাকি বিরোধী দল করে।এর জন্য সমীর বিশ্বাস তাকে গত দুবছর ধরে ম্যাচ দেয় না। তন্ময় প্রশ্ন তুললেন , ক্রিকেটের সঙ্গে রাজনীতিকে কেন মেশানো হবে। এই নিয়ে টিসিএ-র সভাপতির কাছে অভিযোগ পত্রও জমা দিলেন তন্ময়। আজব বিষয় হলো, এই নিয়ে নাকি টিসিএ-র সভাপতি কিছুই জানেন না। তন্ময়কে তিনি বললেন,এই বিষয়ে তিনি কথা বলবেন আম্পায়ারিং কমিটির সঙ্গে।

ঘরের মাঠে অনুশীলনে শামি, প্রত্যাবর্তন হয়তো ইডেনেই, ইংল্যান্ড সিরিজের প্রস্তুতি শুরু সূর্যদের

ভারতীয় দলের অনুশীলন মহম্মদ শামি। ২০২৩ সালের বিশ্বকাপের পর আবার ভারতীয় শিবিরে দেখা গেল বাংলার পেসারকে। পুরোদমে অনুশীলন করলেন শামি। তবে পায়ে দেখা গেল নি-ক্যাপ। কোচ গৌতম গম্ভীর এবং বোলিং কোচ মর্নি মর্কেলের সঙ্গে অনেক ক্ষণ কথাও বলতে দেখা গেল তাঁকে। আগামী বুধবার ইডেনে মুখোমুখি হবে ভারত এবং ইংল্যান্ড। টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচ কলকাতায়। এই শহরে খেলেই ভারতীয় দলের দরজা খুলেছিলেন শামি। ইডেন তাঁর ঘরের মাঠ। সেই মাঠেই হয়তো প্রত্যাবর্তন ঘটবে শামির। প্রায় এক বছর দু'মাস পর ভারতীয় দলের জার্সি পরতে চলেছেন তিনি। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁকে নিয়ে উৎসাহ তুঙ্গে। রবিবার অনুশীলনে পায়ে নি-ক্যাপ পরেই দলের সঙ্গে দৌড়লেন শামি। বলও করলেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে শামিকে ১০০ শতাংশ ফিট চাইবে ভারত। কারণ জসপ্রীত বুমরাহ খেলতে না পারলে দলের পেস বিভাগের নেতৃত্বের ভার থাকবে তাঁর উপর।

রবিবার ইংল্যান্ড দল অনুশীলন করেনি। তিন ঘণ্টার বেশি সময় ধরে অনুশীলন করে ভারত। রিঙ্কু সিংহকে বল করতে দেখা যায়। অনুশীলনের শেষ দিকে রিঙ্কু আলাদা করে ছক্কা মারার অনুশীলন করেন। তিনি কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলেন। ইডেন তাঁর পরিচিত মাঠ। এই মাঠকে খুব ভাল করে চেনেন কেকেআরের প্রাক্তন অধিনায়ক এবং মেন্টর গম্ভীর। তিনি রবিবার পিচ দেখেন। যে পিচে প্রচুর রান ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। পুরো দলকে এ দিন অনুশীলনে দেখা গেলেও এখনও কলকাতায় আসেননি আরশদীপ সিংহ। ভারতের বাঁহাতি পেসার সোমবার দলে যোগ দেবেন। রবিবার হার্দিক পাণ্ড্য, সূর্যকুমার যাদব, সঞ্জু স্যামসনদের ব্যাটিংয়ে নজর দিলেন গম্ভীর। কড়া নজর রেখেছিলেন তাঁদের দিকে।

ভারতের কোনও ক্রিকেটারের জন্য আলাদা গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়নি। বাংলার ক্রিকেট সংস্থার প্রধান স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "ভারতীয় ক্রিকেটারদের জন্য যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, সেই নিয়ম মেনে বাংলার ক্রিকেট সংস্থা কারও জন্য আলাদা গাড়ির ব্যবস্থা করেনি। শুধু দলের বাস রয়েছে। বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী ক্রিকেটারেরা বাসে করেই ম্যাচ এবং অনুশীলনের সময় যাতায়াত করবেন।"

দাবি খারিজ রোহিত-আগরকরদের

আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল নির্বাচন নিয়েও ভারতীয় শিবিরে দ্বন্দ্ব। কোচ গম্ভীরের সঙ্গে মতানৈক্য অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং নির্বাচকপ্রধান অজিত আগরকরের। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, কোচ গম্ভীরের দুটি সিদ্ধান্ত সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন রোহিতরা।

শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণার কথা ছিল দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ। কিন্তু সাংবাদিক বৈঠকে রোহিত এবং আগরকর এলেন দু'ঘণ্টারও বেশি সময় পরে। অথচ দুজনই বিসিসিআই সদর দপ্তরে পৌঁছেছিলেন নির্ধারিত সময়ে। সাড়ে ১২টা থেকে নতুন করে বৈঠক শুরু করেন আগরকর এবং রোহিত। অথচ দল নির্বাচন সক্রান্ত যাবতীয় আলোচনা আগের দিন সন্ধের মধ্যেই হয়ে গিয়েছিল। তখনই প্রশ্ন উঠছিল কী এমন হল যে শেষ মুহূর্তে এত দীর্ঘ বৈঠক করতে হল অধিনায়ক এবং নির্বাচকপ্রধানকে?

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রের দাবি, দল নির্বাচন নিয়ে কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে মতানৈক্য দেখা দেয় নির্বাচকপ্রধান অজিত আগরকর এবং অধিনায়ক রোহিত শর্মার।

গম্ভীর চাইছিলেন, দ্বিতীয় উইকেটরক্ষক হিসাবে সঞ্জু স্যামসনকে দলে রাখতে। কিন্তু আগরকর এবং রোহিত সঞ্জুকে দলে নিতে রাজি হননি। তাঁরা পন্থকে রাখার পক্ষে। শেষপর্যন্ত গম্ভীরের দাবি খারিজ করে পন্থকেই দলে রাখেন প্রধান নির্বাচক।

গম্ভীরের আরও এক সিদ্ধান্ত খারিজ করেছেন রোহিতরা। ভারতীয় দলের কোচ চাইছিলেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে টিম ইন্ডিয়ার সহ-অধিনায়ক হিসাবে হার্দিক পাণ্ডিয়াকে চাইছিলেন। কিন্তু সেই দাবিও খারিজ করে দিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট।

আগরকর এবং রোহিত যৌথভাবে শুভমান গিলকে সহ-অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নির্বাচকপ্রধান আগরকর ইঙ্গিতও দিয়েছেন, আগামী দিনে গিলের মধ্যে সম্ভাব্য নেতা দেখতে পাচ্ছে বিসিসিআই।

আঙুলে চোট অভিমন্যুর, রঞ্জির গ্রুপ পর্বে খেলা হবে না, চাপ বাড়ল বাংলার

ক্লাব ক্রিকেট খেলতে গিয়ে চোট পেলেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ। রঞ্জি ট্রফির গ্রুপ পর্বে শেষ দু'টি ম্যাচ খেলা হবে না তাঁর। আগামী কয়েক সপ্তাহের জন্য তাঁকে বিশ্রাম নিতে বলা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিলেন অভিমন্যু। ফিরে এসে বাংলার হয়ে বিজয় হজারে ট্রফির ম্যাচ খেলেছিলেন। কিন্তু রঞ্জির গ্রুপ পর্বে আর খেলা হচ্ছে না তাঁর। গত কয়েক বছরে বাংলার হয়ে ধারাবাহিক ভাবে রান করছেন ওপেনার অভিমন্যু। ডাক পাচ্ছেন ভারতীয় দলেও। কিন্তু এখনও দেশের জার্সিতে অভিষেক হয়নি। অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম ম্যাচে রোহিত শর্মা না থাকায় মনে করা হয়েছিল অভিমন্যুকে সুযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু লোকেশ রাহুল এবং যশস্বী জয়সওয়ালকে ওপেন করায় ভারত। খেলানো হয় দেবদত্ত পাড়িক্কলকে। সুযোগ পাননি অভিমন্যু। পুরো অস্ট্রেলিয়া সফরে দলের সঙ্গে থাকলেও একটি ম্যাচেও খেলা হয়নি। ফিরে এসে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল চোট। যে কারণে কিছুটা সমস্যায় বাংলা দলও।

লাল বলের ক্রিকেটে অভিমন্যুর মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে না পাওয়া বড় ক্ষতি দলের। অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদার বললেন, "আঙুলে চোট লেগেছে অভিমন্যুর।

আগামী ম্যাচে খেলা হচ্ছে না। বাংলা নক আউটে উঠলে হয়তো পাওয়া যাবে ওকে।"

২৩ জানুয়ারি থেকে শুরু রঞ্জির ম্যাচ। কল্যাণীতে খেলবে বাংলা। বিপক্ষে হরিয়ানা। পাঁচ ম্যাচ শেষে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে বাংলা সি গ্রুপে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। গ্রুপ শীর্ষে রয়েছে হরিয়ানা। তারা পাঁচ ম্যাচে পেয়েছে ২০ পয়েন্ট। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কেরল। তারা পাঁচ ম্যাচ খেলে পেয়েছে ১৮ পয়েন্ট। বাংলা যদি রঞ্জির নক আউটে উঠতে পারে, তা হলে অভিমন্যুকে পাওয়া যেতে পারে। গ্রুপে বাংলার শেষ ম্যাচ পঞ্জাবের বিরুদ্ধে। ৩০ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে সেই ম্যাচ।

জোড়া খেতাবে শাসন ভারতের

উদ্বোধনী খো খো বিশ্বকাপে জয়জয়কার ভারতের। পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারতীয় দল।

নয়াদিল্লিতে রবিবার মেয়েদের বিভাগে ভারত ৭৮-৪০ ফলে হারায় নেপালকে। অধিনায়ক প্রিয়াঙ্কা ইঙ্গলে দুরন্ত ছন্দে ছিলেন। যার সাহায্যে মেয়েরা দ্রুত ৩৪ পয়েন্ট তুলে নেয়। সেখানেই নেপালের ম্যাচে ফেরার আশা শেষ হয়ে যায়। ফাইনালে ওঠার পথে ভারতের মেয়েরা গ্রুপ পর্বে দাপটে হারায় দক্ষিণ করিয়া, ইরান, মালয়েশিয়াকে। এর পরে কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলাদেশ ও সেমিফাইনালে জয় পায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। পুরুষদের বিভাগেও বিপক্ষে ছিল নেপাল। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই নেপালকে হারিয়েছিল ভারত। ফাইনালেও সেই দাপট ধরে রেখে ভারত ৫৬-৩৬ পয়েন্টে জয় পায়। এক সময় ২৬-০ পয়েন্টে এগিয়ে গিয়েছিল ভারত। কিছুক্ষণ পরে স্কোর দাঁড়ায় ২৬-১৮। এর পরে আক্রমণে আর জোর বাড়ায় ভারতীয় দল। এ বার স্কোর দাঁড়ায় ৫৬-১৮। সেখান থেকে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি নেপাল।

ভারতীয় দল প্রথম ম্যাচে নেপালকে ৪২-৩৭ পয়েন্টে হারিয়েছিল। তার পরে শাসন ধরে রেখেছিল পরের ম্যাচগুলিতেও। সেমিফাইনালে দারুণ লড়াই করেও ভারতের পুরুষ দলের বিরুদ্ধে জিততে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা।

জাতীয় জুডো-তে রোশনীও পদক পেলো

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মহারাষ্ট্রের পুনেতে আয়োজিত জাতীয় সাব জুনিয়র জুডোতে ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করলো রাজ্যের মেয়ে রোশনী চাকমা। ৪৮ কেজি বিভাগে এই সফলতা রোশনীর। রোশনী পানিসাগরস্থিত ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের ছাত্রী। উল্লেখ্য, জাতীয় জুডোতে রাজ্যের জুডোকারা বেশ সাফল্যের স্বাক্ষর রাখছে। মহারাষ্ট্রের পুনেতে আয়োজিত জাতীয় জুডো-তে দ্বিতীয় দিনেই সোনা জিতেছিলেন রাজ্যের প্রিয়াঙ্কা দাস। প্রতিযোগিতায় রবিবার মহিলাদের ৩২ কেজি ওয়েট ক্যাটাগরিতে বাধারঘাটস্থিত ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের শিক্ষার্থী প্রিয়াঙ্কা স্বর্ণপদক লাভ করেছিল। চন্ডিগড় তেলেঙ্গানা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে কেরালার জুডো কাকে কুপোকাত করে রাজ্যের প্রিয়াঙ্কা দারুণ সাফল্য লাভ করেছেন। গত ১৮ জানুয়ারি থেকে পুনেতে এই জাতীয় টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। আগামীকাল (মঙ্গলবার) প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষিত হবে। কোচ মিহির শীল থেকে শুরু করে কর্মকর্তারাও অনেকটা আশাবাদী রাজ্য দলের হাতে হয়তো আরও একাধিক পদক আসবে।

এ বার রঞ্জিতে খেলবেন সিরাজও ?

কোচ গৌতম গম্ভীরের নির্দেশের পর একের পর এক তারকা ক্রিকেটার রঞ্জি ট্রফিতে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রোহিত শর্মা, যশস্বী জয়সওয়াল, ঋষভ পন্থ, রবীন্দ্র জাডেজারা রঞ্জিতে খেলবেন। সেই তালিকায় নতুন সংযোজন কি মহম্মদ সিরাজ? চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে বাদ পড়া ক্রিকেটারকে নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে।

রঞ্জির দ্বিতীয় পর্বে হায়দরাবাদ খেলবে হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে। তবে সিরাজ সেই ম্যাচে খেলবেন কি না তা এখনও জানা যায়নি। রবিবার হায়দরাবাদ ক্রিকেট দলের এক কর্তা বলেছেন, "আমরা সিরাজের থেকে কোনও বার্তা এখনও পাইনি। হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থাও এ ব্যাপারে আমাদের কিছু জানায়নি।" পরে অবশ্য আর এক কর্তা বলেন, "ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের জন্য প্রথম ম্যাচ খেলবে না। বিদর্ভের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচে পাওয়া যেতে পারে সিরাজকে।"

গত কয়েক বছরে ভারতের হয়ে বুমরাহ ও শামির পাশাপাশি ধারাবাহিক ভাবে খেলেছেন সিরাজ। ভারতের হয়ে এক দিনের বিশ্বকাপেও খেলেছেন তিনি। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে তিনি নেই। কেন? অধিনায়ক রোহিত শর্মার মতে, বুমরাহকে নিয়ে সংশয় থাকাতেই সিরাজের বদলে আরশদীপ সিংহকে নিতে হয়েছে। কারণ, তাঁরা এমন বোলার চাইছেন যিনি নতুন ও পুরনো বলে সমান দক্ষ।

শনিবার রোহিত বলেছিলেন, "একমাত্র সিরাজই দলে নেই। আমরা এই বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছি। সিরাজকে যদি না নতুন বল দিতে পারি তা হলে কী লাভ? সেখানেই ও পিছিয়ে পড়েছে। আমরা তিন জন পেসারই নিতে পারতাম। তাই সিরাজকে বাদ দিতে হয়েছে। এটা দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু দলের ভারসাম্যের জন্য করতে হয়েছে। আমরা এমন তিন জন পেসার নিয়েছি যারা নতুন ও পুরনো বলে সমান দক্ষ। দলের ভারসাম্য রাখতে গিয়ে কেউ কেউ বাদ যেতেই পারে। সকলকে তো খুশি করা যায় না। আমাদের সেরা দল বাছতে হবে। সেটাই করেছি।"

ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর যোগা খেলোয়ার রিমা স্বর্ণপদক জয়ী অ্যাথলেট রাখালও সংবর্ধিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। যোগা খেলোয়ার রিমা বেগম এখন একটি জেলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর। রিমা মূলতঃ ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের ছাত্রী।

তার সাফল্যের নিরিখে তাকে বিশ্রামগঞ্জে আজ, সোমবার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বিশ্রামগঞ্জে আজ ২০০ শয্যা বিশিষ্ট ইন্টিগ্রেটেড নেশা মুক্তি কেন্দ্রের ভুমি পূজন তথা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। একই সাথে ভার্চুয়াল মাধ্যমে জেলা পরিবহন কার্যালয় ও সিপাহী জলা সার্কিট হাউজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং নবনির্মিত স্কুল ভবন ও সড়কের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

সর্বনাশা মাদকদ্রব্য ও নেশাকে রাজ্য থেকে চিরতরে নির্মূল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংগঠন বিশেষ ভূমিকার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। আজ এই ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে অ্যাথলেট রাখাল শিবকেও সংবর্ধিত করা হয়। উল্লেখ্য, অ্যাথলেট রাখাল শিব গত নভেম্বর মাসে আগ্রাতে অনুষ্ঠিত ওপেন ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ মিট-এ মাস্টার্স স্পোর্টস উইং এর প্রতিনিধি হিসেবে একঝাঁক খেলোয়াড়ের সাথে সেখানে লং জাম্প এবং ১০০ মিটার স্প্রিন্টে দুটো স্বর্ণপদক পেয়েছিল। অনুষ্ঠানে আজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ (প্রফেসর) মানিক সাহা তাকেও সংবর্ধিত করেছেন।

আট ম্যাচ বাকি থাকতেই হার স্বীকার ইস্টবেঙ্গল কোচের

এ বারও হল না। স্বীকার করে নিয়েছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। আইএসএলে খেলা শুরু করার পর থেকে এক বারও প্লে-অফে উঠতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। এ বারও তাদের প্রথম ছয় দলের মধ্যে শেষ করার সম্ভাবনা নেই বলে স্বীকার করে নিয়েছেন অস্কার ব্রুজো। শেষ তিনটি ম্যাচ হেরে যাওয়ায় স্বপ্ন শেষ হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

রবিবার গোয়ার বিরুদ্ধে তাদের ঘরের মাঠে খেলা ছিল ইস্টবেঙ্গলের। ব্রাইসন ফের্নান্দেসের করা একমাত্র গোলে জেতে গোয়া। রক্ষণের ভুলে গোল হজম করতে হয়। দ্বিতীয়ার্ধে অনেক সুযোগ তৈরি করলেও গোল করতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচ শেষে ব্রুজো বলেন, "সেরা ছয়ে ওঠা কঠিন। আগেই বলেছিলাম, টানা তিনটে ম্যাচ না জিততে পারলে তা সম্ভব নয়। তাই এখন সেরা ছয়ের স্বপ্ন খুবই উচ্চাকাঙ্খা।" গোয়ার কাছে হারের জন্য দলের রক্ষণকেই দায়ী করেছেন ব্রুজো। তাঁর মতে, দীর্ঘদেহী ডিফেন্ডারের নিজের কাজ করতে পারেননি। পাশাপাশি সুযোগ নষ্টের কথাও শোনা গিয়েছে তাঁর মুখে। ব্রুজো বলেন, "একটা সেটপিসে প্রতিপক্ষের সবচেয়ে কম উচ্চতার খেলোয়াড় আমাদের গোলকিপার ও সেন্টারব্যাকের মাঝখান দিয়ে গোল করে দিল, এটা ঠিক না। সারা ম্যাচে ২৮টা ক্রস করেছি আমরা। তার পরেও গোল পাইনি। এটাও কম হতাশাজনক নয়। পরিসংখ্যান দেখুন, প্রায় ১৫টা সুযোগ তৈরি করেছি আমরা। তা সত্ত্বেও আমাদের স্ট্রাইকারেরা গোল করতে পারেনি। কারণ, ওদের রক্ষণ ভাল ছিল।"

প্লে-অফে ওঠার আশা না থাকলেও সম্মানের সঙ্গে মরসুম শেষ করতে চান ব্রুজো। তার জন্য পরের ম্যাচগুলিতে ভাল ফুটবল আশা করছেন তিনি। ফুটবলারদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে বলছেন তিনি।

ব্রুজোর কথায়, "আমরা এমন অবস্থায় রয়েছি, যেখানে আমাদের ড্র করলেও চলবে না। পুরো পয়েন্ট পেতে হবে। তাই পরের ম্যাচগুলোতেও আমাদের সেই চেষ্টাই চালিয়ে যেতে হবে। যখন চোট সারিয়ে সবাই ফিরে আসবে, তখন নিশ্চয়ই আমরা আরও ভাল খেলব। গোয়াকে প্রথমার্ধে আমরা ভালই আটকে রাখতে পেরেছিলাম। কিন্তু প্রথম গোলটা হয়ে যাওয়ার পর আমাদের পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, তার পরেও ৬০-৬৫ মিনিট ধরে গোলের চেষ্টা করেও গোল পাইনি।"

আইএসএলের স্বপ্ন শেষ হলেও এএফসি কাপের ম্যাচ রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। তাই ইতিবাচক থাকার চেষ্টা করছেন ব্রুজো। তাঁর লক্ষ্য, মরসুম ভাল ভাবে শেষ করা। ব্রুজো বলেন, "চোট-আঘাতের কারণে আমাদের ক্ষতি হচ্ছে। তবে আজকের ম্যাচে কিছু ইতিবাচক দিক আছে। কয়েক জন খেলোয়াড় প্রায় সুস্থ হয়ে ওঠার মুখে। আমি নিশ্চিত, পুরো দল পেলে মরসুম ভাল ভাবেই শেষ করতে পারব। মার্চে আমাদের এএফসি ম্যাচও আছে। সেই কথাও মাথায় রাখতে হবে আমাদের।"

পিছিয়ে পড়েও কামব্যাক এমবাপেদের

: ১ মিনিটের মাথায় পিছিয়ে পড়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। সেখান থেকে লাস পালমাসকে চার গোল মারলেন এমবাপেরা। সেই সঙ্গে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে পিছনে ফেলে লা লিগার শীর্ষস্থানে উঠে এল কার্লো আন্সেলোত্তির দল। অন্যদিকে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ইপসউইচ টাউনকে ৬ গোলে হারিয়ে প্রথম চারে ঢুকে পড়ল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। কিন্তু হার এড়াতে পারল না ইউনাইটেড।

লা লিগায় আগের ম্যাচে অ্যাটলেটিকো হেরে যাওয়ায় সুবিধা হয়েছিল রিয়ালের। জিতলেই শীর্ষস্থান পাকা এই পরিস্থিতিতে শুরুতেই গোল খেয়ে যায় তারা। কিন্তু পিছিয়ে পড়লে যে রিয়াল আরও বিধ্বংসী হয়ে ওঠে, তা ফের প্রমাণ করে দিলেন এমবাপেরা। ১৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে সমতা ফেরালেন তিনি। ৩৩ মিনিটে ভাজকুয়েজের পাস থেকে রিয়ালকে এগিয়ে দিলেন ব্রাহমিন দিয়াজ। তিন মিনিটের মধ্যে ফের গোল এমবাপের। ৫৬ মিনিটে ৪-১ করলেন রদ্রিগো। এই জয়ের ফলে ২০ ম্যাচে রিয়ালের পয়েন্ট ৪৬। দ্বিতীয় স্থানে থাকা অ্যাটলেটিকোর পয়েন্ট ৪৪। অন্যদিকে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে বার্সেলোনা। ইপিএলে একেবারেই চেনা ফর্মে নেই ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। আগের ম্যাচেও ড্র করেছে ব্রেন্টফোর্ডের সঙ্গে। তবে ইপসউইচের বিরুদ্ধে গোলের বন্যা বইয়ে দিলেন হালান্ডরা। পেপ গুয়ার্দিওয়ালার দল জিতল ৬-০ গোলে। ২৭ মিনিটে প্রথম গোল ফিল ফোডেনের। ৩০ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান কোভাসিচ। ৪২ মিনিটে ফের আঘাত ফোডেনের। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ৪-০ করেন জেরেমি ডোকু। সিটির বাকি দুটি গোল হালান্ড ও ম্যাকএটির। ইপিএলে ২২ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে উঠে এল গুয়ার্দিওয়ালার দল। তবে খারাপ সময় কিছুতেই কাটছে না ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের। ঘরের মাঠে ব্রাইটনের বিরুদ্ধে ৩-১ গোলে হারল রুবেন আমোরিমের দল। ইউনাইটেডের একটি মাত্র গোল ব্রুনো ফার্নান্দেজের। অন্যদিকে টটেনহাম হটস্পার এভার্টনের কাছে হার মানল ২-৩ গোলে।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে বিতর্ক

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের চতুর্থ রাউন্ডে জিতে কার্লোস আলকারাজের সামনে পড়েছেন নোভাক জোকোভিচ। তবে রবিবার স্ট্রেট সেটে প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দিলেও ম্যাচের পর কথা বললেন না তিনি। সে কারণে সমর্থকদের বিদ্রুপও শুনতে হয়েছে তাঁকে। তবে রবিবার সন্ধ্যায় নিজেই সমাজমাধ্যমে ভিডিয়ো পোস্ট করে কথা না বলার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন জোকোভিচ। জানিয়েছেন, এক অস্ট্রেলীয় সাংবাদিকের প্রতি ক্ষুব্ধ বলেই কথা বলেননি। যদি সেই সাংবাদিক বা চ্যানেলের তরফে ক্ষমা না চাওয়া হয় তা হলে আর কথা বলবেন না।

এ দিন জিরি লেহেচকাকে হারানোর পর প্রথামতো জোকোভিচের সঙ্গে কথা বলতে এগিয়ে এসেছিলেন সঞ্চালক তথা প্রাক্তন খেলোয়াড় জিম কুরিয়র। তবে জোকোভিচ মাইক নিয়ে বলে দেন, "আজ খেলা দেখতে আসার জন্য ধন্যবাদ। আপনাদের সমর্থনে আমি আপ্লুত। পরের রাউন্ডে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে।" আর কিছু না বলে কোর্ট থেকে বেরিয়ে যান।

অনেকে ভেবেছিলেন, দর্শকদের একাংশের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েই কথা বলেননি জোকোভিচ। আগের ম্যাচেও তাঁকে দর্শকদের প্রতিকূল আচরণের সামনে পড়তে হয়েছিল। জোকোভিচ কোর্ট ছেড়ে বেরনোর সময় তাঁকে অনেকে বিদ্রুপও করেন। ব্যাঙ্গাত্মক শিস দেন।

তবে স্থানীয় সময় মধ্যরাতে একটি ভিডিয়োয় জোকোভিচ বলেন, "আপনারা অনেকেই হয়তো ভাবছেন কেন কথা বললাম না। আসলে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সম্প্রচারকারী চ্যানেলের এক ধারাভাষ্যকার এবং সাংবাদিক সার্বিয়ার সমর্থকদের উদ্দেশে অপমানজনক মন্তব্য করেছেন এবং আমাকেও খারাপ কথা বলেছেন। তিনি এখনও নিজের কাজের জন্য জনসমক্ষে ক্ষমা চাননি। চ্যানেল নাইনও তাই। যে হেতু ওরা সম্প্রচারকারী, তাই চ্যানেল নাইনকে সাক্ষাৎকার দিইনি।''জোকোভিচের সংযোজন, "জিম কুরিয়র বা অস্ট্রেলিয়ার সমর্থকদের প্রতি কোনও রাগ নেই। খুব অদ্ভুত পরিস্থিতি ছিল কোর্টে। দর্শকদের কাছেই আমি এই কথাটা বলতে চেয়েছিলাম। তবে সেই পরিস্থিতি এবং সময় ছিল না। আমি গোটা ব্যাপারটা চ্যানেল নাইনের উপরে ছেড়ে দিলাম। দেখা যাক ওরা কী করে।''সম্প্রতি চ্যানেল নাইনের সাংবাদিক টনি জোন্সের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। সেখানে সার্বিয়ার সমর্থকদের উল্লাস করতে দেখে তিনি বেশ কিছু কথা বলেছেন। সেই ভিডিয়োর কথাই জোকোভিচ বলেছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

আগামী ২৩ জানুয়ারিকে কেন্দ্র করে নেতাজী স্কুলে ছাত্রীদের মহড়া।

বিজেপি সদর গ্রামীণ জেলার সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক

আগরতলা, ২০ জানুয়ারি: বিজেপি সদর গ্রামীণ জেলার সভাপতি হলেন মজলিশপুরের প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক। আজ খয়েরপুর সদর গ্রামীণ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নাম ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রীন অধ্যাপক (ডা:) মানিক সাহা। তাছাড়া, এদিন উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।
তাছাড়া, ভারতীয় জনতা পার্টির সদর গ্রামীণ জেলার সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিককে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, আপনার সুদক্ষ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় দলীয় সংগঠন আরোও বেশি শক্তিশালী হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

২৩ জানুয়ারি বামুটিয়ায় অনুকূলচন্দ্রের ১৩৭তম জন্মমহোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি: বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে আগামী ২৩শে জানুয়ারি ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ১৩৭তম জন্ম মহোৎসব সৎসঙ্গ কেন্দ্র রাঙ্গুটিয়া বামুটিয়ায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ২২শে জানুয়ারি উৎসব প্যান্ডেলে শ্রীশ্রী ঠাকুরের প্রতিকৃতি স্থাপন, সন্ধ্যাকালীন বিনতী প্রার্থনা, শ্রীশ্রী ঠাকুরের বাণী ও সৎ গ্রন্থাদি পাঠ, অধিবাসকৃত ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। ২৩শে জানুয়ারি উষাকীর্তন, প্রাতঃকালীন বিনতী প্রার্থনা, সৎ গ্রন্থাদি পাঠ ও প্রণাম, ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হবে। ৯.৩০ মিনিটে হবে উৎসবের শুভ উদ্বোধন, ঠাকুরের বাণী ও সৎ গ্রন্থাদি পাঠ, অর্ঘাঞ্জলী সহ প্রণান, ভক্তিমূলক সঙ্গীত, ঠাকুরের পূজা, সঙ্গীতানুষ্ঠান, কীর্তন সহকারে নগর পরিক্রমা। মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ বিতরণ, মাতৃ সম্মেলন, সাধারণ সভা, দিনভর বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। উৎসবকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে বামুটিয়া আশ্রমকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। উৎসব পরিচালনা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। যার সভাপতি সমীর প্রসাদ নন্দী, সম্পাদক সন্দীপ মহালানবীশ, কোষাধ্যক্ষ অপূর্ব দেব। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বামুটিয়া এলাকায় ইতিমধ্যে ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা দিয়েছে।

দিনের পর দিন স্কুল কামাই করে গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে অঙ্গনওয়াড়ি দিদিমণি

আগরতলা, ২০ জানুয়ারি: দিনের পর দিন স্কুল কামাই করে গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে অঙ্গনওয়াড়ি দিদিমণি। ওই ঘটনায় সাব্রুম মহকুমার সাতচাঁদ আর ডি ব্লকের অন্তর্গত পশ্চিম সাব্রুম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গত ৫ জানুয়ারি থেকে পশ্চিম সাব্রুম গ্রাম পঞ্চায়েতের দাসপল্লী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দিদিমণি সুপ্রিয়া দাস অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আসছেন না যার ফলে ব্যাহত হচ্ছে শিশুদের শিক্ষা ও প্রভাব পড়ছে শিশুদের পুষ্টির উপরও। প্রায়শই এই দিদিমণি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে অনুপস্থিত থাকেন এবং স্কুলে গেলেও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি বাড়ির পাশে হওয়ায় রেজিস্টারে সই করে দিয়েই বাড়িতে গিয়ে বাড়ির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন বলে অভিযোগ। তাই আজ সকালে যখন ওই দিদিমণি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যান ঠিক তখনই গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে দিদিমণিকে ঘিরে ধরে স্কুলে ঢুকতে বাধা দেন। দাবি করেন অতিসত্বর জন্য এই দিদিমণিকে এই স্কুল থেকে অন্য কোথাও বদলি করে নতুন দিদিমণি নিয়োগ করার জন্য।

টিসিএ আম্পায়ার কমিটির বিরুদ্ধে তন্ময় ধরের গুরুতর অভিযোগ

আগরতলা, ২০ জানুয়ারি : ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টিসিএ) আম্পায়ার কমিটির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। সংবাদ মাধ্যমের সামনে আজ তন্ময় অভিযোগ করেন যে, তিনি তিন বছর আগে টিসিএ-র আম্পায়ার নির্বাচনে উত্তীর্ণ হলেও এখনও পর্যন্ত তাকে কোনো খেলায় আম্পায়ারের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি।
তিনি আরও জানান, এই বিষয়ে টিসিএ-র অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে কথা বললে তারা তাকে জানিয়েছে যে তিনি বিরোধী দলের সমর্থক বলে তাকে কোনো সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না।
সম্প্রতি এমবিবি মাঠে অনুষ্ঠিত একটি ক্রিকেট খেলায় একজন অস্বীকৃত ব্যক্তি আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করেছে, যখন তিনি নিজে উত্তীর্ণ হয়েও কোনো সুযোগ পাচ্ছেন না।
এই বিষয়ে তন্ময় টিসিএ-র প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারিকে চিঠি লিখেছেন। তিনি আশা করছেন টিসিএ এই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।
তন্ময়ের এই অভিযোগ ত্রিপুরার ক্রিকেট মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। টিসিএ-র এই ধরনের কার্যকলাপ ক্রিকেটের স্বচ্ছতার উপর প্রশ্ন তুলেছে।

লংতরাইভ্যালী মহকুমার ছৈলেংটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পরিষেবা বন্ধ

আগরতলা, ২০ জানুয়ারি : লংতরাইভ্যালী মহকুমার ছৈলেংটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষরা প্রায়ই পরিষেবা বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, পঞ্চায়েত সচিব মিঠুন দেবনাথ প্রায়ই পঞ্চায়েতে অনুপস্থিত থাকেন। এলাকার জনৈক ব্যক্তি জানিয়েছেন, প্রায়ই বিভিন্ন কাজের জন্য এসে সচিবকে পাওয়া যাচ্ছে না। এতে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে তাদের। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মাসের পর মাস এই পরিস্থিতি চলছে। এলাকার মানুষরা পঞ্চায়েত সচিবের এই অবহেলার জন্য ক্ষুব্ধ। তারা দ্রুত এই সমস্যার সমাধান চান।

পার্ক সার্কাস স্টেশনের পাশে কারখানায় আগুন

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): সোমবার পার্ক সার্কাস স্টেশনের কাছে একটি কারখানায় আগুন লেগে আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। ঘটনাস্থলে যায় দমকলের অন্তত ১৪টি ইঞ্জিন। তবে ঘিঞ্জি এলাকায় আগুন নেভাতে বেগ পেতে হয় দমকলকে। সঠিক জায়গায় পৌঁছতে পারেনি দমকলের গাড়ি। বেশ খানিকটা দূর থেকে পাইপের মাধ্যমে জল দেওয়া হয়। যদিও স্থানীয় বাসিন্দারা যে যার মত আগুন নেভানো ও উদ্ধারকার্যে হাত লাগায়। আগুন লাগার সঠিক কারণ জানা যায়নি। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত হতাহতের খবর মেলেনি।
উল্লেখ্য, ঘটনার প্রভাব পড়ে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ট্রেন চলাচলেও। আগুনের লেলিহান শিখা এসে পৌঁছয় স্টেশনেও। যার জেরে দুপুর থেকে ওই অংশে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে। স্টেশন সংলগ্ন একটি কারখানার গুদামে আচমকাই আগুন লেগে যায়।

বিশালগড়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সৃজন উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২০ জানুয়ারি: প্রথমবারের মতো বিশালগড়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সৃজন উৎসব। স্থানীয় বিধায়ক সুশান্ত দেবের অনুপ্রেরণায় আগামী ২৩শে জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনে এই সৃজন উৎসবের সূচনা হবে বিশালগড়ে। স্থানীয় বিধায়ক সুশান্ত দেবের অনুপ্রেরণায় ও বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির এবং বিশালগড় আর ডি ব্লকের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সৃজন উৎসব। আগামী ২৩ শে জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনে এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে। এবিষয়ে সোমবার বিকালে বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির সভা কক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অতসী দাস। উপস্থিত ছিলেন বিডিও নান্টু দেব, শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান তপন দাস প্রমুখ।

স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে সামাজিক ব্যাধি নির্মূলের বার্তা রাজ্যপালের

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): সঞ্জয় রায়ের সাজা ঘোষণার দিন আর জি কর-কান্ডে সামাজিক ব্যাধি নির্মূলের বার্তা দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। একইসঙ্গে বলেন, সবচেয়ে আগে স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষার দিকটা দেখা উচিত ।'
গোটা বিচার প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থা রাখলেন রাজ্যপাল। তবে রায় বা সাজা সন্তোষজনক না হলে উচ্চ আদালতে যাওয়ার পথ যে খোলা আছে, সে বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন তিনি। শিয়ালদহ আদালতে আর জি করে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দোষী সঞ্জয় রায়ের ফাঁসির সাজা চেয়েছিল সিবিআই। সোমবার রাজভবনে এক কর্মসূচির পর এই বিষয়ে মন্তব্য করেন রাজ্যপাল। তিনি বলেন, 'আদালতের উপরেই সাজার বিষয়টি ছেড়ে দেওয়া উচিত। আদালত থেকেই আমরা বিচার পাব। যদি সাজা সন্তোষজনক না হয় তাহলে অন্য পন্থা আছে বিচারের আর্জি জানানোর, তা অবলম্বন করা হবে। আইনি ব্যাপার আইনি পদ্ধতিতেই সামলাতে হবে।''
আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালে চিকিৎসক তরুণীকে ধর্ষণ ও খুনের মামলার রায়কে সম্মান করার কথা বলেন রাজ্যপাল। তিনি এদিন বলেন, 'আদালত ইতিমধ্যেই রায় ঘোষণা করেছে। আমাদের উচিত সেই রায়কে সম্মান জানানো। তবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যা অবস্থা, তার পরিবর্তন দরকার। শুধু রাজ্যে না, দেশেও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন কাঙ্খিত। চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের নিরাপত্তা নিয়ে আমি চিন্তিত। সামাজিক ব্যাধি নির্মূল করতে হবে।'
আর জি করে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সঞ্জয় রায় একা দোষী বলে মনে করছেন না নির্যাতিতা তরুণীর মা-বাবা। রাজ্যপাল এ বিষয়ে মন্তব্য করতে নারাজ। তিনি বলেন, 'এ বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। আদালতের উপরেই সব।'
উল্লেখ্য, শনিবার আর জি করে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় রায় ঘোষণা হয়েছিল শিয়ালদহ আদালতে। সেখানে বিচারক অনির্বাণ দাস মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করেন। এর পর সোমবার তার সাজা ঘোষণা হয়। তার আগেই এই নিয়ে মন্তব্য করলেন রাজ্যপাল।

অন্য ছবি ভবানীপুরের পাড়ায় সঞ্জয়ের মায়ের বাড়িতে

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): আর জি করের ধর্ষণ-খুনের মামলায় দোষী সঞ্জয় রায়কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে শিয়ালদহ আদালত। সোমবার বিকেলে নিম্ন আদালতের এই রায় শুনে সঞ্জয়ের মায়ের কী প্রতিক্রিয়া? জানতে ৫৫বি, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিটে ভিড় জমেছিল। সকাল থেকেই শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিটে সঞ্জয়ের বাড়ির গলি ছিল থমথমে। সঞ্জয়ের পাড়ায় সকাল থেকেই সাংবাদিকদের আনাগোনা। কিন্তু সকাল থেকেই সঞ্জয়ের মা বাড়ির দরজা বন্ধ করে রাখেন। একবারের জন্যেও তিনি দরজা খোলেননি। বাইরে থেকে তাঁকে আদালতের নির্দেশের কথা বলা হলেও তিনি নিরুত্তাপ।
বিচারক মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিন, অনেকেই তা চাইছিলেন না। শাস্তি ঘোষণার পর তাঁরা খুশি। ফাঁসির শাস্তি হয়নি। প্রতিবেশীরা বলছেন, ''তদন্তে অনেক ফাঁক রয়েছে। ছেলেটা প্রাণে তো বেঁচে গেল।'' ছোট থেকে সঞ্জয়কে যাঁরা দেখছেন, তাঁরাও অনেকে দাবি করছেন, এই কাজ সঞ্জয়ের দ্বারা সম্ভব নয়। কখনও কোনও মহিলার সঙ্গে তাঁকে অসঙ্গত আচরণ করতে দেখা যায়নি বলেও দাবি প্রতিবেশীদের একাংশের। সঞ্জয়ের মা মানসিক ভাবে পুরোপুরি সুস্থ নন বলেই জানাচ্ছেন প্রতিবেশীরা। মাঝেমধ্যেই তিনি অসংলগ্ন কথা বলেন। বাড়িতে মায়ের সঙ্গেই থাকতেন সঞ্জয়। আর জি করের ঘটনার পর থেকে তাঁর মা একা থাকছেন। এ ছাড়া, সঞ্জয়ের তিন দিদি রয়েছেন। কিন্তু তাঁরা কেউ বাড়িতে আসেন না বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। রায় নিয়ে তেমন কোনও তাপ-উত্তাপ দেখা যায়নি। সঞ্জয়ের মা সকাল থেকে বাড়ির ভিতরেই। তিনি দরজাও খোলেননি। ভিতর থেকে তাঁর কোনও সাড়াও মেলেনি।

ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে বিশেষ সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি: পুলিশ সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে সোমবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপারের অফিসে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করার লক্ষ্যে এক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়।
পুলিশ সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে রাজ্য পুলিশ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পুলিশ কর্মীরা কিভাবে কাজ করেন এবং জনগণের সঙ্গে কি ধরনের ব্যবহার করতে হয় সেই সব বিষয় শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এক মহড়া শিবির অনুষ্ঠিত হয়।
এদিন স্কুল ছাত্রকে জেলা পুলিশ সুপার হিসেবে আসনে অধিষ্ঠিত করে সম্পূর্ণ কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করা হয়।
এ ছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন স্তরের অফিসার ও পুলিশ কর্মী হিসেবে যাবতীয় পোশাক পরিধান করিয়ে সচেতন করা হয়। এই কর্মসূচি পালনের লক্ষ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে জেলা পুলিশ সুপার জানান পুলিশের পেশায় যাতে ছাত্র যুব সমাজ আগ্রহ প্রকাশ করে এবং সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এই ধরনের কর্মসূচি পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে গ্রহণ করা হয়েছে।

অদ্বৈত মল্লবর্মনের ১১১তম জন্মবার্ষিকী পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২০ জানুয়ারি: তপশিলী জাতি কল্যান দপ্তরের উদ্যোগে সোমবার কমলপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের বিমল সিংহ স্মৃতি প্রেক্ষাগৃহে অদ্বৈত মল্লবর্মনের ১১১তম জন্মবার্ষিকী এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়। বিমল সিংহ স্মৃতি প্রেক্ষাগৃহে অদ্বৈত মল্লবর্মনের ১১১তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়।
অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উদ্বোধন করেন বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব। এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের ব্রাত্য রাখা হয়। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, ধলাই জেলার জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি অনাদি সরকার, কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান প্রশান্ত সিনহা, কমলপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অভিজিৎ সরকার, কমলপুর মহকুমার ডেপুটি কালেক্টর অদিতি দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা।
বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একটি বিশেষ কাজে আমবাসা চলে যায়। অনুষ্ঠানে মহকুমার বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষন দেন কমলপুর মহকুমার ডেপুটি কালেক্টর অদিতি দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিরা অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবনী নিয়ে আলোচনা করা হয়। এবং উপস্থিত ছাত্র ছাত্রীদের অদ্বৈত মল্লবর্মণের আদর্শ অনুসরণ করে চলার আহ্বান করেন বিশিষ্ট বক্তারা।
মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ধলাই জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস বলেন, অদ্বৈত মল্লবর্মণ কে। উনাকে জানার জন্য এই অনুষ্ঠান। অদ্বৈত মল্লবর্মণ কি করেছেন সমাজের জন্য। অদ্বৈত মল্লবর্মণ ছিলেন একজন জেলে পরিবারের ছেলে হয়েও তিনি ছিলেন একজন সাহিত্যিক। অনেক সাহিত্য রচনা করেছেন। এর মধ্যে 'তিতাস একটি নদীর নাম'। তিতাস একটি নদীর নাম এই উপন্যাস উনার মৃত্যুর পাঁচ বছর পর প্রকাশিত হয়। তিনি জেলে পরিবারের সদস্য হয়ে সমাজের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন।

দলীয় কর্মীদের উপর আক্রমণের অভিযোগ পুলিশ সুপারের কাছে বামেদের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি: রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার অবনতি এবং দলীয় কর্মীদের উপর আক্রমণ সহ বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা পুলিশ সুপারের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করলো সিপিআইএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটি।
ডেপুটেশন শেষে সিপিআইএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটির সম্পাদক রতন দাস বলেন, গত ৫ জানুয়ারি থেকে সিপিআইএম কর্মী সমর্থকদের উপর বিভিন্নভাবে আক্রমণ সংঘটিত করা হচ্ছে। বিজেপির দুষ্কৃতিকারীরা সিপিআইএম কর্মীদের চিহ্নিত করে তাদের বাড়িতে গিয়ে মারধর করছেন বলে, অভিযোগ করেন তিনি। গত ৫ জানুয়ারি নরসিংগড় স্থিত সিপিআইএম কর্মী বাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করা হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি। তারপর থেকে ৬ই জানুয়ারি মোহনপুর কালিবাজার সহ একাধিক এলাকায় ডি ওয়াই এফ আই এর কর্মসূচিতে যোগদান করার জন্য বাম কর্মীদের চিহ্নিত করে তাদের বাড়িতে গিয়ে মারধর করা হয়েছে। এই ঘটনায় প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করে এদের ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাম নেতৃত্ব। তিনি আরো জানান, পুলিশ সুপার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন উল্লেখিত ঘটনাবলী সম্পর্কে তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

রাবার চুরি আটক তিন চোর

বিশালগড়, ২০ জানুয়ারি : স্থানীয় শাসকদলের উপ-প্রধানের বাড়ি থেকে রাবার চুরির চাঞ্চল্যকর ঘটনায় তিন চোরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তারদের মধ্যে দুইজন নাবালক হলেও, তাদের মধ্যে একজন কুখ্যাত চোর হিসেবে পরিচিত।
সোমবার দুপুরে স্থানীয়রা তাদের হাতেনাতে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ জানিয়েছে, জুয়েল আহমেদ নামে এক কুখ্যাত চোরের নেতৃত্বে এই চুরির ঘটনা ঘটানো হয়েছিল। জুয়েলের সঙ্গে শ্রীবাহেত চৌধুরী (১৬) ও সুবেন মিয়া (১৭) নামে দুই নাবালকও এই চুরিতে জড়িত ছিল। এর আগে, এনডিপিএস মামলায় জেলে থাকার পর জুয়েল আবারও অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়েছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গভীর রাতে উপ-প্রধান সঞ্জয় রায়ের বাড়ি থেকে রাবার স্কেপ চুরি করার সময় স্থানীয়রা তাদের ধরে ফেলে। এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয় বার্ষিক অনুষ্ঠান !

আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের উদ্যোগে ওয়ারেংবাড়িতে ''স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয় বার্ষিক অনুষ্ঠান '' এর আয়োজন করা হয়। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের এক প্রয়াসের নাম এই ''স্বর্ণগ্রাম ''- যা গোমতী জেলার ওয়ারেংবাড়িকে আদর্শ গ্রাম প্রকল্প হিসেবে তুলে ধরেছে। 'স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয়' হল শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের একটি আবাসিক স্কুল প্রকল্প - সহযোগিতায় রয়েছে ওয়ারেংবাড়ির গ্লোরি অ্যাকাডেমি। এই প্রকল্পে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের তরফে স্কুলের আবাসিকদের সবরকম সুযোগসুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি পড়ুয়াদের জন্য যথাযথ পুষ্টি, পড়াশোনার সামগ্রী, বই, উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ, খেলার কোচ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা হয়।
''স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয় বার্ষিক অনুষ্ঠান'' আসলে স্বর্ণগ্রামের ১৪তম বার্ষিক ক্রীড়া দিবস ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান - যা এক উৎসবে পরিণত হয়েছে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই গৌর চন্দ্র সাহা-র প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন বিশেষ অতিথিরা ও গ্রামের শিশুরা জ্জ এদিনের অনুষ্ঠানে ''বেস্ট স্টুডেন্ট (বয়) অফ দা ইয়ার' ও ''বেস্ট স্টুডেন্ট (গার্ল) অফ দা ইয়ার'' হিসেবে বিজয়ীদের হাতে ট্রফি, মেডেল তুলে দেওয়া হয়। এই সম্মাননা মেধা এবং খেলাধুলায় সেরা শিক্ষার্থীদের দেওয়া হয়েছে। এদিন রিয়াং আদিবাসী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত গ্রামের ছোটরা গান গেয়ে অনুষ্ঠানের শুরু করে। শেষ হয় গ্রামের ছোটদের ঐতিহ্যবাহী হোজাগিরি নাচ দিয়ে। যা অনুষ্ঠানে এক নয়া মাত্রা যোগ করে। এদিন ''স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয়'' - এর ছাত্র-ছাত্রীরা যোগব্যায়ামও প্রদর্শন করে। একইসঙ্গে বিশিষ্ট চিকিৎসকদের নিয়ে একটি স্বাস্থ্য শিবিরও হয়। পাশাপাশি স্বর্ণগ্রাম-এর প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে কম্বলও বিতরণ করা হয়।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন অজয় সরকার, যোগা গুরু যোগীবিশ্ব, ডক্টর সজল নাথ এবং শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর ডিরেক্টর রূপক সাহা। উপস্থিত প্রত্যেকেই স্বর্ণগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, গ্রামের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা, স্কুলের উন্নতি এবং গ্রামের লোকদের জীবনযাপন আরো ভালো করার ব্যাপারে সহযোগিতার কথা বলেন।
অজয় সরকার জানান, '' শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর স্বর্ণগ্রাম প্রকল্পটি সকলের কাছে স্বপ্নের মতো এক বিশেষ উদ্যোগ, যা ১৬ বছর আগে শুরু হয়েছিল। আর আজ এই উদ্যোগ এক বড় আকার নিয়েছে। সবাই মিলে এই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিপূর্ণ করতে হবে জ্জ' যোগা গুরু যোগীবিশ্ব বলেন, 'এই উদ্যোগের সাথে যুক্ত হতে পেরে খুব ভালো লাগছে।' শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, ''রাজ্য সরকার, রামকৃষ্ণ মিশন এবং ভারত সেবাশ্রম বিশেষভাবে এই উদ্যোগে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সংবাদমাধ্যমও এই ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। সবার প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্জ এছাড়া স্বর্ণগ্রামের মানুষের থেকে যে উৎসাহ পেয়েছি তা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জ্জ'' তিনি আরও বলেন, ''স্বর্ণগ্রাম প্রকল্পটি আমাদের স্বপ্নকেও ছাপিয়ে গেছে। এবং ভবিষ্যতে এই পথ আরো প্রশস্ত হবে। আরো অনেক কাজ বাকি রয়েছে। তবে সবাই একসঙ্গে থাকলে এই উদ্দেশ্য পূরণ হবেই।'' অনুষ্ঠানের শেষে সকলের জন্য একসাথে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এক আনন্দময় পরিবেশের মধ্য দিয়ে স্বর্ণগ্রাম এর বার্ষিক অনুষ্ঠানটি শেষ হয় ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas